শ্রীশ্রীরাসবিলাসাখ্য গ্রন্থঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল

এবং

শ্রীমৎ স্বামি ও গোস্বামিগণের টিপ্পনী

ব্যাখ্যানুসারে তদীয়ার্থ

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তরাজ গুণনিধি কর্ত্তৃক প্রাচীন
রীত্যনুসারে পয়ারাদি নানা চ্ছন্দে রচিত।

ইদানীং

শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীল এবং শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীলের
আদেশানুসারে

কলিকাতা

চিৎপুররোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে।

শ্রীযুত বেণীমাধব দের বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯১৬. পৌষ।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কর্ম্মকারাদেশে এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং উক্ত কর্ম্মকার ঐই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী ছিলেন তদনন্তর উক্ত স্বত্বাধিকারী স্ব স্বত্ব পশ্চাল্লিখিত আমাদিগেরকে বিক্রয় করেন এইক্ষণে এই গ্রন্থের পূর্ণ স্বত্বাধিকারী আমরা হইলাম ইতি।

শ্রীনৃত্যলাল শীল।
শ্রীকানাইলাল শীল।

কলিকাতা।
আহীরীটোলা ৯ নং বাটী।

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীব্রজগোপালঃ।

শ্রীরাসবিলাস।

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণং মুরারেঃপাদাব্জপ্রেমামৃতবারিবাহং।
সংসারতাপাপনুদং শরণ্যং স্বভক্তদাত্র্যহকুলৈর্নিষেব্যং॥
জীয়াদেষ নবীননীরদমদ প্রধ্বংসিনীলদ্যুতিঃ।
শ্রীরাধামধুরাধরস্মিতসুধাসংসিক্তনেত্রোৎপলঃ॥
শ্রীমদ্রাসবিলাসবিভ্রমভরোদ্ভ্রান্তোজগন্মোহনঃ।
প্রোন্মীলন্মুরলীনিনাদমধুরোনৃত্যন্নিকুঞ্জেহরিঃ॥
বন্দে চৈতন্যচন্দ্রং কলিকলুষতমোধ্বংসিনং সাবধূতং।
সাদ্বৈতং স্বীয়ভক্তব্রজসহমিলিতং প্রস্ফুরৎস্মেরবক্ত্রং॥
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সকরুণমনসা ভক্তিতত্ত্বং দিশন্তং
শ্রীজীবং সর্ব্ববিদ্যাময়মনিশমহোকামপূরং নতোস্মি॥

যথারাগ। জয় জয় পরানন্দ, শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্ব, কৃষ্ণপ্রেমানন্দ জলধর। সংসার মরুকাননে, পরিভ্রান্ত জীবগণে, শীতল করণে সুতৎপর॥ স্ব ভক্ত চাতকগণ, যে চরণ সন্দর্শন, করিতে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। সে তব চরণমূলে, স্থলকমলশীতলে, হোক্ মম শিরোবিলুণ্ঠিত॥ জয় জয় নবঘন, নিন্দিকান্তি সুশোভন, মনমথ মথনমূরতি। রাধার মধুরাধর, স্মিত সুধা সিক্ততর, নেত্র নব নীলোৎপলদ্যুতি॥ শ্রীরাসবিলাস রস, বিভ্রমেতে পরবশ, জগজন মোহন সুঠাম। মধুরমুরলীস্বরে, মুগ্ধ করি চরাচরে, কুঞ্জে নৃত্যকারি অভিরাম॥ জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, কলির কলুষ সান্দ্র, তিমির বিনাশি পূর্ণশশী। সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ, সাদ্বৈত স্বভক্তবৃন্দ, স্মিতসুধা বক্ত্রেতে প্রকাশি॥

জয় রূপসনাতন, সদা সকরুণ মন, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বদীপ দানে।। অপার সংসার ঘন, তিমির করি হরণ, প্রেমে মজাইলা জগজনে।। শ্রীজীবগোস্বামিজয়, অশেষবিদ্যাআলয়, তব পদদ্বয় ধরি মাতে। এই ইচ্ছা অবিরাম, প্রভু পূর্ণ কর কাম, নিজ কৃপাকটাক্ষ লবেতে।।

পয়ার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়। জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সহ ভক্তচয়।। জয় জয় ব্রজনাথ জয় বৃন্দাবন। জয় রাসবিলাসিনী গোপিনীর গণ।। সকল বৈষ্ণব পদে মোর নিবেদন। তোমা সবে কর মোরে এবে কৃপেক্ষণ।। আমি অতি অগতি অকৃতি অভাজন। ভজন সাধনহীন দীন অকিঞ্চন।। বেদে বলে তোমাদের করুণা বিহনে। কৃষ্ণ নাহি মিলে জপ সমাধি সাধনে।। অতএব তোমা সবে অসঙ্খ্য প্রণাম। কৃপা করি পরিপূর্ণ কর মনস্কাম।। যদ্যপি আমিহ হই পাষণ্ড অধম। অপরাধী যদি আর নাহি মম সম।। তথাপি তোমরা নিজ করুণা প্রভাবে। এদীনে এবার অঙ্গী করিতে হইবে।। হয়েছে আমার এবে এক আকিঞ্চন। কহিতে সে কথা লাজে না স্ফুরে বচন।। বামন যেমন চাহে সুধাংশু ধরিতে। ভেকের আকাঙ্ক্ষা যেন পদ্মমধু পিতে।। তেন অভিলাষ সদা করিছে হৃদয়। নির্লজ্জ মানস মম বশ কভু নয়।। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করিতে ব্যাখ্যান। উৎসুক হতেছে চিত্ত নহে সমাধান।। কোথা কৃষ্ণলীলা হয় ব্রহ্মাদি দুর্গম। কোথা আমি পাষণ্ড পতিত নরাধম।। তথাপি বাসনা হৃদে এবড় সাহস। যজ্ঞঘৃত করে যেন কুক্কুরে মানস।। একমাত্র তাহাতে ভরসা অবিকল। বড় দয়াময় হন বৈষ্ণব সকল।। তাঁদের প্রসাদে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কাম। পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি মূকে বলে হরিনাম।। অতএব তোমা সবে লইয়ে শরণ। উৎকণ্ঠিত চিত্ত কিছু করিতে বর্ণন।। স্বামী শ্রীগোস্বামি পাদ ব্যাখ্যা অনুসারে। ভাষায় বর্ণিতে রাস বাঞ্ছা বহু ধরে।। যদি তোমা সবার কৃপাতে পূর্ণ হয়। তবে যশ ঘুষিবে জগতে সমুদয়।।

নাহি মোর বিদ্যা লব নাহি কবিশক্তি। এলাগি ক্ষমিবে মোর সদসৎ উক্তি॥ ভাগবতে কহে কৃষ্ণ গুণানুবর্ণনে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করে সাধুজনে॥ হংস যেন নীর ত্যজি ক্ষীর করে পান। হেন মোরপ্রতি সবে হও কৃপাবান॥ তোমাদের কৃপা মোরে যেমন থাকিবে। তেমতি কহিব ইথে দোষ না লইবে॥

অথাবতরণিকা।

তত্র শ্লোকঃ শ্রীধরস্বামিপাদানাং।

ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥

যথারাগ। ব্রহ্মাদিক দেবগণ, চরাচর ত্রিভুবন, চেতন হরয়ে যাঁর শরে। যে মদন অনিবার, করে মনে অহঙ্কার, তার গর্ব্ব পর্ব্বতে যে হরে॥ হেন কৃষ্ণ গুণগণ, মন্মথের মথে মন, ভুবন ভূষণ অবতারী। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আদি, অশেষ বিলাস নিধি, স্বপর্য্যন্ত বিস্মাপনকারী॥ প্রকট শ্রীবৃন্দাবনে, লয়ে প্রিয় গোপীগণে, নিত্য রাস বিলাসে মগন। সে লীলা পীযূষ লব, আস্বাদিয়ে ভক্তসব, ত্রিজগত করেন সিঞ্চন॥ তাহে বদরিকাবাসী, দ্বৈপায়ন মহাঋষি, কৃষ্ণ উপাসনা তপ করি। সেই তপস্যার ফল, কৃপা পুত্র সমুজ্জ্বল, কৃষ্ণ প্রেমময় মূর্ত্তি ধরি॥ ভাগবত তরুবরে, বসি কলপদ স্বরে, কৃষ্ণ লীলামৃত করে গান। একে শুকমুখধ্বনি, তাহে প্রেমময় বাণী, শুনি গলে অয়সপাষাণ॥ মহারাজ পরীক্ষিতে, অতি হর্ষময় চিতে, কহিছেন শ্রীরাসবিলাস। যাঁহার শ্রবণফলে, হৃদে প্রেমামৃত ফলে, অন্তকালে ব্রজে হয় বাস॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ১ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্ব মাধুর্য্য নিধান॥ পূর্ণানন্দময় তনু পরম উজ্জ্বল। অসম অধিক গুণ কান্তি সুনির্ম্মল॥ যাঁর রূপ গুণগণে বিক্ষুব্ধ তাশয়। আত্মারামগণের সমাধি ভঙ্গ হয়॥ হেন ভগবান্ সেই রাত্রিগণ হেরি। গোপী প্রেমামৃত ভোগ বাঞ্ছিলা শ্রীহরি॥ কি কহিব গোপিকার প্রেমের মহিমা। নিজে ভগবান্ যার দিতে নারে সীমা॥ অতএব সে সবার প্রেমে মগ্ন হয়ে। বিহরিতে ইচ্ছা করিলেন স্বচ্ছন্দয়ে॥ কামময়ী সেই ইচ্ছা না হয় তাঁহার। কিন্তু হয় হ্লাদিনী সম্বিৎ শক্তিসার॥ কৃষ্ণের যেমন তাহা তেমনি গোপীর। নহে কেন কৃষ্ণে সদা করয়ে অস্থির॥ একেত শরদ্দ কাল তাহাতে রজনী। উৎফুল্ল মল্লিকা আদি যাহে পুষ্প শ্রেণী॥ শরদে মল্লিকা কভু না হয় পুষ্পিত। অপূর্ব্ব যামিনী তাহা সে হেতু বিদিত॥ যেন তথা মল্লিকার অপূর্ব্বতা হয়। সেইমত বহুপুষ্প সে কালে উদয়॥ বুঝি কৃষ্ণ বিহার করিবা বৃন্দাবনে। এই লাগি তরু লতা প্রকাশে আপনে॥ বিশেষিয়ে সে সব সৌন্দর্য্য হেরি হরি। স্ব স্বরূপশক্তি যোগমায়া অঙ্গীকরি॥ অথবা গোপীর সহ সংযোগ বিষয়ে। দয়াময় অতিশয় দয়া প্রকাশিয়ে॥ নিজাবতারের যাহা মুখ্য প্রয়োজন। হেন লীলা করিতে করিলা কৃষ্ণ মন॥ কিম্বা যোগমায়া শব্দে মুরলীরে মানি। সংযোগার্থ শব্দ যাহে প্রকাশে আপনি॥ তাহাকে আশ্রয় করি মদনমোহন। রিরংসাতে প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন॥ এইত তোষণী স্বামি-

সম্মত ব্যাখ্যান। মতান্তরাভাস কহি কর অবধান ।। যদ্যপি শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাশ্রয়। অসংখ্য লক্ষ্মীরগণ তাঁহারে সেবয় ।। তথাপিহ পরকীয়া রস আস্বাদিতে। কৃষ্ণের বিহার ইচ্ছা উপজিল চিতে ।। দেখি গোপী প্রতি প্রতিশ্রুত নিশিগণ। অধিক রিরংসা তাঁর হইল ঘটন ।। একি পরকীয়া রস কি মাধুর্য্যময়। যার গুণে কৃষ্ণের রিরংসা উপজয় ।। অতএব অবিচিন্ত্য যোগমায়া লয়ে। নিকুঞ্জে প্রবেশে হরি প্রফুল্ল হৃদয়ে ।।

তথাহি শ্লোকঃ।

> তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং, প্রাচ্যাবিলিম্পন্নরুণেন সন্তমৈঃ। সচর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্, প্রিয়ঃপ্রিয়ায়াইব দীর্ঘদর্শনঃ ।। ২ ।।

কৃষ্ণের রিরংসা যবে হইল স্বমনে। তখনি উঠিল শশী গগণ ভবনে ।। তারাগণে আবৃত হইয়ে উডুরাজ। অখণ্ডমণ্ডল রূপে হইল বিরাজ ।। শরদ পূর্ণিমা মাত্রতাহে হেতু নয়। কৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে শশী নিত্যপূর্ণহয় ।। প্রাকৃত শশাঙ্কোদয় নাহি বৃন্দাবনে। এলাগি সতত পূর্ণ হয় সেই স্থানে ।। কৃষ্ণ যেন গোপাঙ্গনা সমূহ সহিতে। শোভিবেন রাসস্থানে ইহা ভাবি চিতে ।। তাঁহার উৎকণ্ঠা প্রতি উদ্দীপন হয়ে। উঠিলেন চন্দ্র হেন মনে বিবেচিয়ে ।। অতি সুকল্যাণতম নিজ করে করি। প্রাচীদিগ্বধূ মুখ অরুণিম করি ।। সুচিরপ্রবাসি পতি আসি যেন ঘরে। কুঙ্কুমাক্ত হস্তে প্রিয়ামুখ লিপ্ত করে ।। শরদর্ক জাতজনতার তাপ নাশি। হেনমতে উদয় করিল সুধারাশি ।। কৃষ্ণ যেন গোপিকার পূর্ব্বরাগ দুঃখ। বিনাশি শ্রীহস্তেতে মার্জ্জিবা গোপীমুখ ।। চিরদিন পরে তারা পাইয়ে নাগরে। সুখিতা হইবা তেন আপন অন্তরে ।। এইত গোস্বামী স্বামী সম্মত ব্যাখ্যান। মতান্তর কহি পুনঃ কর অবধান ।। যখন কৃষ্ণের

মনে রিরংসা জন্মিল। তখনি অখণ্ড শশী উদয় হইল।। ইহার তাৎপর্য্য শুন হয়ে সাবধান। নিত্য লক্ষ্মীযুক্ত হন শ্রীলভগবান।। তথাপিহ গোপিকার প্রেমেমগ্ন হয়ে। শ্রীরাস বিলাস বাঞ্ছা করিল হৃদয়ে।। পাছে পরকীয়ারস অবিশুদ্ধ বলি। গোপীগণে উপেক্ষা করেন বনমালী।। ইহা ভাবি যদুকুলপতি নিশাপতি। দেখাইতে আপনকুলের চিররীতি। যদিও অসংখ্য তারাপতি শশধর। তথাপিহ পরকীয়া রসেমগ্নতর।। প্রাচীদিগ বধূ হয় ইন্দ্রের মহিষী। তাহাতে আসক্তি নিজ দেখাইতে শশী।। চির প্রবাসিরপ্রায় উৎকণ্ঠিত চিতে। অরুণ করেতে মুখ লাগিল মার্জ্জিতে।। আপন উদয় রাগে রঞ্জিল তাহারে। অভিপ্রায় কৃষ্ণ যেন এলীলা আচরে। অদভুত পরকীয়া রসের মাধুরি। সেবিয়ে সন্তোষ যেন হয়েন শ্রীহরি।।

> দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং, রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।
> বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং, জগৌকলং বামদৃশাং
> মনোহরং ॥ ৩ ॥

পয়ার।। যাহার উদয়ে হয় কুমুদ উল্লাস। অখণ্ডমণ্ডল শশী সে হৈল প্রকাশ।। নবীন উদয় রাগে অরুণবরণ। যাহাতে উৎপ্রেক্ষা করে রমার বদন।। পরমিকা রমা হন রাধিকা সুন্দরী। কৃষ্ণের হইল রাধা স্মৃতি যাহা হেরি।। যার লাগি শিখে কৃষ্ণ বেণুর সংগীত। হেন রাধামুখচন্দ্রে করে উৎপ্রেক্ষিত।। যে মুখ প্রকাশে পৃথিবীর মোদ হয়। অখণ্ডাবয়ব যাতে শোভে অতিশয়।। সতত অরুণ তাহা কুঙ্কুমের রাগে। যাহাতে কৃষ্ণের মনে মনমথ জাগে।। এরূপ চন্দ্রের শোভা অতি সুললিত। বিশেষ যাহার কর মৃদু প্রকাশিত।। যাহাতে রঞ্জন করে সকল কানন। হেরি তাহা কৃষ্ণ প্রেম হইল উদ্দীপন।। যে লাগিয়ে মুরলী শিখিলা ভগবান্। তাহার সাফল্য হেতু কৈলা কলগান।। অব্যক্ত মধুর সেই মুরলীর রব। যাহে চরাচর প্রাণী মুগ্ধ হয় সব।। বিশেষে যে গোপী কৃষ্ণে বক্র নেত্রে হেরে। অলক্ষে সে রব তার মন

চুরী করে ।। দ্বি অংশে বিভক্ত সেই মুরলীর গীত। অব্যক্ততা মধুরতা রূপে সুবিদিত ।। মুরলীর মধুরতা মানস হরিতে। অব্যক্ততা স্ব স্ব নাম ভ্রান্তি জন্মাইতে ।। অথচ অন্যের যেন না হয় গোচর। হেন রমণীয় রব করিলা নাগর ।। যে বেণুর রবে গোপীবৃন্দ মন হরে। সামান্য সে রব নহে শুন অতঃপরে ।। বাম নেত্র শব্দেতে চতুর্থ স্বর মানি। তার সহ সানুস্বার কল এই ধ্বনি ।। ইথে কাম বীজ সেই তাহা গান করি। অনায়াসে গোপীমন করিলেন চুরি ।। অনঙ্গ বর্দ্ধন হয় সেইত সংগীত। নতুবা গোপীর কেন হরিবেক চিত ।। এইত প্রথম অর্থ হৈল সমাপন। মতান্তর কহি এবে করহ শ্রবণ ।। বেদেতে কুৎসিত কহে পরকীয়া রসে। তথাপি তাহাতে মোদ সুধাংশু প্রকাশে ।। অখণ্ডমণ্ডল হয়ে করিল উদয়। পুলকেতে স্ফীত যেন রসিকেতে হয় ।। আপন উদয় রাগে অরুণিম হয়ে। পরকীয়া প্রেম রসে রাগ প্রকাশিয়ে ।। নিজ কুল নায়কের হেরি এ চরিত। কৃষ্ণের রাধিকাস্ফূর্ত্তি হইল তুরিত ।। বিশেষতঃ চন্দ্র রাধা মুখের সমান। হেরিয়ে মুরলী গীত কৈলা ভগবান্ ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে ব্রজগোপীগণের বৃন্দাবনে অভিসার ।।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ। আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ, সযত্রকান্তোজব-লোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

যথারাগ ।। কৃষ্ণের মুরলি ধ্বনি, মনমথ বিবর্দ্ধিনি, আসি গোপ নিতম্বিনী কুলে। প্রবেশি শ্রবণ পথে, গোপিকার

হৃদয়েতে, কামাঙ্কুর সিঞ্চে প্রেমজলে ॥ তাহে হয়ে পল্লবিত, সর্ব্বেন্দ্রিয় উল্লাসিত, অসম্বিত, চিত গেল চুরি। কৃষ্ণের মোহন বেণু, অবশ করিল তনু, নয়নে না ধরে প্রেমবারি ॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ, উথলে প্রেমতরঙ্গ, কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ অভিলাষে। কৃষ্ণগ্রহগ্রস্তমনা, যত নব ব্রজাঙ্গনা, সকলে আইল কৃষ্ণ পাশে ॥ শুকদেব মহামতি, কৃষ্ণ পার্শ্বে নিজ স্থিতি, নিত্য ইহা স্ফূর্ত্তির কারণে। আইলেন গোপীগণ, যথা শ্রীগোপী-রমণ, কহে অভিমন্যুর নন্দনে ॥ কৃষ্ণ গানাকৃষ্টমন, যাবতীয় গোপীগণ, বিলম্বন সহিতে না পারে। পরস্পর অলক্ষিতে, চলে কৃষ্ণ নিরীক্ষিতে, কুণ্ডল দুলিছে গতিভরে ॥

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যা পরাযযুঃ ॥ ৫॥

কোন গোপী ছিল সায়ন্তন গোদোহনে। তখনি মুরলী-ধ্বনি শুনিল শ্রবণে ॥ অবশ হইল অঙ্গ ধৈর্য্য নাহি ধরে। অমনি দোহনস্থালী ফেলে ভূমিপরে ॥ কৃষ্ণ দরশন আশে সমুৎসুক হয়ে। বেণু অনুসারে ধনী চলিল ধাইয়ে ॥ কোন২ গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে। হেনকালে বেণু নাদ পশিল শ্রবণে ॥ আবর্ত্তন স্থালী রাখি চুল্লীর উপরে। নামাইতে ব্যাজ নাহি সহে সবাকারে ॥ হৃতচিত্ত হয়ে তারা চলিল ত্বরিতে। যথা কৃষ্ণনাম ধরি ডাকে বাঁশরিতে ॥ সেইমত কেহ কেহ সংযাবরন্ধন। উপেক্ষিয়ে ব্যস্ত হয়ে করয়ে গমন ॥ এরূপে অনেকে সায়ন্তন কৃত্য ছাড়ি। কৃষ্ণ অভিমুখে যায় আভীর সুন্দরী ॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়যন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনং ॥ ৬ ॥

কোন কোন গোপী নিজ ভৃত্য বন্ধুগণে। আছিল অন্নাদি ভক্ষ্য সুপরিবেশনে ॥ তখনি মুরলীধ্বনি শ্রবণে শুনিল। ধৈর্য্য নাহি ধরে ধরে অধরা হইল ॥ অমনি ত্যজিয়ে তাহা বেণু

অনুসারে। বন অভিমুখে ধায় কৃষ্ণে দেখিবারে ।। কোন২ গোপী নিজ ভগ্ন্যাদি নন্দনে। স্নেহে করাইতে ছিল দুগ্ধাদিক পানে।। অমনি বেণুর রবে হইয়ে মোহিত। কৃষ্ণ অভিমুখে চলে ত্যজিয়ে সম্বিত।। কোন গোপী নিজ ধর্ম্ম পতিশুশ্রূষণ। ত্যজিয়ে চলিল কৃষ্ণে করিতে দর্শন। কোন কোন গোপী দেহাপেক্ষা নাহি করে। বেণু শুনি ভক্ষ্যপেয় অমনি বিস্মরে ।। সমাধান না হইতে ভোজনাদি ক্রিয়া। উচ্ছিষ্ট অধরে যায় কাননে ধাইয়া।। ইথে জানি কৃষ্ণপ্রেম অলৌকিক হয়। তাহে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছু বিচার না সয় ।।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণ দর্শন উৎকণ্ঠায়। তাঁহার সন্তোষ যোগ্য ক্রিয়া ত্যজি যায় ।। যাহা অনুষ্ঠানে হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি। হেন কর্ম্ম ত্যজিয়া চলিল গোপী ততি ।। করিতে আছিল তারা নিজ অঙ্গরাগ। চন্দনাদি লিপ্ত যাতে কৃষ্ণের সোহাগ ।। তাহা সমাধান না করিয়ে ব্রজবালা। কৃষ্ণ দরশনে ধায় হইয়ে উতলা ।। এইমত কেহ কেহ নিজাঙ্গ মার্জ্জন। উপেক্ষিয়ে বনপথে করয়ে ধাবন ।। কোন কোন গোপী নিজ নয়নযুগলে। অঞ্জন রচনা করেছিল কুতূহলে ।। এক নেত্রে অঞ্জন হইতে সুঘটন। কৃষ্ণের মুরলী গীত করিল শ্রবণ।। অমনি অবশ তনু হইল সবার। চলিল কৃষ্ণের পাশে না হয় নিবার ।। এ অতি সামান্য কোন কোন গোপীগণ। আপনার দেহ আদি হৈল বিস্মরণ ।। পরিধেয় বস্ত্র কেহ উত্তরীয় করে। কর্ণের কুণ্ডল কেহ নাসিকায় পরে ।। কেহবা কেয়ূর পরে আপন চরণে। নূপুরে সাজায় ভুজ কেহ স-যতনে ।। এইরূপ ব্যতিক্রমে বস্ত্র আভরণ। পরিয়া চলিল তারা যথায় রমণ ।। পথে চলে যাবতীয় ব্রজকুল নারী। পরস্পর কেহ কারে না কহে ফুকারি ।। বল্লভদর্শন কালে ভূষা ব্যতিক্রম। রসশাস্ত্রে কহে তার আখ্যান বিভ্রম ।।

তাবার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানোন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ৮॥

এই রূপে লজ্জাভয় লোক ধর্ম্ম ছাড়ি। কৃষ্ণ দরশনে যায় যত কুলনারী॥ তা সবার পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ। নিরখিয়ে সকলের সেই আচরণ॥ বলে নিশি যোগে তোরা যাইবি কোথায়। নানা অনুবন্ধে করে বারণ উপায়॥ বেণুরবে মোহিত সে ব্রজরামাগণ। কোনমতে কাহারো না মানে নিবারণ॥ কৃষ্ণহৃতচিত্তে তারা তাঁর অনুরাগে। চলিল সকলে মিলি প্রাণনাথ আগে॥ কৃষ্ণ ভক্তি প্রভাব কি বর্ণিবারে জানি। যাহাতে অশেষ বিঘ্ন নাশয়ে আপনি॥ এ কারণে তাহাদের পতি আদিজন। নিবারিতে না করিল অধিক যতন॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা প্রভাবেতে যোগমায়া বলে। বিঘ্নহৈতে বিনিবৃত্তা হইল সকলে॥

অথ সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের সিদ্ধতা প্রাপ্তি।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ৯॥

সে বিঘ্নেতে তারা যদি বাধিত হইত। তবেত দশমীদশা সকলে পাইত॥ এহেতু সাধনে ভাবমাত্র সিদ্ধ যারা। সে বিঘ্নেতে অভিভব পেয়েছিল তারা॥ সিদ্ধ দেহ বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি নাহি হয়। ইহা জানাইতে শুক বিশেষিয়া কয়॥ কোনো কোনো গোপিকার পতি আদি গণ। গৃহ অবরোধ করি করিল বারণ॥ তাহে বিনির্গম পথ তারা না পাইয়ে। সুদীর্ঘ ভাবনা প্রাপ্ত হইল হৃদয়ে॥ চিত্ত আকর্ষক কৃষ্ণে উৎকণ্ঠিত চিতে। ধ্যানেতে ধরিল হৃদে দুঃখ নিবারিতে॥ তদাবেশে নিমীলিত হইল নয়ন। বিগত হইল অন্য সুব আলোচন॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সংগতাঃ॥
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১০॥

গোপীগণ অবিসহ্য বিরহ সন্তাপে। ধৌত হইলেন সব অশুভ কলাপে॥ ধ্যানে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আনন্দ। তাঁহে বিনাশিল তাসবার পুণ্যবন্ধ॥ উপপতি ভাবে ভাবিয়াও জনার্দ্দনে। সদ্যই হইল তারা বিশ্লথ বন্ধনে॥ এহেতুক গুণময় তনু ত্যাগ করি। সেকালে তাহারা প্রাপ্ত হইল মুরারি॥ স্বামি কহে হেন কৃষ্ণ ধ্যানের প্রভাবে। মায়াগুণময় দেহ তেজেছিল সবে॥ যদি কহ ব্রহ্মভাব নাহি গোপিকার। তবে গুণময় দেহ যাবে কি প্রকার॥ তাহাতে করেন তিনি এই সমাধান। যদিও গোপীর নাহি ছিল ব্রহ্মজ্ঞান॥ তথাপিহ কৃষ্ণধ্যান মহিমার বলে। গুণময় দেহ ত্যাগ করিল সকলে॥ বস্তুশক্তি নাহি করে বুদ্ধি অপেক্ষণ। অবোধের হস্ত দাহে যেমন দহন॥ যদি বল হোক্ তাহা প্রারব্ধ থাকিতে। গুণময় দেহ নাহি পারে বিনাশিতে॥ ইহাতে কহেন পুনঃ করিয়ে প্রকাশ। সদ্য হয়েছিল গোপিকার কর্ম্মনাশ॥ প্রক্ষীণ বন্ধনা শব্দে কহিছেন তাই। তবে কেন এ বিতর্ক করিতেছ ভাই॥ বাদী বলে হোক্ তথাপিহ ভোগবিনে। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইল কেমনে॥ তাহাতে কহেন প্রেষ্ঠ বিরহ সন্তাপে। হয়েছিল গোপিকার স্বপ্রারব্ধ পাপে॥ ধ্যানলব্ধ শ্রীকৃষ্ণের সমাশ্লেষ সুখ। গোপিকার পুণ্য নাশ কহিছেন শুক। এইত স্বামির মত হৈল সমাধান। গোস্বামির ব্যাখ্যা কহি কর অবধান॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ অতি তীব্র তাপময়। তাহাতে খণ্ডিল যত অশুভ নিচয়॥ ধ্যানে প্রাপ্ত অচ্যুতের আশ্লেষ আনন্দ। তাহে নষ্ট হৈল সুখ ভোগ মহাবন্ধ॥ অশুভ শব্দেতে কৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্তি কালে। বিরহ অবস্থা স্ফূর্ত্তি সাধুজনে বলে॥ শুভ

শব্দে সে সময়ে প্রাপ্যস্ফূর্ত্তি কয়। যাহাতে ভক্তের হয় আনন্দ উদয়॥ যে উভয় ভোগপরে প্রৌঢ় ভক্তগণ। নিত্য কৃষ্ণ সংযোগের হয়েন ভাজন॥ গোপীদের বিচ্ছেদ আশ্লেষ সমুল্লাসে। এককালে ভোগ হয়ে গেল অনায়াসে॥ নতুবা প্রারব্ধ ভোগ নাহি তাসবার। বৈষ্ণবের জন্মে নাহি প্রারব্ধ স্বীকার॥ সর্ব্ব অংশী পরমাত্মা হয়েন শ্রীহরি। এলাগি বাস্তব পতি শ্রীকৃষ্ণ সবারি॥ তাহে জার বুদ্ধি করিয়াও গোপীগণ। পূর্ব্ব ভর্ত্তা ভোগ্য দেহ করিলা মোচন॥ সর্ব্ব গুণ পরিপূর্ণ ছিল যেই দেহ। কৃষ্ণ ভোগ্য নহে বলি ত্যক্ত হৈল সেহ॥ তবে তারা গৃহেতেই থাকি সে নিশিতে। কৃষ্ণকে পাইল ইহা লেখে তোষণীতে॥ তাদের বন্ধুর দুঃখ করিতে বারণ। যোগমায়া কৈলা ত্যক্ত দেহ সংগোপন॥ যদ্বা বলি ব্যাখ্যান্তর যে কহে গোস্বামী। তাহা বিবরিয়া পুনঃ লিখিতেছি আমি॥ কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি বিরহে তাপিত। কৃপা করি বিনাশিলা সে দুঃখ ত্বরিত॥ অশুভ শব্দেতে হেথা তাহাকেই কহে। নতুবা প্রারব্ধ দুঃখ গোপিকার নহে॥ অতএব যারা নাশে জগতে অশুভ। এলাগি গোপীর নাম কৈলা ধুতাশুভ॥ কৃষ্ণভক্ত পবিত্র করেন ত্রিভুবন। হেন ন্যায় এস্থানেতে হইল ঘটন॥ ধ্যানে লব্ধ কৃষ্ণাশ্লেষে আনন্দ অপার। অক্ষীণ মঙ্গলা নাম এহেতু সবার॥ যাহে জগতের হয় মঙ্গল ঘটন। পূর্ব্ববৎ ন্যায় হেথা করিবে স্মরণ॥ গুণ শব্দে বিরহ ভাবেরে কহে মুনি। তেজিলা তন্ময় তনু তাহারা তখনি॥ তবে কৃষ্ণ সেই গৃহমাঝে প্রবেশিয়ে। তাদের কামনা পূর্ণ করিলেন গিয়ে॥

অথ সাধন সিদ্ধাগণের সিদ্ধতা প্রাপ্তি বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥ ১১॥

কৃষ্ণ ধ্যানে গোপিকার গুণদেহ চ্যুতি। সন্দেহ করিয়া শুকে জিজ্ঞাসে ভূপতি ॥ সে সন্দেহ তাঁহার নিজের নাহি হয়। অন্যের সন্দেহ নাশ হেতু জিজ্ঞাসয় ॥ মুনিবর আপনি যে কহিলে সিদ্ধান্ত। ইহাতে সংশয় মোর রহিল একান্ত ॥ কৃষ্ণে ব্রহ্ম বুদ্ধি নাহি ছিল গোপিকার। পরকান্ত বলি ভাবমাত্র সে সবার ॥ পর শব্দে শ্রেষ্ঠে কহি কান্তে কমনীয়। গোপীর বুদ্ধিতে ভাল তথা শোভনীয় ॥ এমন সগুণ মূর্ত্তি করিয়ে ভাবনা। গুণের প্রবাহ হানি কোন ঘটনা ॥ ব্রহ্মবুদ্ধি ভিন্ন যদি গুণ ধ্যান করি। গুণের প্রবাহ নাশ হওয়া মান্য করি ॥ তবে কেন সামান্য পত্যাদি ভাবনায়। সকলের মোক্ষ প্রাপ্তি দেখা নাহি যায় ॥ বস্তুত তাবৎ বিশ্ব হয় ব্রহ্মময়। কেবল তাহাতে নাহি সে বুদ্ধি উদয় ॥ ব্রহ্ম বুদ্ধি ভিন্ন কভু মুক্তি হৈতে নারে। অতএব একি কথা কহ বারে বারে ॥ এইত স্বামির ব্যাখ্যা হইল পুরণ। গোস্বামির মত কহি শুন দিয়া মন ॥ সর্ব্বতোভাবেতে ঈক্ষা আছয়ে যাহার। পরীক্ষিত নাম যোগ্য হয় সে তাহার ॥ এহেতুক পরীক্ষিত শব্দ উক্তি করি। সর্ব্বভাব অভিজ্ঞতা জানান তাহারি ॥ যদ্যপি তাহার ছিল সে সিদ্ধান্ত জ্ঞান। তথাপিহ শুকে পুন আপনি সুধান ॥ অভিপ্রায় সে সভাতে ছিল বহুজন। অন্তর্মুখ বহির্মুখ ইত্যাদিকগণ ॥ সে সবার পাছে হয় সন্দেহ উদয়। অতএব মহারাজ শুকে জিজ্ঞাসয় ॥ তার মধ্যে অন্তর্মুখ উপলক্ষ করি। বিশেষার্থে জিজ্ঞাসেন মোহ পরিহরি ॥ বহির্মুখ উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতি। সন্দেহ সম্ভব করি জিজ্ঞাসে ভূপতি ॥ তার মধ্যে অন্তর্মুখ রীতে এই অর্থ। শুনহ সকলে যাহে হবে চরিতার্থ ॥ সর্ব্বগুণ মনোহর সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। কৃষ্ণ হন এই মাত্র গোপিকা আশয় ॥ নতুবা নির্গুণময় কৃষ্ণ আবির্ভাব। ব্রহ্ম বলি নাহি ছিল গোপিকার ভাব ॥ ব্রহ্মপরিনিষ্ঠতা যাহার গুণে তেজে। হেন গুণ বুদ্ধি করি গোপী কৃষ্ণে ভজে ॥ এহেতু তাদৃশগুণ গোপিকার হয়। ভজনীয় গুণ ভক্তে

যেহেতু উদয় ।। যদি তাদিগের দেহ নহে সিদ্ধতম। এহেতু হইতে পারে তার উপরম ।। কিন্তু কৃষ্ণ শক্তিময় তাসবার গণ। কেমনে হইতে পারে তাহাতে বিগুণ ।। ব্রহ্ম উপাসকে কৃষ্ণ গুণ নাহি স্ফুরে। যেহেতু তাহারা গুণ ধ্যান নাহি করে ।। তবে যে সেসকলের গুণ দৃষ্ট হয়। তাহারে প্রাকৃত সত্ত্বময় শাস্ত্রে কয় ।। হইলে হইতে পারে সে গুণের নাশ। কভু নাহি হয় শুদ্ধ গুণের বিনাশ ।। এই অন্তর্মুখপক্ষ হৈল সমাপন। বহির্মুখ পক্ষ কহি করহ শ্রবণ ।। ব্রহ্ম হন জগত ব্যাপক জ্ঞানময়। গোপীদের নাহি ছিল তেমন আশয় ।। কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই আছে দৃঢরূপ। যে যেমনে ভজে তারে ভজে সেই রূপ ।। তবে কেন সে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি। গোপী প্রতি কৃপা কৈলা গৃহের ভিতরি ।। ব্রহ্ম বলি গোপী তারে না করে ভাবনা। তবে কিরূপেতে হৈল এমন ঘটনা। বিরহ অভাব ময় তার গুণ হয়। বল কিরূপেতে তবে হইল বিলয় ।। গোপী জানে সৌন্দর্য্যাদি গুণবান করি। কভু ব্রহ্ম বুদ্ধি নাহি করে গোপনারী ।।
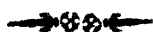
অথ তদ্বিষয়ে শুকদেবের উত্তর।

শ্রীশুকউবাচ ।। উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা-গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ।। ১২ ।।

শুকদেব পরীক্ষিতে কহেন সিদ্ধান্ত। কয়েছি এই কথা পূর্ব্বে তোমারে একান্ত ।। কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ করিয়াও চির-কাল। যেরূপেতে সিদ্ধ হয়েছিল শিশুপাল ।। গোপীগণ হয় তাহে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী। তাদের সিদ্ধিতে কি সন্দেহ রাজ ঋষি ।। কৃষ্ণ হন অনাবৃত ব্রহ্ম পরাৎপর। অখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্তা ঈশ্বর ।। জীবগণ হয় সদা ইন্দ্রিয় অধীন। মায়া বাধ্য হয়ে ভবে ভ্রমে চিরদিন ।। এহেতু কৃষ্ণেতে ব্রহ্ম জ্ঞানাপেক্ষা

নাই। যে কোন রূপেতে ভজিলেই মোক্ষ পাই ॥ মায়াবৃত ব্রহ্ম যাহে হয় জীবগণ। তাঁহারে ভজিলে তথা না হয় মোচন ॥ ব্রহ্ম ভাবে যদি কেহ সে সবেও ভজে। বিধিপূর্ব্ব হৈলে সেহ এসংসার তেজে ॥ তার সাক্ষী অনীশ্বর দেবতার গণে। ভজিলে অভীষ্টলাভ হয় ব্রহ্ম জ্ঞানে ॥ স্বামির সম্মত ব্যাখ্যা এইমত হয়। তোষণীর ব্যাখ্যা কহি শুন ভক্তচয় ॥ পরের সন্দেহ নাশহেতু নরপতি। যদিও এসব প্রশ্ন কৈলা মুনিপ্রতি ॥ তাহা জানিয়াও ঋষি নৃপপ্রতি কন। অমর্ষাবশতঃ কিছু অব্যক্ত বচন ॥ অতএব শুকনাম এখানে প্রকাশে। আক্ষেপ করিয়া যেন নৃপতিরে ভাষে ॥ মহারাজ পূর্ব্বে ইহা কয়েছি তোমায়। তথাপি সন্দেহ কেন কর পুনরায় ॥ দ্বেষ করি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। পেয়েছিল নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ আকৃতি ॥ তাহাতেও নহে সিদ্ধ গুণলেশ হানি। প্রিয়ার নাশিবে গুণ একোন কাহিনী ॥ সিদ্ধগুণ নাশ নহে মোর অভিপ্রায়। প্রাকৃত সদ্গুণ নাশ জানিবে তথায় ॥ প্রথম পক্ষের এই সিদ্ধান্ত বচন। দ্বিতীয় পক্ষেতে এবে সবে দেহ মন ॥ যেজন যেরূপে কৃষ্ণে করয়ে ভজন। তারে সে সেরূপে ভজে সত্য এ কথন ॥ কিন্তু কৃষ্ণে আছে যেই স্বাভাবিক গুণ। তাহার কিরূপে বল হইবে বিগুণ ॥ ভক্ত্যাদি আবেশে তাঁতে সমর্পিলে মন। অবশ্য সে সব গুণ হয় প্রকটন ॥ দেখ চৈদ্য দ্বেষ ভাবে কৃষ্ণে রাখি মন। পাইল কৈবল্য পদ শুনেছ কারণ ॥ মোক্ষদ বলিয়ে কৃষ্ণে সে না ভাবে কভু। স্মরণ প্রভাবে মোক্ষ পেয়েছিল তবু ॥ গোপীগণ হয় সদা কৃষ্ণে প্রেমবতী। তাহে ব্রহ্মগুণ স্ফূর্ত্তি নহে চমৎকৃতি ॥ অতএব অধোক্ষজ ব্যাপকতা গুণ। প্রকাশিয়ে গৃহমাঝে দিলা দরশন ॥

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতোনৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥

যদি বল দেহযোগ আছয়ে যাহার। অনাবৃত ব্রহ্ম সেহ হবে কি প্রকার॥ তবে তাহা বলি এবে করহ শ্রবণ। জীব প্রায় দেহী কৃষ্ণ কখন না হন॥ লোকের কল্যাণহেতু ভগবান হরি। অবতীর্ণ হন আসি ভুবনভিতরি॥ অব্যয় অপ্রমেয় সে কৃষ্ণ সনাতন। নির্গুণ অথচ গুণ প্রবৃত্তিকারণ॥ অতএব দেহীতুল্য নহেন ঈশ্বর। স্বামির ব্যাখ্যান পূর্ণ হৈল অতঃপর॥ গোস্বামির মতে এবে সবে দেহ মন। বৈষ্ণব তোষণী যাহা করে প্রকটন॥ অহো কি বর্ণিব ভগবানের প্রভাব। বিচিত্র না হয় চৈদ্যে দেওয়া আত্মভাব॥ নিজ প্রেমময়ীগণে প্রসাদ করণ। ইহাও না হয় কৃষ্ণে অদ্ভুত কারণ॥ নিত্য পারিষদ হয় চৈদ্য নরপতি। আগন্তুক দৈত্যভাব তাহার সম্প্রতি॥ গোপীগণ সুবিশুদ্ধ প্রেমবতী হয়। তাসবার বাঞ্ছাসিদ্ধি এ আশ্চর্য্য নয়॥ যেহেতুক ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবগণ। সকলে করিতে লীলা আনন্দ ভাজন॥ বৃন্দাবনে প্রকাশ হয়েন ভগবান। অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভ্রূবিজৃম্ভে হয়। যাঁহার ভ্রূকুটি মাত্রে হৈতে পারে লয়॥ ভূভার হরণ তাঁর নহে প্রয়োজন। জীবে অনুগ্রহ লাগি হন প্রকটন॥ নৃপবর যেন প্রজা কল্যাণ করণে। ইতস্ততঃ তোমরা ভ্রমহ এ-ভুবনে॥ সেইমত লোকহিত লাগি ভগবান। সংসারে করেন নিজ প্রাকট্য বিধান॥ ভক্তে আত্ম সমর্পণে নাহি যাঁর ব্যয়। এ হেতু বেদেতে কহে তাঁহারে অব্যয়॥ প্রমাণেতে নাহি হয় যাঁর পরিমাণ। পরিচ্ছিন্ন নাহি হন সেই শ্রীনিধান॥ মায়া গুণ স্পর্শ নাহি তাঁহাতে আছয়। নির্গুণ বলিয়া সেই তাঁরে শাস্ত্রে কয়॥ কিন্তু গুণপ্রবর্ত্তক হয়েন ঈশ্বর। গুণাত্মশব্দেতে তারে কহি অতঃপর॥ কিম্বা লোক অনুগ্রহ অভিলাষ করি। অজ হয়ে জন্মেন ভুবনভিতরি॥ বাস্তবিক নাহি তাঁর জন্মাদি বিকার। এহেতু অব্যয় নামে খ্যাত বিশ্বাধার॥ মায়া গুণ স্পর্শ নাহি আছয়ে তাঁহাতে। এহেতু নির্গুণ তাঁরে কহে

ভাগবতে ॥ কারুণ্যাদি গুণগণে পরিপূর্ণ হরি। গুণাত্মা এ-হেতু তাঁরে কহে বিশ্বভূরি ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বি[illegible]তায়ান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪ ॥

যেহেতুক কৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম হন। অতএব তদাসক্তি মুক্তির কারণ ॥ যে কোন প্রকারে হৈলে তাঁহাতে আসক্তি। অনায়াসে পায় জীব সংসার বিমুক্তি ॥ কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ ঐক্যতা ভাবন। সৌহৃদ্যতা কৃষ্ণে নিত্য কৈলে আচরণ ॥ অবশ্য তন্ময় ভাব পায় জীবগণে। এসব ভাবের পাত্র দেখহ নয়নে ॥ কামভাবে ভাবি কৃষ্ণে কুবজা পাইল। ক্রোধে শিশুপাল ভাবি তন্ময় হইল ॥ ভয়েতে পেয়েছে কংস ঐক্যে মুনিগণ। সৌহৃদ্যতা ভাবে পায় পাণ্ডু পুত্রগণ॥ বস্তুত কৃষ্ণের হেন স্মরণ প্রভাব। ভাবিলেই তিনি তারে দেন আত্মভাব ॥ স্বামির ব্যাখ্যার হয় এইত তাৎপর্য্য। গোস্বামির মতে মন দেহ শ্রোতাবর্য্য। শ্লোকের আভাস অর্থে কহেন তোষণী। থাকুক কৃষ্ণের সুপ্রকট লীলা বাণী ॥ সর্ব্বদাই যেবা তাঁরে ভাবে যেই ভাবে। অবশ্য কৃতার্থ তারা স্মরণপ্রভাবে ॥ কাম ক্রোধ ভয় আদি তাঁহে, আচরিয়ে। একান্ত তন্ময় ভাব স্ফুরয়ে হৃদয়ে ॥

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের না হয় মোক্ষ দেওয়া অতিভার। যাঁর ধ্যানমাত্রে মুক্ত হয় এ সংসার ॥ তাহাতে বিস্ময় করা তব কার্য্য নয়। কৃষ্ণের মহিমা তুমি জান সমুদায় ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। ঐচ্ছিক যাঁহার হয় জন্মাদি বিধান ॥ কর্ম্মবশ্য জন্ম-তাঁর নাহি কদাচিত। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ বেদান্ত বিদিত ॥ তাঁহার চিন্তায় মুক্ত হয় চরাচর। গোপী গুণদেহ মুক্তি এ-

নহে বিস্তর ॥ স্বামি ব্যাখ্যা হৈল এবে শুনহ তোষণী। মহারাজ কহিতেছ একোন কাহিনী ॥ গর্ব্ভাবধি জান তুমি কৃষ্ণের প্রভাব। তবে হে সন্দেহ তব এ কেমন ভাব ॥ বরঞ্চ অন্যেতে ইহা কহিতে পারয়। নৃপবর তব যোগ্য ইহা কভু নয় ॥ পরিপূর্ণ অশেষ ঐশ্বর্য্য নিকেতনে [illegible] কদাচ বিস্ময় কার্য্য নহে ভগবানে ॥ যদি কহ তবে কেন জন্ম তাঁর হেরি। জীবতুল্য নহে তাহা দেখহ বিচারি ॥ ভক্ত বৎসলতা গুণ পরবশহেতু। স্বেচ্ছাতে প্রকট হয়েছিলা কৃপাসেতু ॥ যোগেশ্বরেশ্বর হন সেই উরুক্রম। তাহে কৃষ্ণ অবতার পরিপূর্ণতম ॥ ইথে কোন অসম্ভব্য নাহি মহারাজ। তেজহ সংশয় সব নিজ হৃদিমাঝ ॥

অথ গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য চাতুর্য্যের অবতরণিকা ॥

তাদৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠোবাচম্পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৬ ॥

রাসলীলা আনন্দ কাননতুল্য ভায়। তাহে অন্তরায় কথা বিষলতাপ্রায় ॥ তথাচ সংশয় তাহে করি উদঘাটন। নৃপতি করিলা প্রশ্ন বুঝিতে কারণ ॥ প্রসঙ্গতঃ তদুত্তর দিয়ে মহামুনি। লীলা কথা উৎকণ্ঠায় কহেন আপনি ॥ বেণুরবে আকর্ষিত ব্রজ নারীগণে। নিকটে আগতা কৃষ্ণ দেখিয়া নয়নে ॥ জানিলেন বেণুগীতে হইয়ে বিহ্বলা। নিশিতে অরণ্য মাঝে আইল অবলা ॥ গৃহের বাহিরে যারা কখন না যায়। হেনসবে কৃষ্ণ নিজান্তিকে দেখা পায় ॥ লজ্জা ভয় আদি তারা করেছে বর্জ্জন। যেহেতু করেছে কৃষ্ণ সমীপে গমন ॥ গোপীদের সেই-ভাব দেখিয়া শ্রীহরি। আরম্ভ করিলা নিজে বচন চাতুরি ॥ বাগ্মী শিরোমণি হন রসিক শেখর। দ্বিভাব বাক্যেতেসবে

কন নটবর ॥ আপাত অর্থেতে যাহে উপেক্ষা বুঝায়। ভাবার্থে প্রার্থনাময়, তাহা সমুদায় ॥ যে বাক্যতে হরে চিত্ত বিবেক বিনাশে। হেন বাক্য কৃষ্ণ কহিছেন মৃদুভাষে ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাস বিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

অথ দুই অর্থে শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌চাতুর্য্য।

শ্রীভগবানুবাচ॥ স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণং ॥ ১৭ ॥

প্রথমে ঔদাস্য পক্ষ অবলম্ব করি। সমাদরে গোপীগণে কহেন শ্রীহরি ॥ অতি প্রিয়তম জনে সাদর বচন। স্বভাবতঃ ঔদাস্যতা করে প্রকটন ॥ এসো২ গোপীগণ একি ভাগ্যোদয়। তোমাদের আগমন সুশোভন হয় ॥ মহাসাধ্বী হও সবে গোকুলের মাঝে। তোমা সবা সম ভাগ্যবতী কেবা ব্রজে ॥ তোমাদের প্রিয় কি করিব আচরণ। সরলতা ভাবে মোরে কর আজ্ঞাপন ॥ মহাভাগ্যবতীদের প্রিয় আচরণে। অবশ্য হইতে পারে ধর্ম্মের ঘটনে ॥ এরূপ কৃষ্ণের সমাদর বাণী শুনি। কিছু না কহিল গোপী ঔদাস্যতা মানি ॥ তবে কৃষ্ণ কহিছেন করিয়া চাতুরি। সসম্ভ্রমে সমাগত হেরি ব্রজ নারী ॥ ব্রজের মঙ্গল কথা কহ গোপীগণ। বুঝি কোন উপদ্রব হয়েছে ঘটন ॥ নহে নিশিযোগে কেন সকলে মিলিয়ে। আসিয়াছ কাননেতে গৃহ উপেক্ষিয়ে। সাটোপে কহেন হরি কহতো আমারে। কি বিপদ হৈল আজি ব্রজে একবারে ॥ আছে কিম্বা অন্য আগমন প্রয়োজন। বিশেষিয়া কহ সবে সব বিবরণ ॥ এইত উপেক্ষাময় বাক্য অর্থ হয়। প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্তচয় ॥ কৃষ্ণ দেখি গোপীগণে নিকটে আগত। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হর্ষে প্রফুল্লিত ॥ সাদরে কহেন সবে পিরিতি করিয়ে। সুখেতো এসেছ তোমাসবে প্রাণপ্রিয়ে ॥ মহাভাগ্য-

বতী হও তোমরা সকলে। রাসলীলা যোগ্যা যাতে তোরা ভূমণ্ডলে ।। যে রাসবিলাস আশে কমলা সুন্দরী। মহাতপ আচরিলা সবসুখ ছাড়ি ।। তথাপি না পায় সেহ শ্রীরাসমণ্ডল। সেই রাসউল্লাসিনী তোমারা সকল ।। কিম্বা ভাগশব্দে হেথা কহিয়ে ভজন। যাহে সর্ব্ব উৎকর্ষতা করিলে ধারণ।। লোক-ধর্ম্ম লাজভয় সব পরিহরি। একমাত্র আমারে ভজিলে সব-নারী ।। আমি তোমাসবে তেন না পারি ভজিতে। যাহে তোসবার ঋণী আমি বিধিমতে ।। অতএব সবে হও মহাভাগ অতি। তোমাদের প্রিয়কার্য্যে মম কি শকতি ।। অথবা আ-মিহ হই ঋণী সবাকার। আজ্ঞাপন কর মোরে যে ইচ্ছা যা-হার ।। তোমাদের প্রিয় কিছু করি আচরণ। অধীনের কৃত্য আজি করিব সাধন ।। এরূপে কহিতে কৃষ্ণ আপন প্রার্থিত। সবে নিরুত্তর দেখি হইলা শঙ্কিত ।। বুঝি হেথা আগমন কালে এসবার। পতি গুরুজনে করিয়াছে তিরস্কার ।। তাহা উপে-ক্ষিয়ে বনে হয়েছে আসিতে। সেই অভিমানে কিছু না দেখি ভাষিতে ।। এতেক ভাবিয়ে কৃষ্ণ কন মৃদুস্বরে। ব্রজের মঙ্গল সবে কহতো আমারে ।। নিশিযোগে হেথায় করিতে আগ-মন। গুরুজনে কিছুতো না কৈল বিঘটন ।। অথবা সে সব বিঘ্ন অনাদর করি। নিশিতে কাননে আসিয়াছ সব নারী ।। পথ-পরিশ্রমে বুঝি হয়েছে বেদন। সেই অভিমানে কিছু না কহ বচন ।। আহামরি আমার লাগিয়ে নিশিকালে। পথে নানা-মত ক্লেশ পেয়েছ সকলে ।। আমি হই তোমাদের অনুগত জন। তবে আগমনক্লেশ পাইলে কি কারণ ।। ইঙ্গিতে আ-মারে সবে যেখানে ডাকিতে। তথা না যাইয়া আমি পারি কি থাকিতে ।। এত আজ্ঞাবহ যদি আছে এই জন। তবে কহ কি কারণে কৈলে আগমন ।। কিম্বা মম দরশনে উৎকণ্ঠিত হয়ে। নিশিতে কাননে সবে এল্যে যে লাগিয়ে ।। আমারো সে অভিলাষ আছয়ে অন্তরে। অতএব লজ্জা তেজি কহ তা আমারে ।।

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতাঃ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ংস্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮॥

যদি বল আমাদের নাহিক বিপদ। কাননে এসেছি সবে করিতে আমোদ॥ তুমি যাহা দেখিতে আইলে বৃন্দাবনে। আমরাও সেই লাগি এসেছি এখানে॥ সহজেই বৃন্দাবন শোভা চমৎকার। হেরিতে আকাঙ্ক্ষা মনে নাহি হয় কার॥ তাহাতে হয়েছে পুনঃ শরদ আগম। কাননে হয়েছে কত কুসুম উদ্গম॥ সেই সব শোভা নিরীক্ষণ অভিলাষে। সকলে এসেছি মোরা তেজি গৃহ বাসে॥ তবে শুন বলি ওহে সুমধ্যমাগণ। এরূপে অযোগ্য তোমাসবার ভ্রমণ॥ দিবস না হয় ইহা হয়হে রজনী। স্বভাবেই ঘোররূপা বলি যারে মানি॥ তাহে ঘোরতর প্রাণী সেবিত কান্তার। এহেতু অযোগ্য হেথা থাকা সবাকার॥ অতএব নিশিযোগে কানন তেজিয়ে। গৃহেতে গমন কর সকলে মিলিয়ে॥ ঔদাস্য পক্ষের এই অর্থ সুনির্ণয়। প্রার্থনা পক্ষের অর্থ শুন ভক্তচয়॥ কৃষ্ণ কন শুনহ সুমধ্যমাগণ। এসেছ যদ্যপি সবে মিলি বৃন্দাবন॥ তবে কিছুকাল হেথা করিয়া বিশ্রাম। সকলেতে পরিপূর্ণ কর মনস্কাম॥ অখিল রঞ্জন করে এইত রজনী। অঘোর স্বভাবা যাহে শোভে নিশামণি॥ ভ্রমর কোকিল আদি অঘোর প্রাণীতে। সুশোভিত এই বন আছে নানামতে॥ তাহে সুমধ্যমা হও তোমরা সকলে। অতএব কিছুকাল থাকো এইস্থলে॥ বন তেজি গৃহপ্রতি না কর গমন। এখানে কি স্থিতি করা নহে সুশোভন॥

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তিহ্যপশ্যঃ স্তোমাকৃদ্ধং বন্ধুসাধ্বসং॥ ১৯॥

যদি বল তুমি হও পুরুষকেশরী। তব সমীক্ষেতে মোরা কারেও না ডরি॥ এ ব্রজমণ্ডল হয় তোমার আশ্রিত। তব অগ্রে মোসবার ভয় কি উচিত॥ তাহা সত্য বটে কিন্তু এ হয়

যামিনী। তাহে সুমধ্যমা হও সকল কামিনী ।। অধিকন্তু জনশূন্য হয় এ কানন। একামাত্র আমি হেথা পুরুষরতন ।। তোমাদের মাতা পিতা ভ্রাতা সবাকার। পতি পুত্র আদি বন্ধু আছে যে যাহার ।। তোমাদের অসময়ে বনে আগমন। হেরিয়ে সকলে করিতেছে অন্বেষণ ।। যদি তারা এই স্থানে আগমন করি। আমার সহিত সব হেরে কুলনারী ।। অবশ্যই লজ্জানীরে আমিহ পড়িব। অকীর্ত্তি অযশে আমি ভুবন ভরিব ।। তোমরা না কর মনে বন্ধুর সাধ্বস। কুলকামিনীর এতো অযোগ্য সাহস ।। অতএব সবে ফিরি যাও নিজ ঘরে। কেন মিছা দোষভাগী করহ আমারে ।। এইতো প্রথম পক্ষ হৈল সমাপন। পক্ষান্তর ব্যাখ্যা এবে করহ শ্রবণ ।। কৃষ্ণ কন যদি বল তোমরা সকলে। কিরূপে এখানে সবে থাকি নিশিকালে ।। আমাদের মাতা পিতা আদি বন্ধুগণ। গৃহে না দেখিলে সবে অন্বেষিবে বন ।। বল দেখি যদি তারা আসে এই স্থানে। তবেতো বিপদ বড় হইবে ঘটনে ।। এত বলি কন তাহে ঈষদ হাসিয়ে। কেহ না দেখিবে সবে এখানে আসিয়ে ।। মাতা পিতা পতি পুত্র আদি বন্ধুগণ। দেখিতে না পাবে করিয়াও অন্বেষণ ।। যেহেতু নিবিড় হয় এইতো কান্তার। দিবসেও দৃষ্টিপাত হওয়া অতিভার ।। তাহে পুনঃ হয় এই রজনীসময়। কিরূপে হইবে বল দৃষ্টির বিষয় ।। অতএব বন্ধুর সাধ্বস তেজি দূরে। এই রাত্রি বাস কর কানন ভিতরে ।।

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং।
যমুনানিল লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং ।। ২০ ।।

যদি বন দেখা মাত্র হয় প্রয়োজন। বড় অসম্ভব তাহা না হয় ঘটন ।। নানা তরু প্রফুল্লিত এ কাননে হয়। তাহাতে হয়েছে পূর্ণশশাঙ্ক উদয় ।। তাহার কিরণে বন হয়েছে রঞ্জিত। যমুনা পরশি বায়ু বহিছে ললিত ।। তাহে সুচঞ্চল হইতেছে তরুলতা। যাহা নিরখিলে চিত্তে বাড়ে তরলতা ।। অতএব

তোমাসবে তাহা দেখিবারে। সকলে এসেছ সত্য হেরি ব্যবহারে ॥ হইল সম্পন্ন এবে সেই প্রয়োজন। এ লাগিয়ে কহি ব্রজে করহ গমন ॥ উপেক্ষা পক্ষের ব্যাখ্যা এই হইল সায়। পক্ষান্তর কহি এবে শুন পুনর্বায় ॥ কৃষ্ণ কন শুন শুন সব গোপীগণ। কিবা সুশোভিত হয় এই বৃন্দাবন ॥ নানাবিধ তরুলতা হয় কুসুমিত। বিশেষে রাকেশ-কর সমূহে রঞ্জিত ॥ যমুনা তরঙ্গসঙ্গী বহে সমীরণ। তাহে সুচঞ্চল সব তরুলতাগণ ॥ এই হেতু কহি এ মধুর বৃন্দাবনে। থাকিতে উৎসাহ সবে কর গোপীগণে ॥

তদ্‌যাতমাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসাবালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২১ ॥

কানন সৌন্দর্য্য সবে করিলে দর্শন। অতএব ব্রজপ্রতি করহ গমন ॥ নিজ গৃহকর্ম্ম দধিমন্থনাদি ঘোষে। ঘোষিত হয়েছে যেই স্থানে সুবিশেষে ॥ যে খানেতে ঘোষ সব করয়ে বসতি। তথায় গমন কর ওহে সাধ্বীততি ॥ তোমাদের স্থিতি যোগ্য সেই স্থান হয়। সুচির বিলম্ব হেথা উপযুক্ত নয় ॥ তাই বলি শীঘ্র ব্রজে করিয়া গমন। নিজ নিজ পতিজনে কর শুশ্রূষণ ॥ লোকেতে সকলে বলে তোমাসবে সতী। অনুচিত তাহে পরপুরুষে আরতি ॥ যদি বল ত্রৈলোক্য সেবিত তব পদ। সকলে সেবিব তাহা ত্যজিয়ে আপদ ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি যে তোমা সেবয়। তার কোন মতে নহে অধর্ম্ম উদয় ॥ লক্ষ্মী বাঞ্ছে যে চরণ সেবন করিতে। আমরাও তাঁর সেবা অভিলাষি চিত্তে ॥ তাহাতে অসূয়া করে যেই গুরুজন। সে সকলে আমাদের নাহি প্রয়োজন। তবে কহি শুন শুন সব ব্রজনারী। বৎস বালকেতে স্নেহ গেছে কি সরারি ॥ তোমাদিগে বহুক্ষণ না করি দর্শন। তোমাদের শিশু সব করিছে ক্রন্দন ॥ বৎসগণ দোহনের কালাপেক্ষা করি। বন্ধনে রয়েছে সবাকার পথ

হেরি ।। এ লাগি সকলে শীঘ্র করিয়ে গমন। শিশুগণে দুগ্ধ দিয়ে করহ পালন ।। গোদোহন নিশি প্রায় হইল আগত। দোহন করিয়ে বৎসে কর আপ্যায়িত ।। এইত প্রথম পক্ষ হৈল সমাধান। দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান ।। যেহেতুক রমণীয় হয় এই বন। অতএব এই স্থানে থাক কিছু ক্ষণ ।। যদিও তোমরা গৃহে গমন লাগিয়ে। উৎকণ্ঠিত আছ সবে আপন হৃদয়ে ।। তথাপি অচিরে নাহি করহ গমন। নিশি অবসান কাল কর বিলম্বন ।। যদি বল সবে হই পতিব্রতা সতী। এলাগি স্বীকার নাহি করি পরপতি ।। তাহা সত্য হয় কিন্তু করহ শ্রবণ। নিত্য নিত্য কর সবে পতিশুশ্রূষণ ।। তাহাতে যে সুখ লাভ হয় সবাকার। তার কোটিগুণ সুখ সেবনে আমার ।। পরকীয়ারস অতি হয় সুললিত। আস্বাদন করি বোধ করা সমুচিত ।। বিশেষতঃ তোমরা হে সুমধ্যমা নারী। এ রস সেবন করা যোগ্য সবাকারি। এহেতুক আজি সব করি উপেক্ষণ। মম অভিলাষ সবে করহ পুরণ ।। বৎস বালকাদি এবে ক্রন্দন না করে। অতএব কিবা শান্ত করিবা তাহারে ।। শিশুকে পয়স দান গাবীর দোহন। এক্ষণ নাহিক হয় তার প্রয়োজন ।। এহেতু ছাড়িয়ে সবে সে সব চাতুরী। এই রাত্রি[illegible] হেথা সব ব্রজনারী ।।

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যোযন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময় জন্তবঃ ।। ২২ ।।

অথবা আমার প্রতি তোমা সবাকার। আছয়ে প্রগাঢ় স্নেহ মনেতে বিস্তার ।। যেহেতুক কি মানুষ কিবা জন্তুগণ। সকলের হই আমি স্নেহের ভাজন ।। তাহাতে তোমরা হও ব্রজের বনিতা। মম প্রতি স্নেহ যোগ্য এহেতু সর্ব্বথা ।। সেই স্নেহ পরবশ হইয়া সকলে। যদি আসিয়াছ বনে সবে নিশি কালে ।। উপযুক্ত বটে এহ নহে অঘটন। দেখিলে আমারে এবে যাহ নিকেতন ।। উপেক্ষা পক্ষের এই ব্যাখ্যা সুনির্ম্মল।

প্রার্থনা পক্ষের এবে শুনহ কৌশল॥ যদি বল আমরা তোমারে ভালো বাসি। এলাগি ভবন ছাড়ি কাননে প্রবেশি॥ তোমার সেবনে সবে মনে করি সাধ। তবে কেন তুমি এত ভাবিছ বিষাদ॥ তাহাতে কহেন কৃষ্ণ শুন গোপীগণ। আমি হই প্রাণিমাত্র স্নেহের ভাজন॥ স্বাভাবিকী প্রীতি করে আমারে সকলে। এলাগিয়ে সবে দেখা চাহে নেত্রাঞ্চলে॥ তোমরা কি সেই সাধারণ প্রেমবশে। আসিয়াছ রজনীতে বনে মম পাশে॥ বিশেষ প্রণয় আছে না আছে সবার। ইহা ভাবি চিত্ত হয় ব্যাকুল আমার॥ অতএব নানামত করি বিবেচন। কহিতেছি সকলেরে উৎকণ্ঠা বচন॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং॥ ২৩॥

প্রাণিমাত্র করে যদি তোমাতে পিরিতি। স্বাভাবিক বন্ধু তুমি সকলের গতি॥ বিশেষে আমরা হই ব্রজবাসি জন। আমাদের প্রেম তেন নহে সাধারণ॥ তুমি হও ব্রজবাসি সকলের প্রাণ। এহেতু বিশেষ প্রেম তোমাতে বিধান॥ অতএব চাহি তব শুশ্রূষা করিতে। অনুমতি দেহ তাহা সকরুণ চিতে॥ গোপিকার এ আশয় ভাবিয়া শ্রীহরি আপনিই কহিছেন করিয়া চাতুরী॥ শুনহে কল্যাণি সব ব্রজ রামাগণ। নারীর পরম ধর্ম্ম পতি শুশ্রূষণ॥ অকপটে আর তার বন্ধুর শুশ্রূষা। প্রজার পোষণ হয় রমণীর ভুষা॥ অতএব তোমা সবে হয়ে যত্ন পর। তাহাই করহ সবে গিয়া নিজ ঘর॥ বস্তুতঃ পরম ধর্ম্ম তাহা নহে যেই। উপহাস করি হরি কহিছেন সেই॥ যেহেতুক স্বভক্তি পরম ধর্ম্ম হয়। যাহা ভাগবত আদি শাস্ত্রের নির্ণয়॥ প্রথম পক্ষের এই অর্থ সমাধান। দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ কর অবধান॥ বুঝিলাম গোপীগণ আমি বিবেচিয়া। কেবল না আইলে সবে স্নেহের লাগিয়া॥ তোমাদের আছে মনে ধর্ম্ম অভিলাষ। তাহাতেই আসিয়াছ

সবে মম পাশ ॥ পতিশুশ্রূষণ যেন নারীধর্ম্ম হয়। পতিবন্ধু শুশ্রূষণ তেন শাস্ত্রে কয় ॥ আমি স্বাভাবিক হই সবার বান্ধব। আমার সেবন করা এহেতু সম্ভব ॥ অতএব তোমরা থাকিয়া এই স্থানে। করহ সেবন সবে যাহা সাধ মনে ॥

দুঃশীলোদুর্ভগোবৃদ্ধোজড়োরোগ্যধনোপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্নহাতব্যোলোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৪ ॥

যদি বল সকলেতে নিজ নিজ পতি। পরিত্যাগ করি বনে করেছি আগতি ॥ তাহে পতিসেবা উপদেশযোগ্য নয়। এত ভাবি কৃষ্ণ কন জানিতে আশয় ॥ পতি যদি পাতকী পতিত নাহি হন। সতীর সে পতি ত্যাজ্য না হয় কখন ॥ বিশেষে উভয় লোক অভিলাষি যারা। কদাচ স্ব পতিত্যাগ নাহি করে তারা ॥ দুঃশীল দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ জড় রোগী অতি। ধনহীন হইলেও ত্যাজ্য নহে পতি ॥ তোমাদের পতি সব ব্রজবাসি জন। তাহারা না হয় কোন দোষের ভাজন ॥ পতিত পাতকী কেহ নহে কদাচিত। এহেতু সে পতিত্যাগ অতি অনুচিত ॥ প্রথমার্থে এইরূপ ব্যাখ্যান সুন্দর। শ্লেষার্থেতে মনোযোগ কর অতঃপর ॥ যদি বল আমরা হে তেজি নিজ পতি। নিশিতে অরণ্য মাঝে করেছি আগতি ॥ পতিপ্রতি অনুরাগ নাহি যে সবার। পতিবন্ধু সেবনে কি অপেক্ষা তাহার ॥ এত চিন্তি কহিছেন কমলনয়ন। সতীর কি হয় পতি ত্যাজ্য কদাচন ॥ দুঃশীলতা আদি দোষী হইলেও পতি। ত্যাগ নাহি করে লোক অভিলাষি সতী ॥ অতএব নিজ ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ। পতিবন্ধু জানি কর আমার সেবন ॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্রহ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥

যদি সবে কহ ওহে কমলনয়ন। তব বাক্যে পতি নাহি করিব বর্জ্জন ॥ নামমাত্রে পতিভাব তাহাতে করিব। পতিত্ব

ব্যাপার তোমাসহ আচরিব ॥ এতেক গোপিকাভাব উঠায়ে আপনি। অসূয়াতে কন যেন রসিকের মণি ॥ ওহে গোপীগণ একি দেখি ব্যবহার। উপপতি ভজিতে কি ইচ্ছা সবাকার ॥ যাহে স্বর্গগতি পথ হয় নিরোধিত। বিনাশে সুযশঃ যাহা চির সুসঞ্চিত ॥ অতি তুচ্ছ হয় সদা ঔপপত্য কর্ম্ম। কষ্ট ভয়াবহ তথা নাশে সব ধর্ম্ম ॥ সর্ব্বত্র নিন্দিত হয় যেই ব্যবহার। কুলস্ত্রীগণের যোগ্য নহে সে আচার ॥ অতএব সে সব বাসনা পরিহরি। নিজ নিজ গৃহে সবে যাও হে সুন্দরি ॥ প্রথম পক্ষের এই ভাষা বিবরণ। শ্লেষঅর্থে প্রণিধান কর ভক্তগণ ॥ যদি বল সবে মোরা বিরক্তি করণে। নিজ নিজ পতি ছাড়ি আসিয়াছি বনে ॥ এবে পুনঃ তাহে যদি করি উপপতি। নাশিবে উভয় লোকে আমাদের গতি ॥ গোপিকার এআশয় করিয়া চিন্তন। ঈষদ হাসিয়া কন কমল নয়ন ॥ ওহে গোপীগণ কেন করহ সংশয়। ঔপপত্য বটে সর্ব্বত্রতঃ দোষাশ্রয় ॥ তাহে স্বর্গ হানি করে সুযশঃ বিনাশে। তুচ্ছ ভয়াবহ আদি বলি সবে ভাষে ॥ আমার বিষয়ে তাহা না হয় নিন্দিত। যাহাতে অত্যন্ত আমি হই আনন্দিত ॥ এলাগি সন্দেহ ত্যাগ করিয়া সকলে। মম বাঞ্ছা পরিপূর্ণা কর এই স্থলে ॥

> শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
> ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্ ॥ ২৬ ॥

যদি বল লোকধর্ম্ম তেজি সাধুজন। তোমারে সর্ব্বদা যেন করয়ে ভজন ॥ আমরা ভজিব তেন সব পরিহরি। উপেক্ষা না কর আমাসবে নরহরি ॥ এত ভাবি কৃষ্ণ কন গোপী সবাকারে। তাহাদের মনোবৃত্তি বুঝিবার তরে ॥ শ্রবণ দর্শন ধ্যান মদনু কীর্ত্তন। এ রূপে আমারে সদা ভজে সাধুজন ॥ তাহাতে যে রূপ হয় ভজন মাধুরী। নিকটে তেমন নাহি হয় হে সুন্দরী ॥ এ লাগি স্বগৃহ প্রতি করিয়া গমন। শ্রবণাদি

ছারে কর আমারে ভজন ।। এইত প্রথম পক্ষ ভাষার নির্ণয়। পক্ষান্তর কহি এবে শুন ভক্তচয় ।। আর দেখ গোপীগণ আমার ভজনে। যত সুখ আছে তাহা নাহি ত্রিভুবনে ।। আমার শ্রবণ ধ্যান আমার কীর্ত্তন। করিলেও সুখি যেন হয় ভক্তমন ।। পতিসন্নিহিতেও তেমন সুখ নয়। এ হেতু বৈরক্তি করা তাহে যুক্ত হয় ।। আমাতে বিরক্তি ভাব নহে সমুচিত। মহাসুখ হয় মম সেবনে নিশ্চিত ।। অতএব গৃহে নাহি যাও গোপীগণ। এখানে থাকিয়া কর আমারে সেবন ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যচাতুর্য্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অজ্ঞান জন্য গোপীগণের বিষণ্ণতা।

শ্রীশুকউবাচ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যোগোবিন্দভাষিতং।
বিষণ্ণভগ্নসংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াং ।। ২৭ ।।

শুকদেব কন রাজা কর অবধান। এতেক বাগ্মিতা যদি কৈলা ভগবান ।। কৃষ্ণের আশয় কিছু বুঝিতে না পারি। অপ্রিয় ভাষণ বলি মানে সব নারী ।। গোবিন্দের অর্থদ্বয় যুক্ত শ্রীবচন। পরশিতে না পারিল গোপিইাঁর মন ।। বিষাদে বিমনা সবে হইলা রমণী। মানস সংকল্প ভগ্ন করি মনে মানি ।। দুরত্যয় চিন্তানীরে হইয়া মগন। ভাবেন কি করি সবে আমরা এখন ।। স্বাভাবিক প্রেমময় মূর্ত্তি নরহরি। আজি কি অভাগ্যে এত সুকঠিন হেরি ।। এবে কি আমরা কৃষ্ণ চরণ ধরিয়া। সাধিব সকলে মেলি যতন করিয়া ।। কিম্বা ব্রজ প্রতি কিছু করিয়া গমন। কৃষ্ণের মনের ভাব জানিব কেমন ।। অথবা কৃষ্ণের আগে তনু ত্যাগ করি। কিম্বা প্রীতিবাক্য কহি স্বভাব উগারি ।। এই রূপ মহাচিন্তা সাগরে মগনা। মনে মনে সকলেতে করে উদ্ঘাটনা ।।

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ। অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য-উরুদুঃখভরাঃস্মতুষ্ণীং ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের সেরূপ বাণী, শুনি সব সীমন্তিনী, চিন্তানীরে হইয়া মগন। শোকহেতু ঘনশ্বাসে, বিম্বফলাধর শোষে, নখে ক্ষিতি করয়ে লিখন ॥ ১ ॥ অভিপ্রায় হে ধরণি, বিদীর্ণা হও এখনি, তাহে মোরা করিব প্রবেশ। কৃষ্ণের উপেক্ষা বাণ, পরশেব্যাকুল প্রাণ, আর নাহি সহে মনে ক্লেশ ॥ ২ ॥ নয়নের অশ্রুধার, ক্ষণেক নহে নিবার, বক্ষঃস্থল ভাসে সেই নীরে। নয়ন কজ্জল-দাগে, উরজ কুঙ্কুমরাগে, মার্জ্জন করয়ে বেগভরে ॥ ৩ ॥ অতিশয় দুঃখাবেশে, কিছুই নাহিক ভাষে, অধোমুখে রহিলা কেবল। নাহি কার্য্যাকার্য্য বোধ, বিষাদেতে কণ্ঠরোধ, শোকে দেহ ব্যাপিল সকল ॥ ৪ ॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামাঃ। নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভ-গদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ২৯ ॥

স্বাভাবিক প্রাণ ধন, ব্রজাঙ্গনার জীবন, কৃষ্ণ যার লাগি ব্রজনারী। গৃহ পতি গুরুজন, করি সব উপেক্ষণ, আসিয়াছে কানন ভিতরি ॥ ৫ ॥ বেণুরবাকৃষ্ট হয়ে, সব কার্য্য তেয়াগিয়ে, যার সেবামাত্র করে আশ। তাঁহার কঠিন বাণী, বজ্র সার হেন মানি, হৈল প্রীতি মান সুপ্রকাশ ॥ ঈষদ কোপেতে ভরি, মার্জ্জিয়া নয়ন বারি, কহে কিছু গদ গদ ভাষে। স্ব স্ব ভাব উগারিয়া, কহে সবে বিবরিয়া, শুনি কৃষ্ণ মুগ্ধ প্রেমাবেশে ॥ ৬ ॥ যেমন কৃষ্ণের বাক্য, অবগাহে দুইপক্ষ, সেই রূপ কহে গোপীগণ। যার অর্থ আস্বাদনে, মগ্ন হয় ভক্তগণে, ভাষা কহে এ শ্রীনারায়ণ ॥

গোপ্যঊচুঃ ॥ মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং। ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ-মাস্মজাস্মান্ দেবোযথাদিপুরুষোভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩০ ॥

কহিছেন গোপীগণ, প্রণয় কোপে মগন, দৈন্যউক্তি গদ্গদ বচনে। ছল২ নেত্রান্তর, স্ফূরিত মধুরাধর, পুলক পূর্ণিত অপ-ঘনে ॥ ১ ॥ প্রাণনাথ কেন এত কঠিন হৃদয়। রসিকের শিরোমণি, হয়ে এত ক্রূর বাণী, কহা তব উপযুক্ত নয় ॥ ধ্রু ॥ তোমার এ বাক্যবাণ, প্রবেশি মোদের প্রাণ, বিদরিছে বজ্রে যেন গিরি। তোমার ভজন আশে, তেজি মোরা গৃহবাসে, নিশিতে হয়েছি বনচারী ॥ ২ ॥ তেজি ধর্ম্ম লাজকুল, ভজেছি চরণমূল, তুমি তবু প্রতিকূল হয়ে। ধর্ম্মাভাস উপদেশে, উপে-ক্ষিছ কি সাহসে, বলিহারি যাই তব হিয়ে ॥ ৩ ॥ তুমি যে করিছ কর্ম্ম, তোমার এ কোন ধর্ম্ম, কহ নাথ আপনি বিচারি। আশা করি যে যাহার, তেজে গৃহ পরিবার, সেকি করে নাচের ভিখারি ॥ ৪ ॥ অতএব দয়াময়, তেজিয়ে কঠিনাশয়, ভজহ ভজনকারি জনে। যেন দেব নারায়ণ, স্বভজন পরায়ণ, জনে ভজে মুক্তিলিপ্সুগণে ॥ ৫ ॥ তোমার প্রতিজ্ঞা এই, যেরূপেতে ভজে যেই, তারে তুমি ভজ সেই রূপে। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেহ, এবে তুমি সে আগ্রহ, বল হে তেজিলে কোন রূপে ॥ ৬ ॥ শুন ওহে প্রাণনাথ, কর কৃপা দৃষ্টিপাত, উপেক্ষা না কর দাসী জনে। তোমার চরণমূলে, সঁপেছি হে জাতি-কুলে, উপক্ষিলে মরে গোপীগণে ॥ ৭ ॥ এইরূপ দৈন্য করি, প্রকটার্থে গোপনারী, নটবরে করে নিবেদন। শ্লেষার্থে ঔদাস্যময়, নিজ ভাব প্রকাশয়, কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥ গোপী কহে বনমালী, কেন কর চতুরালী, তেজ দুরাগ্রহ অতিশয়। নিশিতে রমণী পেয়ে, কহ এত কি লাগিয়ে, হেন ক্রূর বাক্য যোগ্য নয় ॥ ১ ॥ যদি থাকে অভিলাষ, করিতে রাসবিলাস, তবে ভজ সদৃশী কামিনী। যে তেজি বিষয় কর্ম্ম লোক লজ্জা ভয় ধর্ম্ম, তব পদ ভজয়ে আপনি ॥ ২ ॥ তারে

ভজা যোগ্য হয়, ইথে ব্যবহার চয়, দেখ যথা আদি নারায়ণ। মুমুক্ষু স্বভক্তজনে, ভজে নাহি চাহে আনে, তুমি কেন কর অকরণ।। ৩ ।। অতএব শুন হরি, আমাদের আশা ছাড়ি, সর্ব্বভাবে ভজ অন্য জনে। যে বা হয় অনুগত, তাহাতে হইলে রত, দোষভাগী না হয় ভুবনে ।।

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মইতি ধর্ম্মবিদাত্বয়োক্তং। অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠোভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩১ ॥

পত্যাদি সেবন কর্ম্ম, নারীর পরম ধর্ম্ম, তুমি যে করিলে উপদেশ। বট হে ধার্ম্মিকবর, জানিলাম, অতঃপর, জ্ঞানাপেক্ষা নাহি অবশেষ ।। ৯ ।। কিন্তু তব পাদমূল, ভজনে যে অনুকূল, সে কি জাতিকুলাপেক্ষা করে। যে তেজি সকল ধর্ম্ম, তোমাতে বাঢ়ায় শর্ম্ম, তাহার কি অধর্ম্ম সঞ্চরে ।। ১০ ।। পিতৃ দেব ঋষি ঋণ, তারে কি করে অধীন, যে লয় শরণ তব পদে। সকলের প্রিয়তম, বন্ধু নাহি তোমা সম, আত্মারূপী তুমি সর্ব্ব হৃদে ।। ১১ ।। অতএব অঙ্গবর, সর্ব্ব লোক অধীশ্বর, তব উপদিষ্ট ধর্ম্মচয়। তব পদে সমর্পিয়ে, জাতি কুল উপেক্ষিয়ে, লইয়াছি তোমাতে আশ্রয় ।। ১২ ।। কিম্বা হে ধার্ম্মিকমণি, কেন ধর্ম্মময়ী বাণী, যে তোমারে করে জিজ্ঞাসন। তার প্রতি সবিশেষ, করা যোগ্য উপদেশ, আমাদের নাহি প্রয়োজন ।। ১৩ ।। স্বর্গাদি বাসনা নাই, পরলোক নাহি চাই, কেবল ও পদ অভিলাষি। তুমি হও প্রাণপ্রেষ্ঠ, সকলের আত্মা ইষ্ট, আমাসবে কর নিজ দাসী ।। ১৪ ।। এমতে গোপিনীচয়, প্রকটার্থে প্রকাশয়, শ্লেষে কহে নিষেধ বচন। শুন শুন ভক্তগণ, তার ভাষা বিবরণ, কিছু আমি করিব বর্ণন ।। ১৫ ।। গোপীগণ কহে অঙ্গ, নারীঅনুবৃত্তি রঙ্গ, তোমার হয়েছে প্রয়োজন। এলাগি ব্রজ প্রদেশ, ত্যাগ করি সবিশেষ, এ প্রদেশ কর আশ্রয়ণ ।। ৫ ।। পতি অপতির প্রাণ, ভুল্যনারী কুল

মান, আহরণে হও সুপণ্ডিত। বট যেই সুসমর্থ, সাধিতে আপন স্বার্থ, নিজে সেই মানো ধর্ম্মবিৎ ॥ ৬ ॥ আপনার যেন কর্ম্ম, তেমনি কহিছ ধর্ম্ম, পতিবন্ধু সেবন করিতে। প্রাণি সকলের শ্রেষ্ঠ, বন্ধু আত্মা বটো কৃষ্ণ, আমরা হে জেনেছি চরিতে ॥ ৭ ॥ নহে এই বিভাবরী, যোগে কাছে পেয়ে নারী, বন্ধুতা হে করিতে প্রকাশ। কর ধর্ম্ম উপদেশ, কলঙ্কে ভরিতে দেশ, কহি কতশত অপভাষ ॥ ৮ ॥ তোমার এ ধার্ম্মিকতা, তোমাতে রহু সর্ব্বথা, আমারা না চাহি শিখিবারে। ক্ষমা দেহ রসরাজ, শুনিতে বাসি হে লাজ, বিনয় করি হে বারে বারে ॥ ৯ ॥

> কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং। তন্নপ্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩২ ॥

পিতা মাতা বন্ধুগণ, স্নেহ করি বিসর্জ্জন, তব পদাশ্রয় অভিলাষে। আমরা যতেক নারী, আসিয়াছি গৃহ ছাড়ি, তাহে সবে দোষ না পরশে ॥ ১৬ ॥ সারাসার বিজ্ঞ জন, যে জানে স্বার্থ সাধন, সে কখন তোমা পরিহরয়। পরিণামে সুবিরস, পতি পুত্র স্নেহ রস, পিয়ে সুধা অনাদর করি ॥১৭॥ স্বাভাবিক প্রেমময়, তোমার মূরতি হয়, ইহা জানি বিবেচক গণ। তেজি অন্য সমাশ্রয়, তব পদাশ্রয় লয়, ধন্য হয় তাদের জীবন ॥ ১৮ ॥ সেই হেতু ওহে হরি, স্বীয় পরক্লেশকারি, তোমাতে বিমুখ বন্ধু জনে। দূরে তেজি সমাদর, এসেছি হে নটবর, তব কাছে সব গোপীগণে ॥ ১৯ ॥ এলাগি বরদেশ্বর, প্রসীদ হে অতঃপর, আমা সবে মদনমোহন। চিরদিনাবধি হরি, আছি মনে আশা করি, সেবিতে তোমার শ্রীচরণ ॥২০॥ সে আশার উচ্ছেদন, করিলে কমলেক্ষণ, গোপীর জীবন নাহি রবে। তাহে দয়াময় খ্যাতি, নাশিবে হে ব্রজপতি, অন্য কেহ শরণ না লবে ॥ ২১ ॥ এরূপে গোপিকাগণ, প্রক-

টার্থে নিবেদন, জানাইছে কৃষ্ণ সন্নিধানে। নিষেধার্থে সে ভারতী, কৃষ্ণে কয়র চমৎকৃতি, শ্রোতাগণ শুনহ শ্রবণে ॥ ২২॥ গোপী কহে রসরাজ, কি কহ শুনিতে লাজ, যারা হয় কুশলা রমণী। স্বদুঃখ অবখণ্ডন, কারি পতি পুত্রগণ, হেতু আত্মা নিত্য প্রিয় মানি ॥ ১০ ॥ তাহাতে করি বিরতি, কে তোঁহে করিবে রতি, যাহাতে তেজিবে বন্ধুজনে। এলাগি গোকুল মণি, বরদ হয়ে আপনি, সুপ্রসন্ন হও গোপীগণে ॥ ১১ ॥ মোরা হই কুলনারী, এখানে রহিতে নারি, চিরক্ষণ ওহে নটবর। শীঘ্র যাবো ব্রজপ্রতি, দেহ সবে অনুমতি, বিড়ম্বনা না কর অপর ॥ ১২ ॥ তোমার হৃদয়ে ধৃত, যে আশা সে অনুচিত, তাহা এবে কর উচ্ছেদন। পাইয়া কুলের বালা, নিশিতে দিওনা জ্বালা, ক্ষমা দাও ব্রজের জীবন ॥ ১৩ ॥

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে। পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥ ৩৩ ॥

যদি কহ গুণমণি, তোমরা যত রমণী, করিয়াছ মোরে অভিলাষ। যদি এ অযোগ্য নয়, তথাপি করিতে হয়, সবে নিজ নিজ গৃহে বাস ॥ ২৩ ॥ অতএব গোপীগণ, পতি পুত্র বিসর্জ্জন, এক কালে উচিত না হয়। তাহাদের প্রীতি লাগি, হোতে হয় ক্লেশ ভাগী, চাহি লোক দেখ সমুদায় ॥ ২৪ ॥ এজন্য সবারে বলি, গৃহে যাও সবে মেলি, নাহি কর বন্ধুর বিরতি। তবে শুন হৃষীকেশ, তার কিছু সবিশেষ, কহি মোরা সকল যুবতী ॥ ২৫ ॥ তোমার মুরলিধ্বনি, সুধাসিন্ধু উল্লাসিনী, প্রবেশি মোদের শ্রুতি পথে। গৃহাদি বিষয় সুখ, সমূহে করি বিমুখ, ভাসায় আনন্দ নদী স্রোতে ॥ ২৬ ॥ সে হেন বেণুর গীতে, হরিয়া সবার চিতে, করিয়াছ হেথা আনয়ন। তাহে হয়ে জ্ঞানহত, ভুলে নিজ হিতাহিত, গৃহকৃত্যে নাহি পশে মন ॥ ২৭ ॥ সকল ইন্দ্রিয় পতি, করি চিত্ত অনু-

গতি, করদ্বয় তেজে গৃহ কায। সে চিত্তের অন্বেষণে, তেজি পতি গুরুজনে, কাননে এসেছি রসরাজ ॥ ২৮ ॥ ওহে চোর চুড়ামণি, আগে ইহা নাহি জানি, হেথা এলে হবে বিঘটন। যেবা কিছু ছিল শেষ, তার না রহিবে শেষ, হারাইবে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ ॥ ২৯ ॥ নয়ন তোমার রূপে, ডুবিল অমিয়া কূপে, শ্রবণ হরিল বেণুগীতে। তনু চাহে আলিঙ্গিতে, কর ধনয় অলক্ষিতে, তোমার চরণ পরশিতে ॥ ৩০ ॥ এ রূপে ইন্দ্রিয়চয়, হারাইয়ে সমুদায়, কেমনে যাইব ব্রজ মাঝে। তেজি তব পাদমূলে, পদ আধ নাহি চলে, পাদদ্বয় ফেলিল অকাযে ॥৩১ তোমার ঔদাস্য হেরি, হেথাও রহিতে নারি, বল এবে কি করি উপায়। পূর্ব্বধন হারাইয়ে, কি করি ব্রজে যাইয়ে, প্রাণনাথ রাখো এই দায় ॥ ৩২ ॥ এমতে গোপিকাততি, প্রকটার্থে কৃষ্ণ প্রতি, করে নর্ম্ম দৈন্য নিবেদন। শ্লেষ অর্থে কহে আর, বিশেষ শুনহ তার, কৃপা করি সব ভক্তগণ ॥ ৩৩ ॥ যদি বল গুণাধার, বেণু রবে সবাকার, দেহ মন করিয়ে হরণ। আনিয়াছি কাননেতে, যাবে গৃহে কেমনেতে, শুন কহি তার বিবরণ ॥ ১৪ ॥ ভালো বেণু বিনোদিয়া, শিখেছো বাদন ক্রিয়া, সেই চাহ চিত্ত আকর্ষিতে। তব মনে অভিমান, শুনিয়া বেণুর গান, গোপীগণ এলো কাননেতে ॥ ১৫ ॥ তাহা নহে বনমালী, তেজ নিজ ঠাকুরালি, বেণু গীতে আমাদের চিত। নাহি হয়েছে হরণ, সুখে আছে সর্ব্বক্ষণ, চাহে গৃহে পশিতে তুরিত ॥ ১৬ ॥ সেই মত করদ্বয়, গৃহকৃত্যে ব্যগ্র হয়, পদেও কি চলিতে না চাহে। তবে কেন নাহি যাবো, হেথা রহি কি করিবো, অবশ ঘুষিবে শেষে যাহে ॥ ১৭ ॥

সিঞ্চাঙ্গনস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ, হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং। নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৪ ॥

যে হেতুক দেহ মন, তব রূপে নিমগন, হয়ে পুনঃ উঠিতে না পারে। অতএব দয়াময়, হৃদয়ে হয়ে সদয়, দাসীগণে বাঁচাও এবারে ॥ ৩৪ ॥ একে রূপ মাধুর্য্যেতে, কামানল জ্বলে চিতে, তাহে তব হাস্যাবলোকন। হয়েছে আহুতি প্রায়, কলগীত বায়ু তায়, সঙ্গী হয়ে দহিছে জীবন ॥ ৩৫ ॥ এ লাগি বিনতি করি, বারে বারে বলি হরি, সে দারুণ মদন অনল। স্বকীয় অধরামৃত, সিঞ্চ হয়ে কৃপারত, মনমত্ত করহ শীতল ॥ ॥ ৩৬ ॥ যদি নিজ কৃপাবশে, না সিঞ্চহ সুধারসে, তবে তব বিরহ আগুনে। করি দেহ উপযোগ, নাশিব এ ক্লেশভোগ, সখা তোমা ধরিয়া ধেয়ানে ॥ ৩৭ ॥ যোগিপ্রায় তেজি প্রাণ, তব পদ সন্নিধান, যাইব আমরা সবে মেলি। দেখ নিজ নয়নেতে, নারীবধ সমীক্ষেতে, আজি হে নিঠুর বনমালি ॥ ৩৮ ॥ এ রূপে গোপিকাগণ, বাহ্যার্থে কহে বচন, নিষেধার্থ শুন অতঃপর। গোপী কহে ওহে অঙ্গ, কেন কর এত রঙ্গ, বট তুমি লম্পট প্রবর ॥ ১৮ ॥ যদি আমাদের হাস, অবলোক কলভাষ, হেতু তব মদন অনল। হইয়াছে উদ্দীপিত, স্বকীয় অধরামৃত, দিয়ে কর আপনি শীতল ॥ ১৯ ॥ নহে সব গোপীগণ, যদিও নিজ জীবন, তেজে ঘোর পতির বিচ্ছেদে। তথাপি তোমার পথে, না যাইবে কোনমতে, ধ্যানেতেও সে মহা আপদে ॥ ২০ ॥ শিশুকাল আদি করি, সকলিতো জানো হরি, তুমি আমি থাকি এক স্থানে। সখা তুমি এ কারণ, যার যেন আচরণ, দেখিয়াছ আপন নয়নে ॥ ২১ ॥ অতএব নিজ কায, সাধিতে রাখালরাজ, বৃথা নাহি কর হে যতন। তুমি কর যে বাসনা, আমাদের সে কামনা, নাহি ইহা জানহ এখন ॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য। অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি রসিকমণি, বল হে এ রূপ বাণী, নিজ হৃদিজাত কামানল। নিজ নিজ পতি পাশে, গিয়ে সিঞ্চি সুধারসে, সকলে করহ সুশীতল॥ ৩৯॥ তাহে অম্বুজনয়ন, বলি হে কর শ্রবণ, যখন তোমার শ্রীচরণ। হেরি মোরা নয়নেতে, তখন মোদের চিতে, অন্য কিছু না রহে স্মরণ॥ ৪০॥ যে তব চরণ তল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, প্রেমাম্বু কল্লোল বহে তায়। যাহার মাধুর্য্য কণ, লক্ষ্মীর হরয়ে মন, সে আনন্দ স্রোতে ভাসে তায়॥ ৪১॥ সে চরণ নিরখিয়ে, আনন্দ নীরে মজিয়ে, পত্যাদি সম্মুখে মোরা সবে। সেবধি রহিতে নারী, বল হে তবে কি করি, অবিতৃপ্ত তব প্রেম লবে॥ ৪২॥ ওহে মদনমোহন, অরণ্য জন জীবন, পুলিন্দী হরিণী আদি গণে। দিয়া অভিমত সুখ, নিবার অশেষ দুঃখ, প্রবঞ্চনা কেন গোপীজনে॥ ॥ ৪৩॥ এ রূপ প্রকট বাক্যে, কহি কৃষ্ণ সুসমীক্ষে, নর্ম্মার্থেতে কহে গোপীগণ। যদি কহ নরহরি, বাল্যে সব ব্রজনারী, মম সঙ্গে করিতে ক্রীড়ন॥ ২৩॥ সে কালে অঙ্গস্পর্শন, হওয়া-হেতু সুঘটন, জানো তাহে মম সঙ্গ সুখ। তবে কেন তোমা-সবে, চতুরালি কর এবে, অঙ্গ সঙ্গে হইয়া বিমুখ॥ ২৪॥ তবে কমলনয়ন, শুন তার বিবরণ, যবে তব ও চরণ তল। রমণী জনার প্রতি, করিয়াছে কভু গতি, তদবধি আমরা সকল॥ ॥ ২৫॥ না পরশি ও চরণ, অন্য অঙ্গ পরশন, দূরে রহু তোমার সাক্ষাতে। ক্ষণেক রহিতে নারি, যদিও আদর করি, তুষ্ট কর তুমি স্ব-বাক্যেতে॥ ২৬॥ যদি রহে সেই ক্ষণ, নিকটেতে গুরুজন, তবে কভু রহি কিছু কাল॥ নহে বন্যজন গতি, তোমারে ডরাই অতি, তবে কেন বাড়াও জঞ্জাল॥ ২৭॥

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং। যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ॥ ২৭॥

ওপদ সৌভাগ্য লেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ, যার রজ অভি-

লাষ করি। পদ লভি পতি হৃদে, যদিও মগ্ন আমোদে, তথাপি ওরূপ নেত্রে হেরি ॥ ৪৪ ॥ পরিহরি পাতিব্রাত্য, তপস্যা করিয়া নিত্য, স্ব স্ব পত্নী তুলসী সহিতে। যাহার ঈক্ষণ লব, বাঞ্ছয়ে দেবতা সব, সেহ বাঞ্ছে ও রজ পাইতে ॥ ৪৫ ॥ তার মনে এই ইষ্ট, তব ভৃত্য ভোগোচ্ছিষ্ট, যদ্দিপায় পদরজ কণ। সব সুখ উপেক্ষিয়ে, ব্রজমাঝে ভজেসিয়ে, তোমার যুগল শ্রীচরণ ॥ ৪৬ ॥ হেন তব শ্রীচরণ, কমলা বাঞ্ছিত ধন, বাঞ্ছা করি মোরা সেই মতে। হয়েছি তাহে প্রপন্ন, কৃষ্ণ হে ঘুচাও দৈন্য, ধন্য কর কৃপাদৃষ্টিপাতে ॥ ৪৭ ॥ এই রূপে গোপীগণ, প্রকটার্থে নিজ মন, বিজ্ঞাপন করে কৃষ্ণ প্রতি। নর্ম্মার্থেতে কহে আর, অভিপ্রায় শুনি যার, শ্রীকৃষ্ণেও করে মুগ্ধমতি ॥ ॥ ৪৮ ॥ যদি কহ হে সুজন, বাঞ্ছে যার কৃপেক্ষণ, সুরাসুর মানবাদি সবে। হেন লক্ষ্মী বৃন্দাসহ, আমার পদে আগ্রহ, করে ততোধিক কিসে হবে। ২৮ ॥ তবে শুন কুঞ্জপতি, কমলা চপলা অতি, বৃন্দা ব্যভিচারিণী সহজে। জালন্ধর ভার্য্যা হয়ে, পতি সৌখ্য তেয়াগিয়ে, যেই সদা নারায়ণে ভজে ॥ ২৯ ॥ তাহারা তোমার পদে, ভজে যদি নিরাপদে, ইহাও না হয় অসম্ভব। আমরা তেমন নই, তোমারে স্বরূপ কই, তব পদে নাহি বাঞ্ছা লব ॥ ৪০ ॥

তন্নঃপ্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাবিসৃজ্য বসতী-
স্ত্বদুপাসনাশাঃ। ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণ তীব্রকামতপ্তা-
ত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং ॥ ৩৮ ॥

অতএব কৃপা করি, ওহে বৃজিন নিবারি, সুপ্রসন্ন হও গোপীগণে। তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সন্দীপিত, তীব্র কামানল দহে মনে ॥ ৪৯ ॥ সে লাগি তব চরণ, সেবা করি আকিঞ্চন, তেজি গৃহ বসতী সকলে। তব পদাম্বুজাশ্রয়, লইতে হে দয়াময়, সমীপে এসেছি নিশিকালে ॥ ৫০ ॥ ওহে পুরুষভূষণ, করা নহে বিড়ম্বন, অনুগত অবলানিচয়ে। নিজ

দাস্য করি দান, বাঁচাও গোপীর প্রাণ, আর জ্বালা না সহে হৃদয়ে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে গোপীচয়, প্রকটার্থে কৃষ্ণে কয়, নর্ম্ম অর্থ কহিতেছে আর। কহি সেই বিবরণ, শুন শুন ভক্ত-গণ, যাহে সুখ হইবে অপার ॥ ৫২ ॥ গোপী কহে বৃজিনার্দ্দি, অতএব করুণার্দ্র, হও সবে প্রসন্ন হৃদয়। করিয়ে অতি আগ্রহ, কেন কহিতেছ এহ, লইতে আপন পদাশ্রয় ॥ ৩১ ॥ তব উ-পাসনা আশে, তেজি নিজ গৃহবাসে, মোরা তবচরণ সমীপে। করিয়াছি আগমন, মনে না ভাব এমন, মদনমোহন হেন রূপে ॥ ৩২ ॥ তোমার সুন্দর স্মিত, নিরীক্ষণ সমুদিত, তীব্রকাম তপ্তা যারা হয়। সে সবারে নিজ দাস্য, দেহ শশধর আস্য, আমাদের নাহি সে আশয় ॥ ৩৩ ॥ জানি পুরুষ ভূষণ, পুরুষ-ভূপ্রপীড়ন, প্রয়োজন কেবল তোমার। সেই মোসবারে কও, আমার আশ্রয় লও, কেন তব হেন ব্যবহার ॥ ৩৪ ॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডল শ্রীর্গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাব-লোকং। দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

যদি কহ নটবর, ওহে গোপিনী নিকর, ক্রয় ক্রীতা নাহি হও সবে। ভৃতিদান নাহি করি, তবে কিসে হে সুন্দরী, স-কলে আমার দাসী হবে ॥ ৫৩ ॥ তবে শুন বিবরণ, রসিক শিরোরতন, স্বমাধুর্য্য ধনে মোসবারে। আপনি করেছ ক্রয়, এখন হে দয়াময়, বল উপেক্ষিবে কি প্রকারে ॥ ৫৪ ॥ একে তব মুখ শশী, মানস তিমির নাশি, কোটি শশি নিন্দি যার ছটা। তাহাতে অলকাচয়, হেরি মনে জ্ঞান হয়, চন্দ্রে যেন চকোরের ঘটা ॥ ৫৫ ॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, সুপরিবেশ ম-ণ্ডলে, পরিবৃত যেন শশধর। তাহে মৃদু গণ্ডস্থল, কান্তি জ্যো-ৎস্না ঝলমল, সুধাসার সিক্ত শ্রীঅধর ॥ ৫৬ ॥ স্মিতযুক্ত নিরী-ক্ষণ, হেরি মোহে ত্রিভুবন, তাহে পুনঃ ভুজদণ্ড দয়। প্রপন্নে

অভয় দিতে, প্রকাশয়ে পৃথিবীতে, কিবা বক্ষস্থল শোভাময়॥ ॥ ৫৭॥ শ্রীবৎসেতে সুলাঞ্ছিত, কামিনী চিত্তবাঞ্ছিত, হেরি নিজে ক্রীত অনুমানি। হইতে তোমার দাসী, সদা মনে অভিলাষি, কৃপানেত্রে হেরহ আপনি ॥ ৫৮॥ গোপীনয়ন খঞ্জন, বলে করিতে বন্ধন, খঞ্জন বন্ধন তকরূপ। বিলোল অলকা তায়, পাশ তুল্য মনে ভায়, কুণ্ডল কুণ্ডলিকা স্বরূপ॥ ৫৯॥ তাহাতে গণ্ডমণ্ডল, সে বন্ধনিধান স্থল, লোভ্যাহার প্রায় শ্রীঅধর। হসিত অবলোকন, মানি পালিত খঞ্জন, বিশ্বাস কারণ সুনির্ভর॥ ৬০॥ কিবা সে দত্ত অভয়, তব ভুজদণ্ড দ্বয়, নব কিশলয় করাঙ্গুলি। পরিসর বক্ষদেশ, সুখ প্রচার প্রদেশ, যাহে পক্ষী পড়ে ভ্রমে ভুলি॥ ৬১॥ হেরি সে খঞ্জন বন্ধ, লোভ মোহে হয়ে অন্ধ, আমাদের নয়ন খঞ্জন। পতিত হয়ে তাহাতে, বান্ধা গেছে অচিরাতে, পুনরপি না পায় মোচন॥ ৬২॥ এই রূপ গোপিকার, প্রকটার্থে সুপ্রচার, নিবোধার্থ শুনহ এখন। সবে কহে হে মাধব, যদি কহ তোরা সব, স্বভাবত যদ্যপি এমন॥ ৩৫॥ তবে পুনঃ পুনঃ মোরে, হেরিতেছ ফিরে ফিরে, কেন তাহা বলহ সকলে। শুন তার বিবরণ, তব রূপ নিরীক্ষণ, করি মোরা যে জন্যে এ কালে॥ ৩৬॥ লম্পটের শিরোমণি, আমরা তোমারে গণি, হেরি তব নটবর বেশ। মনেতে পেতেছি ভয়, যে দেখি তব আশয়, পাছে ধর্ম্ম নাশ পরিশেষ॥ ৩৭॥ মুখে অলকা আবৃত, কুণ্ডলে গণ্ডমণ্ডিত, অধরে মধুর স্মিত তায়। হসিত অবলোকন, পুনঃ করি নিরীক্ষণ, লম্পট লক্ষণ সমুদায়॥ ৩৮॥ তাহে তব নিজ জনে, অভয় দান বিধানে, দেখিয়াছি ভুজের বিক্রম। যাহা মনেতে স্মরিয়ে, ভয়েতে কাঁপয়ে হিয়ে, হয় মোসবার বুদ্ধিভ্রম॥ ৩৯॥ যে দেখি তোমার রীত, পাছে কর বিপরীত, অবলা পাইয়া নিজ বলে। তার সাক্ষী তব বক্ষে, হেরিতেছি নিজ চক্ষে, লক্ষ্মীরে ধরেছো শোভাছলে॥ ৪০॥ মোরা হীনবলা হই, কমলার সীমা নই, তবে তব কি করিতে পারি।

অতএব দয়া করি, ক্ষমা দাও নরহরি, দাসী হই আমরা তোমারি ॥ ৪১ ॥

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসংমোহিতার্য্যচরিতান্নচলে-ত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

যদি বল ওহে হরি, হয়ে সবে কুলনারী, বাঞ্ছা কর আমার সেবন। এ নাহি উচিত হয়, নাশে যাহে ধর্ম্মচয়, হাসে শুনি পতিব্রতাগণ ॥৬৩॥ তবে শুন গুণমণি, ত্রিলোকে কোন্ রমণী, তব কলপদ বেণুরবে। মুগ্ধ হয়ে হৃদি মাঝে, আর্য্যপথ নাহি তেজে, হেন নাহি দেখি মোরা সবে ॥ ৬৪ ॥ তাহে ও রূপলাবণ্য, নিরখিয়ে কেবা অন্য, মোহিত না হয় স্থিরচর। ত্রিলোকিসৌভাগ্য সার, সুমাধুর্য্য চমৎকার, লোকাতীত বৈদগ্ধি আকর ॥ ৬৬॥ অতএব বনমালি, ছাড় নিজ চতুরালি, করুণা করিয়া মোসবারে। দিয়ে নিজ দাস্য দান, গোপিকার রাখ মান, নহে প্রাণ না রহে শরীরে ॥ ৬৭ ॥ এংরূপে গোপিকা ততি, প্রকটার্থে কৃষ্ণপ্রতি, নিজ বাঞ্ছা করে নিবেদন। নর্ম্মার্থেতে নিষেধয়, যাহা শুনি রসময়, কৃষ্ণ হন বিস্ময়ে মগন ॥ ৬৮ ॥ যদি কহ ও লম্পট, গোপী হে তেজ কপট, কেন মিছা করিছ চাতুরি। মম রূপ দরশনে, যদি ক্ষুব্ধা নহ মনে, তবে কেন সুচঞ্চল হেরি ॥ ৪২ ॥ তবে শুন বিবরণ, বলি তাহার কারণ, কুলভূষণ যে রমণী। স্বধর্ম্মে যে করে ভয়, সে কি তবাস্তিকে রয়, ওহে নটবর শিরোমণি ॥ ৪৩ ॥ কি শিখেছ বেণুগীত, মোহন মন্ত্র মিশ্রিত, তাহে কলপদ গান করি। হরিতে পারহ মন, মুগ্ধ কর ত্রিভুবন, মোরা তাহে হই কুলনারী ॥ ৪৪ ॥ ত্রৈলোক্য সৌভাগ্যোদয়, সবে তব রূপ কয়, যাহাতে গোমৃগদ্রুমগণ। হেরি হয় মুগ্ধপ্রায়, পুলক ধরয়ে কায়, দেখি শুনি হই ভীত মন ॥ ৪৫ ॥ সুন্দর সুরূপবান, এই রূপ খ্যাতিমান, হও তুমি এ ব্রজমণ্ডলে। মোরাও সুন্দরী

হই, তোমার নিকটে রই, কেমনে কাননে নিশিকালে ॥ ৪৬।
সুন্দর পুরুষ কাছে, সুন্দরীগণেরে পাছে, কেহ যদি করে নিরীক্ষণ। কলঙ্কে ভাসিবে কুল, তাহে হাসিবে দুকুল, এই মনে ভয় সর্ব্বক্ষণ ॥ ৪৭ ॥ অতএব তুব ঠাঁই, তেজিয়া যাইতে চাই, এমতে চঞ্চল মোরা সবে। নতুবা তোমার অঙ্গ, শোভা হেরিয়া ত্রিভঙ্গ, ক্ষুব্ধ না হয়েছে মন এবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোভিজাতোদেবোযথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা। তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিংকরীণাং ॥ ৪১ ॥

যদি বল ওহে কৃষ্ণ, অন্যেতে নহি সতৃষ্ণ, গুণে হই নারায়ণ সম। ব্রজের করিতে হিত, আমার আছয়ে প্রীত, করা নহে তাহা ব্যতিক্রম ॥ ৬৯ ॥ তবে শুন রসরাজ, সত্য তব সেই কায, যদি ব্রজপীড়া বিনাশন। তবে কেন গোপীগণে, পীড়া দেও অকারণে, স্বপ্রতিজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন ॥ ৭০ ॥ মোরা তব রূপ বেশ, হেরি যে পেতিছি ক্লেশ, সমুন্নত মন্মথ অনলে। যাহা নহে সমাধান, বিনা তব কৃপাধান, মরি প্রাণ যায় এক কালে ॥ ৭১ ॥ চিরদিন এই ব্রত, তোমাতে আছে আহিত, ব্রজজনে করিতে রক্ষণ। তাহা করা বিপরীত, এখন নহে উচিত, যাহে হয় ব্রত উপেক্ষণ ॥ ৭২ ॥ দেখ দেব নারায়ণ, করিতে সুররক্ষণ, সর্ব্বদা হয়েন সুতৎপর। তার সম গুণ হয়ে, সে স্বভাব উপেক্ষিয়ে, কেন হও কঠিন অন্তর ॥ ৭৩ ॥ অতএব গুণমণি, আপন কমল পাণি, দেহ মোসবার তপ্ত স্তনে। ওহে আর্ত্তজন বন্ধু, বৈদগ্ধী বিলাস সিন্ধু, বাঁচাও আপন দাসীগণে ॥ ৭৪ ॥ শিরে দেহ পদ্মকর, নিবার এ দুঃখভর, করুণা করিয়া বনমালি। রাখহ গোপীজীবন, কহিছে শ্রীনারায়ণ, প্রভু আর ছাড় ঠাকুরালি ॥ ৭৫ ॥ এই রূপে গোপীগণ, কহি প্রকট বচন, নর্ম্মোক্তিতে কহিতেছে আর। কৃষ্ণ যেন বলাৎকারে, চাহে সবে ধরিবারে, মনে করি এ আশঙ্কা

সার ॥ ৪৯ ॥ ওহে মনমথ তপ্ত, কেন কর ধর্ম্ম লুপ্ত, ব্রজনারী-গণের এখন। বিনাশিতে ব্রজভয়, ব্রজে তোমার উদয়, কহে ইহা গর্গ তপোধন ॥ ৫০ ॥ যেন আদি নারায়ণ, করেন সুর-রক্ষণ, তেনগুণগণ তব হয়। ব্রজভয় রক্ষা ব্রত, তোমার আছে বিখ্যাত, তাহে এ করণ যোগ্য নয় ॥ ৫১ ॥ মোরা ধর্ম্মভয়ে ভীতা, বনে সহায় রহিতা, তাহে তব লয়েছি শরণ। ওহে আ-র্ত্তজন গতি, এ লাগি করি বিনতি, নাহি কর হেন অকরণ ॥ ॥ ৫২ ॥ তোমার যেরূপ ব্রত, তাহে না হয় উচিত, গৃহদাসী-গণেরও মস্তকে। করিতে হস্ত অর্পণ, কি কব স্তনস্পর্শন, করণ যে নিষিদ্ধ তোমাকে ॥ ৫৩ ॥ তাহে মোরা কুলরামা, তোমাতে নহি সকামা, কুলধর্ম্ম নাশে সদা ডরি। অতএব বারে বারে, নিবেদি তব গোচরে, পবশ না কর কুলনারী ॥ ॥ ৫৪ ॥ এ অতি দারুণ কর্ম্ম, যাহাতে বিনাশে ধর্ম্ম, নর্ম্ম নাহি কহিয়ে তোমারে। এ শ্রীনারায়ণ কয়, দেখ হে বিশদাশয়, গোপীকে কি পার জিনিবারে ॥ ৪৮ ॥

অথ রাসলীলারম্ভ।

শ্রীশুকউবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

পয়ার। এই রূপে গোপিকার দৈন্য নর্ম্ম বাণী। শুনিয়া ঈষদহাসি রসিকের মণি ॥ সদয় হইয়া তবে তাসবারি প্রতি। গোপীতে হইলা রত অখিলের পতি ॥ কিকব গোপীর প্রেম কিবা গুণ ধরে। অসীম মহিমা যাঁর ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ পরি-পূর্ণ আত্মারাম যদিও শ্রীহরি। তথাপি গোপীর প্রেমে মুগ্ধ নরহরি ॥ যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান। যাহে সমকালে সবে করিলা সম্মান ॥

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্কইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনে, গোপীগণ সনে, শোভিত হইলা হরি। মুরুলীর গীতে, কাননে নিশিতে, সবে আকর্ষণ করি ॥ হয়ে আনন্দিত, তাসবা সহিত, মিলিত হইয়া তথি। সুবৈদগ্ধিময়, চেষ্টার আশ্রয়, নিজে হন গোপীপতি ॥ প্রিয় নিরীক্ষণে, হরষিত মনে, উৎফুল্ল আননী হয়ে। যত গোপীগণ, স্মিত সুশোভন, অধরেতে প্রকাশয়ে ॥ সে উদার হাস, রভসে প্রকাশ, জিনি দন্ত কুন্দপাঁতি। যাহার কিরণ, করয়ে বারণ, কৃষ্ণমন তমততি ॥ সেই জোৎস্নাজালে, শ্রীরাস মণ্ডলে, চ্যুতিহীন গুণাকর। সুশোভিত অতি, যেন নিশাপতি, তারাগণে মনোহর ॥

উপগীয়মানউদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্বনং। নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং। জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৪ ॥

নারী শতযূথ, হইলা বেষ্টিত, সুরত পণ্ডিত হরি। কিবা চমৎকার, বৈজয়ন্তী হার, দোলে চারু বক্ষোপরি ॥ মুরলীর তান, মিশাইয়া গান, করান গোপিনীগণে। নিজেও বিশেষে, মজিয়া রভসে, গায়েন আনন্দ মনে ॥ সে সকল বন, করিয়া মণ্ডন, ভ্রমেন গোপিকা লয়ে। যাহার স্মরণে, ভক্তের নয়নে, পড়ে প্রেমধারা বয়ে ॥ যমুনা পুলিনে, সহ গোপীগণে, আইলা নাগর রাজ। অতি সুশীতল, যাহাতে কোমল, বালুকাচয় বিরাজ ॥ কালিন্দীজীবন, সঙ্গী সমীরণ, ভ্রমে যথা হর্ষমনে। কুমদ সৌরভে, মুগ্ধ করে সবে, রমণীয় সেই বনে ॥

বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু নীবী স্তনালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ। ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৫ ॥

বাহু প্রসারণ, সুপরিরম্ভন, করালক উরুদেশ। তথা নীবীস্তন, মদনমোহন, স্পর্শিছেন সবিশেষ ॥ নর্ম্ম নখাঘাত, ক্ষেলিত দৃক্পাত, হসিত অবলোকনে। গোপীর মদন, করি উদ্দীপন, রত হন সবাসনে ॥ একে ব্রজনারী, সহজে সুন্দরী, তাহে কৃষ্ণতনু সঙ্গ। হেরি সে সৌন্দর্য্য, পুলকে অধৈর্য্য, এ শ্রীনারায়ণ অঙ্গ ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানামহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরেস্ত্রীণাং মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৬ ॥

এরূপে সম্ভোগ রস করিয়া বর্ণন। বিপ্রলম্ভ বর্ণিবারে কৈলা আরম্ভণ ॥ বিনা বিপ্রলম্ভ নহে শৃঙ্গার পুষ্টিতা। রস শাস্ত্রে খ্যাত আছে এই রূপ প্রথা ॥ অতএব মহামুনি তাহাই কহিতে। অত্যাগ্রহ প্রকাশিলা আপনার চিতে ॥ মুনি কহে এই রূপে যত গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে হৈলা সম্মান ভাজন ॥ দিব্য অতি দিব্য আদি নায়ক হইতে। পরম নায়ক কৃষ্ণ বিখ্যাত শাস্ত্রেতে ॥ অতএব মহাত্মা বলিল মুনিবর। তাঁহার শ্রেষ্ঠতা পুনঃ কন মহত্তর ॥ যে হেতুক স্বয়ং ভগবান্ হন হরি। তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পুর্ণ অবতারী ॥ যাহার মাধুর্য্যে হরে যোগীন্দ্রের মন। যে সৌন্দর্য্য স্বপর্য্যন্ত করে বিস্মাপন ॥ হেন কৃষ্ণ হৈতে মান পেয়ে গোপীচয়। পরস্পর হইলেন গর্ব্বিত হৃদয় ॥ সবে মনে মানে আমি বড় ভাগ্যবতী। আমার প্রেমেতে বশ হইলা শ্রীপতি ॥ এত ভাবি মান গর্ব্বে গর্ব্বিতা সকলে। মানে আমাসম নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৭ ॥

প্রেমের কুটিল গতি সহজেতে হয়। এ লাগিয়া যাতে তাতে মান উপজয়।। তাহাদের মান আর গর্ব্বিত আচার। অনুনয়াদিতে কৃষ্ণ মানি অনিবার।। বিশেষত রাধাপ্রতি প্রেমের গাঢ়তা। দেখাইতে অন্তর্ধান হইলেন তথা।। বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে যে শ্রীনারায়ণ।।

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং প্রথমাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে গোপীগণের বিরহ।

কৃষ্ণবিশ্লেষদুঃখার্ত্তা বিচিন্বন্তীর্বনাদ্বনং। তং তৎপ্রিয়াসমং গোপীঃ স্মরন্তীঃ সদা ভজে॥ ৪৮॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসরাজ। জয় গোপীশ্রেষ্ঠ জয় গোপিকা সমাজ।। সকল বৈষ্ণবগণে মোর নমস্কার। কৃষ্ণলীলা স্ফূরে কৃপা লবে যে সবার।। এবে শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক মন। তার পরে যে করিলা সব গোপীগণ।।

শ্রীশুকউবাচ।।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্যইব যূথপং।। ১।।

কৃষ্ণ অন্তর্ধান মুনি করিয়া বর্ণন। নিজেও হইলা শোক সাগরে মগন।। এ লাগি স্ফূরয়ে তাঁর অব্যক্ত ভারতী। সেই শুক নামে তাঁর হেথায় বিখ্যাতি।। কৃষ্ণ অন্তর্ধান দেখি গোপিকামণ্ডল। তর্কিতে না পারি হৈল বিরহে বিহ্বল।। ইতস্তত করি সবে নয়ন প্রচার। যবে দরশন নাহি পাইল তাঁহার।। তবে অনুতাপ সবে করয়ে গোপিনী। যূথপতি লাগি যেন খেদে করিণী।।

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদারমাপতেস্তাস্তাবিচেষ্টাজগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥২॥

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য গতি অতি মনোহর। অনুরাগ স্মিতযুক্ত স্ফীত শ্রীঅধর ॥ সবিলাস নিরীক্ষিত যাঁহার নয়ন। সরস আলাপ যাহে হরে নারীমন ॥ আর তার মনোহর বিহার বিভ্রমে। হেরিয়ে আক্ষিপ্তচিত্তা হয় ক্রমে ক্রমে ॥ সহজে প্রমদযুক্তা হয় নারীগণ। তাহে কৃষ্ণপ্রেমমদে অধিক মগন ॥ সেসবারে পরিহরি রমারে লইয়ে। রমাপতি গেল তাহে দুঃখে দহে হিয়ে ॥ অতএব তার চেষ্টা করিয়া স্মরণ। তাহাতেই আত্মা মন করি সমর্পণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের গতি স্মিত আদি চেষ্টাচয়। তদনুকরণ করে গোপিকানিচয় ॥

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকান্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

উক্ত রূপ গতি স্মিত প্রেক্ষণাদি কর্ম্ম। মধুর ভাষণ যাহে প্রকাশয়ে নর্ম্ম ॥ সে সবে আবিষ্টমূর্ত্তি হয়ে গোপীগণ। কৃষ্ণপ্রিয়া করে কৃষ্ণলীলানুকরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিহারেতে বিভ্রান্ত হৃদয়। তদগত হয়েছে বুদ্ধি আত্মা সমুদয় ॥ তবে পরস্পর কহে ওহে গোপীগণ। আমি হই কৃষ্ণ তোরা কান্দ কি কারণ ॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং ।
পপ্রচ্ছু রাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥

এইরূপ লীলাবেশে থাকি কিছু ক্ষণ। হৈল সবাকার প্রেম উন্মাদ ঘটন ॥ তবে সবে শোকাবেশে দুঃখ উগারিয়া। কৃষ্ণগুণ গান করে একত্রে মিলিয়া ॥ স্বভাবেতে গান প্রিয় হয়েন শ্রীহরি। ইহা শুনি আসিবেন মনেতে বিচারি ॥ মধ্যে মধ্যে বনে বনে করে অন্বেষণ। স্থানাস্থান নাহি সবে জিজ্ঞাসে সঘন ॥ বৃন্দাবনলতা তরু প্রভৃতি সকলে। জিজ্ঞাসয়ে

প্রেমোন্মাদ প্রভাবের বলে ॥ অন্তরে বাহিরে স্ফুরে তাঁদের শ্রীহরি। এ লাগি সর্ব্বত্র সুধাইছে ব্রজনারী। অরণ্য রোদন ইহা নহে গোপিকার। যেহেতু সর্ব্বত্রস্থিতি আছয়ে তাঁহার॥ অন্তর্যামী পুরুষ হয়েন ভগবান। আকাশের ন্যায় বিভু সর্ব্ব শক্তিমান॥ সকল ভুতের বাহ্য অন্তরেতে স্থিতি। সতত আছয়ে যার নাহিক ব্যাহতি॥ প্রেমময় নেত্র হয় সব গোপিকার। যে দিগে তাকায় দেখে মুরতি তাঁহার॥ কিন্তু বিপ্রলম্ভ হেতু নহে সংঘটন। অদভুত এই মহা প্রেমের লক্ষণ॥

দৃষ্টোবঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নোমনঃ।
নন্দসূনুর্গতোহৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ৫॥

গোপী কহে হে অশ্বত্থ প্লক্ষ বট তরু। দেখেছ এ পথে কেহ লম্পটের গুরু॥ নন্দসূনু নিজ প্রেম হাস্যাবলোকনে। মোসবার মন হরি গেল কোন স্থানে॥ জানো যদি বল সবে ওহে তরুগণ। তবে সেই স্থানে মোরা করি অন্বেষণ॥

কচ্চিৎ কুরুবকাশোক নাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজোমানিনীনামিতোদর্পহরস্মিতঃ॥ ৬॥

তারা যদি কিছু সমুত্তর নাহি দিল। তবে অন্য তরু কাছে গোপিকা চলিল॥ মনে ভাবে অশ্বত্থাদি হয় মহত্তর। ক্ষুদ্র দেখি মোসবারে না দিল উত্তর॥ এ লাগি তাহাতে তেজি অধিক প্রয়াস। জিজ্ঞাসা করয়ে অন্য বিটপির পাশ॥ ওহে কুরুবকাশোক হে নাগ পুন্নাগ। হে চম্পক হও সকলেতে মহাভাগ॥ অতএব তোমাসবে করি জিজ্ঞাসন। রামানুজ এ পথে কি করেছে গমন॥ সেহ করিয়াছে গোপিকার মন চুরি। এ লাগি সে চোরে মোরা অন্বেষণ করি॥ যদি কহ সবে হও মানগর্ব্ববতী। তবে কি রূপেতে সেহ হরিয়াছে মতি॥ তাহা বলি শুন সেহ স্বীকপট হাসে। পটু মানিনীর

মান গর্ব্বের বিনাশে ॥ অতএব মনচোরা সে তস্কর রাজ। কোন পথে গেছে কহ বিটপি সমাজ ॥ প্রেমঈর্ষাবশে গোপী কৃষ্ণ এই নাম। না কহিয়া অন্য নামে পুছে অবিশ্রাম ॥ শ্লেষ পক্ষে বলদেব হন হলধর। তাঁহার অনুজ কৃষ্ণ গোওার প্রবর ॥ মানিনীর মান যেহ না জানে ভাঙ্গিতে। এলাগি গোওার কহে তাঁহারে ইঙ্গিতে ॥

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহত্বালি কুলৈর্ব্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

কুরুবক আদি কিছু না কহিল যবে। গোপীগণ নিজ মনে চিন্তিলেন তবে ॥ ইহারা সকলে হয় শ্রীকৃষ্ণসেবক। কুরুবকাশোক নাগ পুন্নাগ চম্পক ॥ মোদিগে মানিনী দেখি এই তরুগণ। অসূয়াতে কিছু নাহি কহিল বচন ॥ এত ভাবি সে সবে উপেখি গোপী যায়। নিজ সখী মানি বৃন্দা দেবীরে সুধায় ॥ হেদেহে তুলসি তুমি পরম কল্যাণি। গোবিন্দচরণ প্রিয়া বলি তোঁহে জানি ॥ যে চরণরজ লক্ষ্মী দেবী নাহি পায়। সে চরণে রাখে কৃষ্ণ প্রণয়ে তোমায় ॥ তোমা সম ভাগ্যবতী কেবা আছে আর। কাহার সহিত দিব তুলনা তোমার ॥ যেহেতু কৃষ্ণের তুমি অত্যন্তা প্রেয়সী। অতএব তোঁহে কণ্ঠে বহে দিবা নিশি ॥ যদ্যপিও তুমি অলিকুলেতে সঙ্গতা। তথাপি তোমারে সেহ ধরয়ে সর্ব্বথা ॥ এ জন্য তোমার সঙ্গ চ্যুতি নহে যার। সে অচ্যুত কোথা বল আছয়ে তোমার ॥ অবশ্য দেখেছ তুমি তাহারে নয়নে। কহ সেই কৃষ্ণ এবে আছে কোন স্থানে ॥

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বোজনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

যখন উত্তর নাহি করিল তুলসী। সে স্থান উপেখি চলে যতেক ষোড়শী ॥ ভাবে আমা সবে জানি আপন সতিনী।

না কহে তুলসী কিছু সমুত্তর বাণী ॥ এলাগি মালতী আদি নিকটে যাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে গোপী সবে সম্বোধিয়া ॥ হেদে হে মালতি জাতি যূথিকা মল্লিকা। তোমা সবে হও পুষ্পমধ্যে শোভাধিকা ॥ অতএব কৃষ্ণ তোমা সবা পরশিয়া। অবশ্যই গিয়াছেন প্রীতি জন্মাইয়া ॥ অভিপ্রায় মা শব্দেতে কহি শ্রীরাধারে। তাঁর ধব হেতু কৃষ্ণ তুষিতে তাঁহারে ॥ করিয়াছে তোমাদের কুসুম চয়ন। শ্লেষে এইরূপ অর্থ হয় সুঘটন ॥ যদ্যপি গোপীর নাহি সে অনুসন্ধান। তথাপি শব্দার্থে স্বতঃ হয় তাহা ভান ॥ অতএব তোমা সবে দেখেছো মাধবে। কোন পথে গেছে কৃষ্ণ কহ আমা সবে ॥

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্ব
নীপাঃ। যেহন্যে পরার্থভবকাযমুনোপকূলা সংসন্ত
কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯ ॥

মালতীপ্রভৃতি স্থানে উত্তর না পেয়ে। গোপীগণ চলিলেন সে স্থান ছাড়িয়ে ॥ ভাবেন ইহাঁরা সবে কৃষ্ণপ্রিয়া হয়। এ হেতু সম্ভাষা নাহি করে এ সময় ॥ এত চিন্তি কহে চূত আদি বৃক্ষগণে। পরউপকারী বলি যাহাদিগে জানে ॥ ওহে চূত প্রিয়াল পনস হে আসন। কোবিদার কম্বু অর্ক বিল্ব তরুগণ ॥ বকুল কদম্ব আম্র ওহে নীপশাখি। তোমরা দেখেছো এপথে কি পদ্মআঁখি ॥ জানো যদি কৃষ্ণধন গেছে কোন পথে। কহ সবে কৃপা করি মোঁদের সাক্ষাতে ॥ ইহা নাহি সকলেতে করহ চিন্তন। তোমা সবে কহিয়া কি আছে প্রয়োজন ॥ পর-উপকারী হও তোমরা সকলে। বিশেষতঃ আছ যমুনার উপ-কূলে ॥ দেখ যমদণ্ড আদি পরদুঃখ হেরি। যমুনা আইলা ভূমে নদী রূপধরি ॥ জীবের নাশিতে যমদণ্ড মহাভয়। পর উপকার তাঁর প্রয়োজন হয় ॥ তোমারাও ফলপুষ্প ছায়া করি দান। পরউপকার সদা করহ বিধান ॥ তাহে কর যমু-নার কূলেতে বসতি। আমা সবে কঠিনতা নহে যোগ্য অতি ॥

অতএব কহি কৃষ্ণ পথের উদ্দেশ। বিনাশহ দুরন্ত বিরহ মহাক্লেশ ॥

কিন্তে কৃতং ক্ষিতি তপোবত কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎস-
বোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি। অপ্যঙ্ঘ্রি সম্ভবউরুক্রম
বিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

যথা রাগ। এরূপে গোপিকা, কাতরা অধিকা, কৃষ্ণপথ অন্বেষণ। করিতে করিতে, দেখে আচম্বিতে, অবনীর শোভা গণ ॥ কহে বসুমতি, ওহে পুণ্যবতি, কি তপ করিলে কোথা। যাহে কৃষ্ণপদ, পরশ সম্পদ, সুখে হও পুলকিতা ॥ অঙ্কুর সমূহ, তব তনুরুহ, স্ফুরিত হয়েছে সব। হেরি মনে হয়, কৃষ্ণ-পদদ্বয়, স্পর্শহেতু এ বৈভব। বল হে ধরণি, তব মুখে শুনি, আমরা যত গোপিনী। কৃষ্ণপদস্পর্শ, সুখসম হর্ষ, পেয়েছ কি কভু ধনি ॥ উরুক্রম হয়ে, তোমার হৃদয়ে, পদ দিলা নারায়ণ। তাহে সুখোদ্গম, তব ইহা সম, হয়েছিল কি ঘটন ॥ কিম্বা তোমা সহ, পূর্ব্বে শ্রীবরাহ, বিহরিলা আমোদেতে। তাহে সবিশেষ, হেন সুখ লেশ, পাইলা কি কভু চিতে ॥ কৃষ্ণ গুণালয়, সর্ব্ব রসাশ্রয়, সুনাগর শিরোমণি। তাঁহার পরশ, অন্য সব রস বিরস করয়ে জানি ॥ আমরা সে অঙ্গ, নব সুখ সঙ্গ, পেয়ে পুনঃ হারাইয়ে। ফিরি বনে বন, তাঁর অন্বেষণ, করিতেছি দুঃখি হয়ে ॥ তুমি জানো ধনি, সে পুরুষমণি, যে-খানে করে গমন। কহি সে উদ্দেশ, নিবারহ ক্লেশ, বাঁচাও অবলাগণ ॥

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি
সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

এ ভাবে ভাবিতা, আভীর বনিতা, তদুত্তর নাহি পেয়ে। বিরহে বিমনা, যত ব্রজাঙ্গনা, অন্য দিগে যায় ধেয়ে ॥ পুনঃ

করে, ধরা মো সবারে, না করিল সমুত্তর। জানি বসুমতী, কৃষ্ণপ্রেমবতী, পেয়ে কৃষ্ণে হৃদিপুর ॥ হয়ে গরবিণী, জানিয়া সতিনী, এহ্ম নাহি কহে কথা। এত চিন্তা করি, যত গোপ-নারী, ভ্রমিতেছে যথা তথা ॥ সম্মুখে হরিণী, পতি বিরহিণী, হেরি আভীরিণীগণ। প্রেম উনমাদে, মনের বিষাদে, তা-হারে কহে বচন ॥ মনে মনে ভান, মোদের সমান, হয় এহ বিরহিণী। বিচ্ছেদ বেদন, জানে এই জন, কহিলে কহিবে বাণী ॥ ও মৃগগৃহিণী, যতেক গোপিনী, মোরা করি নিবেদন। তুমি কি নয়নে, গোপিকাজীবনে, করিয়াছ দরশন ॥ অচ্যুত মাধুর্য্য, সে নাগর বর্য্য, নিজ কার্য্য সাধিবাবে। প্রিয়ার স-হিতে, গেছে এই পথে, দেখেছ কি তুমি তারে ॥ নিজাঙ্গ লা-বণ্য, করিয়া বদান্য, দিয়া তব নেত্রে সুখ। ভ্রমে এই বনে, এ গোপিনীগণে, এবে হয়ে সুবৈমুখ ॥ কান্তাকুচস্থিত, কুঙ্কুম-রঞ্জিত, আছে কুন্দমালা তার। যাহার সৌরভে, সুবাসিত সবে, হইয়াছে একান্তার ॥ ওহে প্রাণসখি, গোপীদুঃখে দুখি, হও তুমি এক ক্ষণ। গোপী কুলপতি, কোথায় বসতি, করে কহ সে কথন ॥

> বাহুং প্রিয়াংসউপধায় গৃহীতপদ্মোরামানুজস্তুলসিকালি-
> কুলৈর্মদান্ধৈঃ। অন্বীয়মানইহবস্তরবঃ প্রণামং কিম্বাভিন-
> ন্দতি চরণ্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১২ ॥

যখন হরিণী, না কহিল বাণী, তখন রমণীচয়। তারে উপে-খিয়ে, চলিল ধাইয়ে, বিরহে ব্যাকুলাশয় ॥ ভাবে মনে মনে, বিচ্ছেদ বদনে, হরিণীর নাহি জ্ঞান। এ হেতু সকলে, কিছু নাহি বলে, তবে যাই অন্য স্থান ॥ এরূপ ভাবিতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে, হেরিতেছে স্বনয়নে। পুষ্প ফলে নত, তরুগণ যত, রহিয়াছে সে কাননে ॥ মনে অনুমানে, এই তরুগণে, দেখি-তেছি সাধু প্রায়। মোদিগে দেখিয়া, সম্মান করিয়া, প্রণতি বুঝি জানায় ॥ এ হেতু এ সবে, জিজ্ঞাসিলে কবে, অবশ্য

কৃষ্ণ উদ্দেশ। এত বিবেচন, করি গোপীগণ, কহে সবে সবিশেষ।। ওহে তরুগণ, যত গোপীগণ, জিজ্ঞাসে হে তোমা সবে। কৃষ্ণের সন্দেশ, তোমারা বিশেষ, আমাদিগে কহ এবে।। সে রাম অনুজ, রাখি বামভুজ, প্রেয়সীর অংশ মূলে। দক্ষ করতলে, লীলা শতদলে, ঘূরায়ে ঘূরায়ে চলে।। বনমালা পরি, তুলসী মুঞ্জরী, সৌরভে ভ্রমরাগণ। হইয়ে মদান্ধ, পীতে মকরন্দ, তাহে করে সঞ্চরণ।। সে ভয়েতে ভীতা, চিত্তে চমকিতা, হেরি প্রণয়িনীজনে। লীলা শতদলে, ভ্রমর সকলে, নিবারয়ে সযতনে।। তবু অলিগণ, নহে নিবারণ, কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে চলে। করি অনুমান, সে রসনিধান, দেখেছ তোমা সকলে।। তোমরা এইমত, কৃষ্ণে অবনত, হইয়াছ স্বভাবেতে। সে আদরে ভুলি, বুঝি বনমালী, আছে তোমা নিকটেতে।। কিম্বা তোমা সবে, হেরি প্রেমভাবে, হরি গেছে স্থানান্তরে। কহ তরুগণ, তাঁর বিবরণ, হইয়া সরলান্তর।। এরূপে সকল, গোপিকামণ্ডল, বিরহ উন্মাদ বশে। পুছে তরুগণে, এ শ্রীনারায়ণে, ভাষিতেছে ভাষারসে।।

পৃচ্ছতেমা লতাবাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।। ১৩।।

সেই তরুগণ যদি না দিল উত্তর। তাহা উপেক্ষিয়া গোপী চলে স্থানান্তর।। মনেং চিন্তে এরা কৃষ্ণভক্ত হয়। তাঁর আজ্ঞা বিনা কিছু কহিতে নারয়।। অতএব লতাগণ হয় নারী জাতি। তাসবে জিজ্ঞাসা করা সমুচিত অতি।। নারী জন জানে যেন নারীর বেদন। অন্যে তেন জানিতে না পারে কদাচন।। এত বলি সবে পথে চলিতে চলিতে। লতা দেখি পরস্পর লাগিলা কহিতে।। হের দেখ সখি এই লতিকা সংহতি। মুঞ্জরী পুষ্পেতে সুশোভিতা হয় অতি।। অনুমানি কৃষ্ণকর কমল নখর। পরশে পুলক ধরে লতাকলেবর।। কেহ বলে তাহা না

সম্ভবে কদাচন। যেহেতু করেছে পতি বাহু আলম্বন ॥ বৃক্ষ-গণ হয় লতা সমুহের পতি। তাহার পরশে পুলকিত অঙ্গ অতি ॥ অন্য কহে সখি তোর ব্যর্থ এই বাণী। পতির পরশে এত পুলক না মানি ॥ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ সবে করিলা স্পর্শন। নহে কেন পুলকিত ইহারা এমন ॥ অতএব জিজ্ঞাসা করহ লতাগণে। কোন পথে কৃষ্ণধন করিল গমনে ॥

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলাভগবতস্তাস্তাহ্যনুচক্রু স্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

এইরূপে গোপীগণ উন্মত্ত বচনে। কৃষ্ণের সন্দেশ পুছে তরুলতাগণে ॥ যে সবার নাহি বুদ্ধি বাক্যের উদয়। তাদিগে জিজ্ঞাসা করা প্রেমোন্মাদ হয় ॥ সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক হয়েন যে হরি। তাঁর অন্বেষণেতে কাতরা ব্রজনারী ॥ অতএব তাহে বুদ্ধি করি সমর্পণ। করিতে লাগিলা কৃষ্ণ-লীলানুকরণ ॥ এহ নহে গোপিকার স্বচ্ছন্দ রচিত। প্রেমে পরবশ যাহে গোপি-কার চিত ॥

কস্যাশ্চিৎ-পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তনং।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্‌শকটায়তীং ॥ ১৫ ॥

কোন্ গোপনারী হয় পুতনা সমান। কেহ কৃষ্ণ হয়ে তার করে স্তন পান ॥ কোন গোপী নিজে মানে শকট বলিয়া। শিশু কৃষ্ণাবেশে অন্যে ফেলয়ে ঠেলিয়া ॥ কেবল ভাবনা মাত্রে গোপিকারগণ। এইরূপে করে কৃষ্ণ লীলানুকরণ ॥ নতুবা তাদৃশ মুদ্রা না হয় আচার। যেহেতু তেমন বেশ না ছিল সবার ॥ কৃষ্ণার্ভভাবনা বলি অতএব মুনি। এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করেন আপনি ॥

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাং।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

কোন গোপী নিজে দৈত্য অভিমান করি। শিশু কৃষ্ণ ভাবা গোপিকারে করে চুরি ॥ কেহ কৃষ্ণবাল্যাবেশে করয়ে রিঙ্গণ। চরণ চালায় যাতে কিঙ্কিনী নিঃস্বন ॥

> কৃষ্ণরামায়িতে দ্বেতু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
> বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীং ॥ ১৬ ॥

কোন গোপীদ্বয় কৃষ্ণ বলদেব হয়। অনুচর গোপবেশা অন্য গোপীচয় ॥ কোন কোন গোপী বৎস বকরূপ ধরে। কৃষ্ণবেশধরা গোপী তাদিগে প্রহারে ॥

> আহূয় দূরগাযদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং। বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ সংশন্তি সাধ্বিতি। কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নতু। কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ যেন দূরদেশ স্থিতা গাবীগণে। বেণুরবে ডাকি নিজ সমীপেতে আনে ॥ সেইরূপে কোন গোপী নিজে কৃষ্ণ হয়ে। বেণুরব করি ক্রীড়া করে সুখী হয়ে ॥ অন্য অন্য গোপী তাহে করে সাধুবাদ। যাহে দূর হয় ভক্তহৃদয়বিষাদ ॥ কোন গোপী কৃষ্ণাবেশে আপনার কর। অর্পণ করয়ে অন্য গোপিকা উপর ॥ কৃষ্ণপ্রায় সুমন্থর পদন্যাসে চলে। কৃষ্ণ আমি মম গতি দেখ সবে বলে ॥ কিবা সুললিত ভাবে করিতেছি গতি। তন্মনা হইয়া গোপী কহে গোপীপ্রতি ॥

> মাভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া। ইত্যু-ক্তৈকেন হস্তেন যতত্যন্যা ন্নিদধেহম্বরং। আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নৃপ। দুষ্টাহে গচ্ছ জা-তোহহং খলানাং নতু দণ্ডধৃক্ ॥ ১৮ ॥

কোন গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে কাঁহারে। বর্ষবাতাদিতে ভয় না কর অন্তরে ॥ এই আমি তোমা সবে করিহে রক্ষণ। এত কহি এক হস্তে তুলিলা বসন ॥ এক গোপী কৃষ্ণ হয়ে

চড়ে অন্যা শিরে। পদাক্রম করি তাহে কহে বারে বারে ॥ দুষ্ট অহি তুমি যাও এস্থান হইতে। আমি খল দণ্ডধারী জন্মেছি মহীতে ॥

তত্রৈকোচাহ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিধদ্ধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ১৯ ॥

এক গোপী কৃষ্ণাবেশে কহিছে বচন। গোপীসব দাবানল দেখহ উল্বণ ॥ নয়ন মুদ্রিত কর তোমরা সকলে। করি আমি যাতে শুভ হয় অবহেলে ॥

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদূখলে। বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষন্ত্বিতি। ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতি বিড়ম্বনং ॥ ২০ ॥

কোন ব্রজবধূ নিজ কণ্ঠমালা লয়ে। কৃষ্ণভাবাপন্না অন্যা গোপীরে বান্ধয়ে ॥ ভাণ্ড ভাঙ্গি করে এই নবনীত চুরি। এলাগি ইহারে উদূখলে বন্ধি করি ॥ এত বলি উদূখলরূপা গোপীদেহে। বন্ধন করয়ে তারে প্রেমোন্মাদ মোহে ॥ সেই গোপী কৃষ্ণাবেশে ভয়েতে বিহ্বল। পিধান করয়ে নিজ নয়ন যুগল ॥ পূর্ব্বে যশোমতী ভয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন। করিয়াছিলেন যেন ভীতি বিড়ম্বন ॥ সেই লীলা অনুরূপ যতেক গোপিনী। করে আচরণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ॥

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণ। প্রেমাবেশে করি কৃষ্ণ লীলানুকরণ ॥ কৃষ্ণ অন্বেষণ করি বনে বনে ভ্রমে। বন্যলতা তরুচয়ে পুছে ক্রমে ক্রমে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে বৃন্দাবন পথে। কৃষ্ণ পদচিহ্ন আছে অঙ্কিত ধূলাতে ॥ পরম পুরুষ হন কৃষ্ণ সনাতন। যে পদ দর্শনে স্ফুরে তাহার লক্ষণ ॥

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে
হিধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৩

তাহা নিরীক্ষণ করি গোপিকা মণ্ডল। পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ প্রেমেতে বিহ্বল॥ অন্যে অন্যে কহিতেছে সব গোপীগণ। কৃষ্ণপদচিহ্ন এই কর দরশন। আমাদের কৃষ্ণ হন পুরুষ প্রধান। এ হেতু সে পদে নানা চিহ্ন বিদ্যমান॥ দেখ সখি ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল। যব আদি বহু চিহ্ন শোভয়ে উজ্জ্বল॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্॥ ২৪॥

কৃষ্ণপদচিহ্ন তাহে নিশ্চয় জানিয়া। চিহ্ন অনুসারে গোপী চলিল ধাইয়া॥ যে দিগে শ্রীপদচিহ্ন পায় দরশন। সেই দিগে গোপীসব করয়ে গমন॥ যাইতে যাইতে তারা দেখয়ে সাক্ষাতে। ব্রজবধূপদচিহ্ন মিশ্রিত তাহাতে॥ তাহে ঈর্ষা-বশে গোপী অধিক তাপিতা। পরস্পর কহে হয়ে সকলে মিলিতা॥ রাধাপদচিহ্ন তাহা গোপিকা না জানে। এ হেতু হইল ঈর্ষা তাসবার মনে॥ অধিকন্তু নিজে তেন ভাগ্যহীনা জানি। হয়েছিলা গোপীগণ অধিক তাপিনী॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়ানন্দসূনুনা। অংসন্যস্ত
প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ২৫॥

কহে সখি দেখ কৃষ্ণপদচিহ্নপাশে। কার পদচিহ্ন এই জানহ বিশেষে॥ কৃষ্ণের কমল কর করি আলম্বন। কোন ভাগ্যবতী সঙ্গে করেছে গমন॥ যেন করী সঙ্গে সঙ্গে চলয়ে করিণী। হেনমতে কৃষ্ণসঙ্গে গেল কে না জানি॥

অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নোবি-
হায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ামনয়দ্রহঃ॥ ২৬॥

তবে তারা নানামত করি বিবেচন। কৃষ্ণসঙ্গে গেল রাধা জানিল কারণ ।। তাহে তারা কহিতেছে সবে পরস্পর। রাধা প্রেমাধীন কৃষ্ণ মানি অতঃপর ।। এবে জানিলাম মোরা রাধিকা সুন্দরী। বশীভূত কৈল কৃষ্ণে আরাধনা করি ।। যাহে আমাসবে ত্যজি গোকুলের মণি। প্রণয়েতে রাধা লয়ে গেল সে আপনি ।। কাননে নির্জ্জন পেয়ে তাহার সহিত। করে নানা রস কেলি যাতে তার প্রীত।।

ধন্যাঅহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌরমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্নাঘনুত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

ওহে সখি বিবেচিয়া দেখ দেখি সবে। কৃষ্ণপাদপদ্মরজ ধন্য বুঝি ভাবে ।। ব্রহ্মা শিব যাহা শিরে করয়ে ধারণ। নিজ অপরাধচয় করিতে মার্জ্জন।। রাধিকাও সেই ধূলি মস্তকে ধরিল। যাহে কৃষ্ণ তার অপরাধ ক্ষমার্পিল ।। আমরাও সেই ধূলি মস্তকে ধরিব। নিজ নিজ অপরাধ মার্জ্জন করিব ।। যেই অপরাধলাগি কৃষ্ণ রসরাজ। আমাদিগে উপেখিলা অরণ্যের মাঝ ।।

তস্যাঅমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥ ২৮ ॥

এইরূপে গোপীগণ কহেন বচন। তাহা শুনি চন্দ্রাবলী প্রিয়সখীগণ ।। কহে ধনি যে তোরা কহিলি সত্য হয়। কিন্তু ইথে মানে এক মোদের হৃদয় ।। সকলের ভোগ্য ধন অচ্যুত অধর। তাহা হরি একা যেই ভুঞ্জে নিরন্তর ।। সে হেন কামিনীপদ লাঞ্ছন সহিতে। মিশ্রিত নহিলে রজ ধরা যোগ্য মাথে ।। কৃষ্ণপদচিহ্ন সে রমণী পদচিহ্ন। মিশ্রিত হয়েছে যাহে দেখায় অভিন্ন ।। অতএব মোসবার মনে ক্ষোভ হয়। ধরিতেও পদরজ না চাহে হৃদয় ।।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যানূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

এত বলি গোপী সব পুন পূর্ব্ব রীতে। চিহ্ন অনুসারে যায় কৃষ্ণ অন্বেষিতে ॥ কিছু দূরে গিয়া সবে কহে পরস্পর। দেখ দেখ ওগো সখি তোমরা সত্বর ॥ হেথা তৃণাঙ্কুরময় অবনী মণ্ডলে। সে গোপীর পদ কেন দেখা নাহি মিলে ॥ বুঝি এই পথ দেখি অতি সুকঠিন। প্রেয়সীর প্রেমে প্রিয় হইয়া অধীন ॥ তার সুকোমল পদে বাজিবে বলিয়া। কৃষ্ণ লই-য়াছে তারে কোলেতে তুলিয়া ॥

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতোবধূং। গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥ অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

এই দেখ গোপীগণ ফিরাইয়ে নয়ন। এখানে অধিক মগ্ন কৃষ্ণের চরণ ॥ কামলাগি সে বধূরে বহন করিতে। ভারা-ক্রান্ত হৈলা কৃষ্ণ বোধ হয় ইথে ॥ এইমত কহি কহি চলে অন্য স্থানে। তথায় রাধার পদ দেখিলা নয়নে ॥ তাহে কহিতেছে সখি দেখহ সকলে। পুনরপি কান্তাপদ দেখি এই স্থলে ॥ হেথা বুঝি তার লাগি পুষ্প আহরণ। করিবারে নামাইল তাহারে সেজন ॥

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণেএতে পশ্যতা হসকলে পদে ॥ ৩১ ॥

এই দেখ এখানেতে প্রিয়ার লাগিয়ে। কুসুম তুলিলা কৃষ্ণ প্রেমে বশ হয়ে ॥ দেখ যাহে উভয়ের প্রপদেতে করি। অধিক মর্দ্দিত ভুমিতল নেত্রে হেরি ॥ অতএব হেথা পূর্ণ চিহ্ন নাহি ভায়। কেবল প্রপদচিহ্ন মাত্র দেখা যায় ॥

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতং।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং ॥ ৩২ ॥

তবে কিছু দূর পুনঃ করিয়া গমন। দেখিতে না পায় তেন রাধার চরণ ॥ তাহে কহিতেছে গোপীগণ পরস্পর। হেথা

কান্তা কোলে করি বসিলা নাগর ॥ করিতে কামিনী কেশ-পাশ প্রসাধন। বোধ হয় কৃষ্ণ নিজে করিলা যতন॥ সে সব কুসুম লয়ে প্রিয়ার চূড়ায়। নিজ মনোমত করি তাহারে সাজায় ॥

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোপ্যখণ্ডিতঃ। কামি-
নাং দর্শয়ন্দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং ॥ ৩৩ ॥

শুকদেব কহিছেন রাজা পরীক্ষিতে। বিহরে সে কৃষ্ণ গোপী সহ সুখিচিতে॥ আত্মলাভ তৃপ্ত হরি আত্ম ক্রীড়া রত। যার বুদ্ধি নহে নারী বিভ্রমে খণ্ডিত॥ তথাপি গোপিকা সঙ্গে সে করে বিহার। কে বুঝিবে শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রকার॥ কামি পুরুষের দৈন্য লোকে দেখাইতে। নারীর দৌরাত্ম্যভাব তাহে প্রকাশিতে॥ প্রসঙ্গতঃ এই লীলা করি ভগবান। দেখা-ইলা ভক্তে প্রেমবশ্যতা নিদান॥ নতুবা যাহাতে নাহি কাম গন্ধলব। সে কেন করিবে কামিপ্রায় চেষ্টা সব॥ শ্রীকৃষ্ণের এই হয় ভগবত্তাসার। ভক্তপ্রীতি লাগি কিছু না করা বি-চার॥ যাহা আচরিলে হয় নিজভক্তপ্রীত। তাহাই করেন কৃষ্ণ এই তাঁর রীত॥ যে ভাবে তাঁহারে যেই করয়ে ভাবন। তার কাছে সেই ভাব দেখান আপন॥ অতএব গোপীপ্রেম পরবশ হয়ে। নিজ কামুকতা ভাব তাহে প্রকাশিয়ে॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্তাস্তাশ্চেরুর্গোপ্যোবিচেতসঃ। যাং
গোপীমনয়ত্র কৃষ্ণোবিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়োবনে। সাচ
মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাং। হিত্বা
গোপীঃ কামযানামামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ৩৪ ॥

এই রূপে গোপীগণ কাননে কাননে। ভ্রমি ভ্রমি নানা চিহ্ন দেখয়ে নয়নে॥ তাহাতে অধিক হয় চিত্তের বিভ্রম। প্রেমের কুটিল গতি এমতি বিষম॥ হেথা কৃষ্ণ তাঁহাদিগে

করি উপেক্ষণ। যে গোপীরে একাকিনী কৈলা আনয়ন॥ সেহ আপনার দেখি সৌভাগ্য অপার। মনে উপজিল তার অভিমান ভার॥ সর্ব্ব গোপী হৈতে শ্রেষ্ঠা মানি আপনারে। কৃষ্ণ গরবিনী হয়ে মনে ইহা করে॥ কামযানে আরোহিতা যত গোপীগণ। ব্যাকুল হইয়া যারে করে অন্বেষণ॥ সে সব তেজিয়া কৃষ্ণ ভজয়ে আমারে। অতএব মোর সম কে আছে সংসারে॥ আমার প্রেমেতে কৃষ্ণ হইয়াছে বশ। এলাগি সাধিব তাহে স্বাধীনতা রস॥

ততোগত্বা বনোদ্দেশে দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ। নপার-
য়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩৫॥

এইমাত্র মনে মনে করিয়া চিন্তন। কাননেতে গিয়া কৃষ্ণে কহয়ে বচন॥ মান গরবেতে ধনি হয়েছে গর্ব্বিতা। এলাগিয়া হিতাহিত না গণে সর্ব্বথা॥ কহিতেছে কৃষ্ণ—আর চলিতে না পারি। লহ মোরে যাহে পার তাহার উপরি॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি। ততশ্চান্ত-
র্দধে কৃষ্ণঃ সাবধূরন্বতপ্যত॥ ৩৬॥

তাঁর প্রতি কন কৃষ্ণ পরিহাস করি। স্কন্ধে আরোহণ তবে কর হে সুন্দরি॥ তাহা শুনি শ্রীরাধিকা সুস্মিতা হইয়া। স্কন্ধে আরোহিতে যান বিবেক তেজিয়া॥ তবে কৃষ্ণ তখনি হইলা অন্তর্ধান। অনুতাপ করে ধনি হারাইয়া জ্ঞান॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে
কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥ ৩৭॥

যথা রাগ। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান, হেরিয়া ব্যাকুল প্রাণ, রোদন করেন বিনোদিনী। বিষাদে মোহিত মতি, বিলাপ করয়ে অতি, যেন মণি হারা ভুজঙ্গিনী॥ প্রাণনাথ নিকরুণ হয়ে। নিশিতে অবলা জনে, ফেলিয়ে ঘোর কাননে, কোথা যাও নিষ্ঠুর কালিয়ে॥ধ্রু

তোঁহে ব্রজের জীবন, গোপিকার প্রাণ ধন, আপন রমণ বলি জানি। তাহে হয়ে অভিমানী, তব মান গরবিনী, কয়েছি সেরূপ গুণমণি ।। তুমি হয়ে প্রিয়তম, সকলের মনোরম, অধিনীর প্রতি উপেখিয়া। কোথা গেলে মহাভুজ, ওহে নব নীলাম্বুজ, বনে নিজ দাসীরে তেজিয়া।। আমি হে কৃপণা অতি, তব দাস্যে করি মতি, তবে কেন হয়ে নিদারুণ। নিশিতে তেজিলে নারী, ওহে বিপিন বিহারি, দেখাও স্বচরণ অরুণ ।।

অন্বিচ্ছন্ত্যোভগবতোমার্গং গোপ্যোবিদূরতঃ। দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং। তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ।। ৩৮ ।।

এইরূপে শ্রীরাধিকা করেন রোদন। হেথা গোপীগণ কৃষ্ণে করি অন্বেষণ ।। পদচিহ্নাঙ্কিত পথে যাইতে২। রাধারে দেখিল সবে দূরেতে হইতে ।। প্রিয়বিরহেতে ধনী শোকেতে মোহিতা। কাননেতে একাকিনী অধিক দুঃখিতা ।। কাছে গিয়ে সকল শুনিল বিবরণ। কৃষ্ণ হৈতে তাঁর মান প্রাপ্তির কারণ।। আপন দৌরাত্ম্যে যেন সেই মান হানি। শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব সীমন্তিনী।

ততোবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবৎ বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততোনিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ। তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যোনাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ।। ৩৯ ।।

তবে সেই গোপীগণ রাধাসঙ্গে করি। কৃষ্ণ অন্বেষিতে বনে পশে ব্রজনারী ।। যে যে স্থানে আছে চন্দ্রচন্দ্রিকা সঞ্চার। সেই সেই স্থানে গোপী করয়ে প্রচার ।। পরে যথা বৃক্ষশাখা আদি আবরণে। চন্দ্রের কিরণ নাহি প্রবেশয়ে বনে ।। তাহে অন্ধকারময় দেখি সে প্রদেশ। নিবৃত্ত হইল অন্বেষণে পরি-

শেষং ॥ কিন্তু কৃষ্ণে বুদ্ধি মন করি সমর্পণ। তদালাপ তাঁর কৃষ্ণগুণ লীলা গান করি পরস্পর। প্রেমেতে ভুলিল গোপী চেষ্টা করে গোপীগণ ॥ গৃহ আত্ম পর ॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতাজগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪০ ॥

তবে গোপীগণ পুনঃ পুলিনে আসিয়া। কৃষ্ণভাবনাতে সবে মগনা হইয়া ॥ একত্র মিলিয়া গান করয়ে গোপিনী। অভিপ্রায় কৃষ্ণ আসিবেন ইহা শুনি ॥ গানপ্রিয় হয় সেই মদনমোহন। অবশ্য আসিবা এই সবার মনন ॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয় রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

অথ গোপিকা গীতি।

শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যগ্রচিত্তাগোবিন্দবল্লভাঃ। ভগবন্তং প্রগায়ন্তীর্ভজে গোকুলনায়িকাঃ ॥ কৃষ্ণৈকগম্যোবাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে। ক্ষন্ত্বাপরাধং দেব্যস্তাভক্তিং তবন্তু মে নিজাং ॥ ৪১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসরাজ। জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকা সমাজ ॥ সকল বৈষ্ণবগণে আমার প্রণাম। যাঁদের কৃপায় পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥ মনে অভিলাষ গোপীগীতি ব্যাখ্যা করি। কৃষ্ণভক্ত কৃপা বিনা শক্তি নাহি ধরি ॥ কৃষ্ণ মাত্র গম্য হয় গোপিকার বাণী। আমি মূঢ়চ্ছার মতি কি বর্ণিতে জানি ॥ ক্ষমাকর গোপীগণ করহ প্রসাদ। নিজ ভক্তি দিয়া

মোর খণ্ড অপরাধ ॥ ইচ্ছা হয় গীতিভাবে এই শ্লোকগণ। ব্যাখ্যা করি কিন্তু পাছে না হয় পূরণ ॥ কেবল বৈষ্ণব কৃপা করিয়ে ভরসা। উঠিয়াছে লতাপ্রায় মনে দীর্ঘ আশা ॥ সাধু সব নিজ নিজ কৃপার বৈভবে। কহাইবে যেইরূপ সেমত হইবে ॥ ইথে শ্রোতাগণ নাহি ভাবিবে বিরস ॥ কব আমি হয়ে সাধুকৃপা পরবশ ॥

শ্রীগোপিকাউচুঃ। জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী। শ্রীকৃষ্ণবিরহ বাড়ব আগুনে, দগ্ধমনা যত ব্রজাঙ্গনাগণে, দর দর ধারা বহিছে নয়নে, কহিছে কাতর ভাবেতে। মিলাইয়ে দিব্য রাগতাল মান, গোপাঙ্গনাগণ করিতেছে গান, যাহা শুনি দ্রবে অয়স পাষাণ, কৃষ্ণ আগমন আশেতে ॥ জয় জয় জয় জয় ব্রজরাজ, তব জন্মাবধি-এ ব্রজসমাজ, মজিয়াছে মোদ সুধাসিন্ধুমাঝ, পশুপাখি আদি করিয়া। যে লাগিয়া রমা তেজিয়া বৈকুণ্ঠ, তব দরশন আশে সমুৎকণ্ঠ, পরিহরি নিজ প্রিয়পতিকণ্ঠ, বেড়ায় ব্রজেতে ফিরিয়া ॥ তাহে মোরা হয়ে তোমার কিঙ্করী, কেন অদর্শন হুতাশনে পুড়ি, ওহে প্রাণ হরি নিষ্ঠুরতা ছাড়ি, দরশন দেহ সকলে। তব দেখা মাত্র করি আকিঞ্চন, গোপিকার দেহে আছে হে জীবন, সেই নানা বন করি অন্বেষণ, দেখ নিয়ে নেত্রযুগলে ॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা। সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

যদি বল ওহে কমলনয়ন, করে করুক গোপীগণে অন্বেষণ, তাহে প্রয়োজন মম কি এমন, দরশন দিতে সবারে। তবে বলি শুন ওহে গুণাধার, গোপীজন মনোজীবন আধার, কার

বার বার মিনতি অপার, মোরা সবে মিলি তোমারে ॥
শরদ উদিত স্বচ্ছ জলাশয়, তাহাতে সুজাত সরোজিনীচয়,
সে শোভা নিচয় নাশে সমুচ্চয়, যে তব নয়ন কোণেতে। সে
নয়ন ভঙ্গী করিয়া বিস্তার, হরিলে হে হরি প্রাণ গোপিকার,
তবে কি প্রকার নিজ ব্যবহার, সাধু বলি মানো মনেতে ॥
যারা না কি হয় সুষ্ঠুভাবে রত, তাহে উপতাপ দেওয়া কি
সম্মত, মোরা গোপী যত অমূল্যেতে ক্রীত, দাসী তব হই স-
কলে। তবে বল দেখি ওহে বরপ্রদ, দাসী বধে কি হে নহে
নারী বধ,ওহে গূঢ় মদ নিজ সুবিশদ, নাশ অপবাদ ভূতলে ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়াদৃষভ তে বয়ং রক্ষিতামুহুঃ ॥ ৩ ॥

তুমি হও সর্ব্ব পুরুষপ্রধান, নিরঙ্কুশ কৃপা পীযূষ নিধান,
মো সবার প্রাণ নানা মতে ত্রাণ, পূরবে করিলে আপনি।
বিষময় বারি পিয়ে যে সময়, ব্রজশিশু সব পেয়েছিল ক্ষয়,
অর্থসুরভয় বৃষ্টি বায়ুচয়, নিবারিলে তেন অশনি ॥ আর
অতি দুষ্ট অরিষ্ট দানবে,ব্যোম আদি দৈত্য বিনাশিয়া সবে,
আপন বৈভবে করি কৃপা লবে, রাখি নানা ভয় হইতে।
এবে কেন এত নিদারুণ মন, হয়ে দাসী জনে কর উপেক্ষণ,
না জানি কারণ আশয় কেমন, নাবী হয়ে নারি বুঝিতে ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক।
বিখনসার্থিতোবিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

তুমি গোপীসুত না হও কেবল, অন্তরাত্মা হেতু জ্ঞান অবি-
কল, এদাসী সকল যেমন বিকল, হয়েছে বিরহ বেদনে। পর-
মেষ্ঠী প্রতি করি বরদান, করিবারে বিশ্বজনের কল্যাণ, হয়ে
দয়াবান, করুণানিধান জন্মেছ ভক্তভবনে ॥ কাতর হইয়ে
সেই তোঁহে কই, আমরাও ওহে বিশ্ব ছাড়া নই, তাহে
তোমা বই আমাদের কই, শরণীয় আছে জগতে। অতএব

বারে বারে বলি সখা, উপযুক্ত তব গোপীপ্রাণ রাখা, নহে মূলশাখা সহিতে বিশাখা, ললিতাদি মরে ক্লেশেতে ॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে চরণমীযুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্তকামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহং ॥ ৫ ॥

ওহে বৃষ্ণিধূর্য্য হও অনুকূল, তোমা লাগি গোপী তেজেছে দুকূল, হয়ে প্রাণাকুল তব করমূল, চাহে নিজ শিরে লইতে। সংসার অরণ্য ভ্রমণেতে ভয়, পেয়ে যারা তব লভে পদাশ্রয়, সে সবার হয় সর্ব্বকামোদয়, যে তব শ্রীকর হইতে ॥ যে করেতে করি কমলার কর, কর পরিগ্রহ করিয়ে আদর, সে তোমার কর সরোরুহবর, যদি দেহ গোপী সকলে। তবে বাঁচে ব্রজগোপিকার প্রাণ, নহে দহে দেহ দহন সমান, ও কৃপা নিধান হও কৃপাবান, সিঞ্চি কৃপা সুধা সলিলে ॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নোজলরুহাননং চারুদর্শয় ॥ ৬ ॥

মোরা হই তব স্বকিঙ্করী জন, চাহি তব মুখ পঙ্কজ দর্শন, ওহে ব্রজজন আর্ত্তিবিনাশন, প্রকাশন হও এ সবে। তুমি হও দীনে বীর ব্রতধর, নিজজনমদ হর স্মিতাধর, ওহে বন্ধুবর স্ব দাসী নিকর, ভজ অতঃপর হে তবে ॥ মোরা মরি তব বিরহ অনলে, ওহে সখা দেখা চাহি হেনকালে, গোপিকা সকলে এ লাগিয়া বলে, বিনয়েতে তব চরণে। নিজ মুখ পঙ্করুহ প্রকটন, করি পরিণামে দেহ দরশন, এ শ্রীনারায়ণ করিয়া শ্রবণ, আছে ভবসিন্ধু গমনে ॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ॥ ৭ ॥

ভৃঙ্গাবলিচ্ছন্দঃ। গোপীগণ কহে হরি। মো সবার স্তনোপরি ॥ শ্রীপদপঙ্কজ তব। দান কর হে মাধব ॥ যে চরণ

ধ্যান ভরে। প্রণতের পাপ হরে ॥ যাহা তৃণ চর সনে। ভ্রমে সদা বনে বনে ॥ যাহা করি অভিলাষ। কমলা করে নিবাস ॥ যে পদ কালীয় ফণী। করেছিল শিরোমণি ॥ সে চরণ স্তনে দিয়ে। শীতল করহে হিয়ে ॥ হৃদে মনমথ জ্বলে। নাশ নিজ কৃপাবলে ॥ এ শ্রীনারায়ণ ভণে। দয়া কর নিজগুণে ॥

মধুরয়া গিরা বল্গু বাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমাবীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

তোটক। বিনয়ে ব্রজনারী সমূহ বলে। মধুরাধরসীধু দেহ সকলে ॥ সরসীরুহলোচন নাথ এবে। নিজ কিঙ্করী জানি জিয়াও সবে ॥ মধুরামৃত বল্গুবিলাস বাণী। মুনিমানস মোহে যাহে অমনি ॥ কহিয়ে বিরহাসব মুগ্ধজনে। পরিপালয় গোকুল নারীজনে ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ ॥ ৯ ॥

তব বাঞ্ছিত কেলি সমূহ কথা। অমৃতাধিক স্বাদুময়ী বিততা ॥ কবিবৃন্দ সুবন্দিত পাপহারি। শ্রবণেন্দ্রিয় মঙ্গলদায়ী হরি ॥ অতি শান্ত একান্ত শুনে শ্রবণে। এখনো দেহে প্রাণ রহে সে গুণে ॥ নতুবা বিরহানল দগ্ধ হয়ে। গোপীজীবন না রহিতো হে দেহে ॥ যাহারা কহে নিত্য ত্বদীয় কথা। জানি হে তাহারা অতি ভূরি দাতা ॥ আমরা তব দর্শন চাহি এবে। দেখা দেহ সবে করুণা ভাবিভবে ॥ শ্রীনারায়ণ কৈতব তোটকবাণী। শুন ভক্ত সবে কহিছে গোপিণী ॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।
রহসি সংবিদোযাহৃদিস্পৃশঃ কুহক নোমনঃ ক্ষোভয়ন্তিহি ॥ ১০ ॥

ললিতচ্ছন্দ। ওহে প্রিয়তম, গোপীমনোরম, তব দেখা আশা করি। তব কথামৃত, পিয়ে অবিরত, আর রহিতে না

পারি ॥ তব মুখহাঁসি, কোটি সুধারাশি, সহ প্রেম নিরীক্ষণ। ধ্যান সুমঙ্গল, তব অচঞ্চল, অভিনব বিহরণ ॥ রহ আলাপন, হৃদয়ে স্মরণ, করি মন ক্ষুব্ধ হয়। ও বিধুবদন, বিনা দরশন, এবে নিবারণ নয় ॥

> চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে
> পদং। শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং
> মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ওহে ব্রজধীর, ব্রজেরবাহির, হয়ে যবে গোচারণে। করহে গমন, হেরি সেকরণ, বেয়াকুল হই মনে ॥ জিনি শতদল, অতি সুকোমল, শ্রীপদ যুগল তব। শিলতৃণাঙ্কুরে, ব্যথা হবে কোরে, ভয় ভাবি অসম্ভব ॥ ওহে প্রাণকান্ত, আমরা একান্ত, তব প্রেম পরাধীন। আমাদের প্রতি, তবে হে সংপ্রতি, কেন হও সুকঠিন।

> দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং।
> ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্ম্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

দিন অবসানে, গোগোপাল সনে, যবে কর আগমন। ধূলিতে ধূষর, শ্রীমুখ সুন্দব, তবে করি নিরীক্ষণ ॥ অলকে আবৃত, অলি কুলাঞ্চিত, পরাগরঞ্জিত প্রায়। নীল শতদল, নিন্দি নিরমল, ও মুখ কমল ভায় ॥ তাহে মোসবার, হৃদয় মাঝার, মনোরথ উদ্দীপন। কর নিরন্তর, নারীর অন্তর, তাহে হয় নিমগন ॥

> প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
> চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চতে রমণ নস্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

তুমি হে নাগর, সর্ব্ব পীড়াহর, হও এই ব্রজপুরে। তবে কি কারণ, নিজ অদর্শন, বাণে মারো গোপিকারে ॥ নিজাশ্রিত

জন, বাঞ্ছিত পূরণ, যে চরণ ধ্যানে হয়। যাহা নিরবধি, যত-নেতে বিধি, ভক্তিভাবে নিসেবয়॥ যে তোমার পদ, যুগ কোকনদ, ভূষয়ে ধরণি তল। যাহার স্মরণ, করে নিবারণ, আপদ রাশি সকল॥ সে সব চরণ, কল্যাণ কারণ, রমণ মোদের স্তনে। করি সমর্পণ, বিচ্ছেদ বেদন, বিনাশহ নিজগুণে॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতং। ১৪॥

মধুর কূজিত, মুরলী চুম্বিত, নিজাধরামৃতসার। যাহে অবি-রত, বাড়ায় সুরত, নাশে শোক অনিবার॥ যার আস্বাদন, হইলে স্মরণ, পাসরায় অন্য রস। তাহা করি দান, অবলার প্রাণ, দিয়ে রাখো নিজ যশ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড়উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥ ১৫॥

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে। তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥ ত্রুটি সম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান। তব সে বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥ কুটিল কুন্তল, বৃত সুনি-র্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা। হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা॥ যাহে সেইক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেহ করে। ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তে হস্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজে-ন্নিশি॥ ১৬॥

পতিসুত জন, ভ্রাতৃ বন্ধুগণ, উপেক্ষিয়ে তব আশে। তুয়া

বেণু গীত, শুনিয়া মোহিত, হয়ে আসিয়াছি পাশে ॥ বনে তব গীতি, আছয়ে এমতি, জানি যত গোপনারী। তেজি গৃহ বাসে, তব পদ আশে প্রবেশি বনভিতরি ॥ তোমা হেন শঠ, করিয়া কপট, কাননে অবলাকুলে। করি আনয়ন, বল কোন জন, উপেখয়ে নিশিকালে ॥

রহসি সংবিদং হৃচ্ছায়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
বৃহদুর শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

রহসি সম্বাদ, চিত্ত অবসাদ, নাশে যাহে সর্ব্বক্ষণ। প্রহসিতানন, প্রেমনিরীক্ষণ, করি সবে দরশন ॥ অতি অভিরাম, লাবণ্যের ধাম, পরিসর বক্ষদেশ। হেরি বার বার, হৃদয় মাঝার, স্পৃহা হয় সুবিশেষ ॥ তাহে মুগ্ধ মন, ব্রজাঙ্গনাগণ, ধৈরয ধরিতে নারে। তব সুললিত, মুরলীর গীত, শুনে এলো গৃহ ছেড়ে ॥ তুমি যে কৈতব, জানিলে এ সব, তবে কেন গোপীগণ ॥ রজনী সময়ে, গৃহ উপেক্ষিয়ে, কেন হে আসিবে বন ॥

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং। ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং ॥ ১৮ ॥

ব্রজবাসী জন, বৃজিন বারণ, করিবারে তুমি হরি। বিশ্বের মঙ্গল, মাত্র জন্মফল, দেখাইলে অবতরি ॥ আমরা সকলে, তব পদমূলে, সেবামাত্র-অভিলাষী। পতি গুরুজন, করি বিসর্জ্জন, শ্রীচরণে হই দাসী ॥ আমাদের মন, গত যে বেদন, জান তুমি তাহা সব। তবে কি কারণে, নিজ দাসীগণে, নাহি কর কৃপালব ॥ অতএব বলি, ওহে বনমালি, নাহি তেজ গোপীগণে। এ শ্রীনারায়ণ, করে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে ॥

যত্তেসুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধী-
মহি কর্কশেষু। তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯॥

এইরূপে গোপিকার নিজ অভিলাষ। কহিতে কহিতে প্রেম হইল প্রকাশ। তাহে স্বতাৎপর্য্য সবে করি উপেক্ষণ। কৃষ্ণ সুখ লাগি কহে ব্রজাঙ্গনাগণ॥ ওহে কৃষ্ণ তুমি প্রাণপ্রিয় সবাকার। পঙ্কজ হইতে পদ কোমল তোমার॥ অত্যন্ত কোমল যেই তব শ্রীচরণ। ভয় পাই নিজ স্তনে করিতে ধারণ॥ নব যৌবনের জ্বালা করিতে বিদিত। করি মোরা সবে নাথ তেমন চরিত॥ অতি সুকর্কশ মানি আপনার স্তনে। তাহে থতে যে পদ সর্ব্বদা ভয় মনে॥ হেন পদে নিশিতে হে কাননে ভ্রমণ। করিতেছ যাঁহা দেখি দুঃখ পায় মন॥ বনেতে আছে হে কত তৃণাঙ্কুরচয়। তাহাক্তে বাজিবে বলি বড় ভয় হয়॥ তব অনুগত হয় গোপিকা জীবিত। হেন দুঃখ দেওয়া তাহে না হয় উচিত॥ অতএব তেজি নাথ এত নিঠুরালি। দরশন দেহ সবে ওহে বনমালি॥ বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলা-
সাখ্যায়াং গোপিকাগীতির্নাম তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
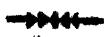
অথ শ্রীকৃষ্ণে রাসস্থলীতে আবির্ভাব।

বিহরন্ গোপিকাভিঃ স্বাং দর্শয়ন্ প্রেমবশ্যতাং।
শময়ন্ দুঃখসন্তাপান্ তাসাং কৃষ্ণোস্ত নোগতিঃ।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসময়। জয় রাসেশ্বর সহ গোপিকা নিচয়॥ জয় জয় কৃষ্ণ লীলামত্ত ভক্তগণ। করুণা করহ সবে

হেরি অভাজন ॥ শুন শুন শ্রোতাগণ করি অবধান। তার পর যা করিলা কৃষ্ণ ভগবান ॥

শ্রীশুকউবাচ ইতিগোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিছেন শুন হে রাজন। এইরূপ গান করি গোপিকার গণ ॥ বিবিধ প্রলাপ বাক্য বলয়ে বিরহে। সুস্বর রোদন সহ নেত্রে ধারা বহে ॥ কৃষ্ণের দর্শনমাত্র মনেতে লালস। গোপীগণ প্রেমোন্মাদে হয়েছে অবশ ॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরস্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২ ॥

তাদের বিরহ আর প্রলাপ বচন। শুনিয়া সরোজনেত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ তা সবার মধ্যে আসি হইলা প্রকাশ। বদন অম্বুজে মৃদু সুমধুর হাস ॥ দ্রুত আগমনে সুনির্ম্মল পীতাম্বরে। গলিত দেখিয়া নিজ শ্রীহস্তেতে ধরে ॥ কিম্বা গোপীগণে যেই দিল কদর্থন। করাইতে সেই অপরাধ ক্ষমাপন ॥ পীতাম্বর গলদেশে ধরিয়া শ্রীহরি। উপনীত হৈলা যথা সব ব্রজনারী ॥ কিবা বক্ষস্থলে বিলম্বিত কুন্দহার। হেরিলে নয়নে কার নহে চমৎকার ॥ অধিক বর্ণিব কি সে রূপের মাধুর্য্য। মন্মথের মন মথে যাহার সৌন্দর্য্য ॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতং ॥ ৩ ॥

তবে গোপীগণ কৃষ্ণে হেরিয়া নয়নে। উৎফুল্ল হইল নেত্র প্রেষ্ঠ আগমনে ॥ বিরহ দুঃখেতে বল না ছিল সবার। তথাপি উঠিলা সবে হয়ে চমৎকার ॥ মৃত দেহে হৈলে যেন প্রাণ সঞ্চরণ। ক্রিয়াবান হয় সব ইন্দ্রিয়েরগণ ॥ স্বাভাবিক প্রাণধন

কৃষ্ণ গোপিকার। তার অদর্শনে ছিল দেহ মাত্র সার॥ পরে তারা সবে কৃষ্ণে আসিতে দেখিয়ে। প্রাণাগত দেহ প্রায় উঠে সুখি হিয়ে॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দ-
ধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতং॥ ৪॥

এরূপে কহিয়ে মুনি কৃষ্ণ আগমন। গোপীর উৎসব কিছু করেন বর্ণন॥ তাহাতে প্রথমে মুখ্য অষ্ট গোপিকার। আচরিত চেষ্টা কন করিয়া বিচার॥ কোন গোপী হেরি আগে কৃষ্ণ আগমন। নিজ করে করে কৃষ্ণ শ্রীহস্ত ধারণ॥ অম্বুজ সমান হয় যেই করতল। তার স্পর্শে হবে জানি সন্তাপ শীতল॥ বিশেষতঃ সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধাচরণ। করস্পর্শ হয় দিব্য সম্মান কারণ॥ অতএব সেই গোপী তাহা আচরিয়ে। সাধিল উভয় অর্থ সন্তোষিত হিয়ে॥ অন্য গোপী হয়ে প্রেমরভসে আবেশ। ধরিল চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেশ॥

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাত্তন্বী তাম্বূল চর্ব্বিতং। একা তদ-
ঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ॥ ৫॥

কোন গোপী প্রসারিয়ে আপন অঞ্জলি। চর্ব্বিত তাম্বূল নিল হয়ে কুতূহলি॥ কেহবা কৃষ্ণের পদ করিয়া গ্রহণ। আপনার স্তনোপরি করিলা ধারণ॥ কৃষ্ণপদ স্নিগ্ধ অতি জিনিয়ে কমল। তাহাতে আপন তাপ করিল শীতল॥

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা। ঘ্নতীবৈক্ষৎ-
কটাক্ষেপৈর্নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা॥ ৬॥

কোন গোপী কৃষ্ণে দেখি প্রণয় কোপেতে। কুটিল ভ্রূভঙ্গে তাঁরে চাহিলা দেখিতে॥ তাহে নিরীক্ষণ হয়ে শ্রীমুখমণ্ডল। অমনি হইলা ধনী প্রেমেতে বিহ্বল॥ অন্য গোপী দন্তে ওষ্ঠ করিয়ে দংশন। কৃষ্ণের কটাক্ষনেত্রে করে দরশন॥

অপরা নিমিষদ্দৃগভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজং। আপী-
তমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

অন্য গোপী অনিমিষ নয়ন যুগলে। কৃষ্ণমুখ সরোরুহ
হেরে কুতূহলে।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্বা নিমীল্য চ। পুলকা-
ঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥ ৮ ॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সময়ে। নয়ন নিমিষে-প্রতি-
বন্ধক মানয়ে ॥ অতএব প্রাণনাথে নিজ নেত্র পথে। লইয়ে
ধরিল সেহ হৃদয় মাঝেতে ॥ তাহে পুলকিত হৈল সব কলে-
বর। আনন্দে স্মরণ নহে কিছু আত্মপর ॥ যোগী যেন সে
চরণ হৃদয় কমলে। নিরখিয়া লীন হয় আনন্দ সলিলে ॥

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ। জহুর্ব্বি-
রহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

এইরূপ সবে কৃষ্ণ শ্রীমুখ নেহারি। পরম উৎসব সুখে
মজিল নাগরী ॥ বিরহ সন্তাপ সব হৈল বিস্মরণ। তত্ত্ব জ্ঞানে
নাশে যেন সংসার বন্ধন ॥

তাভির্ব্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতোবৃতঃ। ব্যরোচ-
তাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

তবে সেই গতশোকা গোপিকা সহিতে। অধিক শোভিলা
কৃষ্ণ শ্রীরাসস্থলীতে ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ যেই ভগবান।
অশেষ সৌন্দর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান ॥ গোপিকা সঙ্গেতে
সেই সাকল্যে প্রকাশে। এহেতু অচ্যুত কৃষ্ণে শুকদেব ভাষে ॥
জীব যেন জ্ঞান বীর্য্য আদি শক্তিগণে। অধিক শোভিত হয়
এতিন ভুবনে ॥ তেন গোপী সঙ্গে হরি আপন পূর্ণতা।
প্রকাশি অধিক শোভা পাইলেন তথা ॥

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যানির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎ কুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদং ॥ ১১ ॥

সেই সব গোপীগণে লইয়ে সঙ্গেতে। যমুনা পুলিনে হরি আইলা রঙ্গেতে॥ সেই স্থল হয় অতিশয় সুশোভিত। কুন্দ মন্দারাদিগন্ধসমীর সেবিত॥ মত্ত মধুকর যথা করয়ে বিহার। যাহা নিরখিলে চিত্তে হয় চমৎকার॥

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবং। কৃষ্ণায়াহস্তুতরলাচিতকোমলবালুকং॥ ১২॥

শারদীয় পূর্ণচন্দ্র কিরণ পরশে। নিশির তিমির নাশ হয়েছে বিশেষে॥ যমুনা তরঙ্গরূপ নিজ হস্ত দিয়া। রাখিলা কোমল বালু যথা বিছাইয়া॥ অভিপ্রায় কৃষ্ণ ইথে করিলে বিলাস। পরিপূর্ণ হবে তাহে মম অভিলাষ॥ হেন সুখময় সেই কালিন্দী পুলিনে। উপনীত হৈলা কৃষ্ণ লয়ে গোপীগণে॥

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধুতহৃদ্রুজোমনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ। স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হেতু পরম আহ্লাদ। বিনাশিল গোপিকার মনের বিষাদ॥ দরশন লাগি যেই ছিল আকিঞ্চন। তাহা বহু ফলবান হইল এখন॥ শ্রুতিগণ যেন নানা মনোরথ ভরে। ঈশ্বর না দেখি কহে কর্ম্ম করিবারে॥ পরে তত্ত্বজ্ঞানে পেয়ে ব্রহ্ম দরশন। নানা মনোরথ ক্রমে করে সমাপন॥ তেন গোপী কৃষ্ণ দরশন মনোরথ। তাহা পেয়ে সমাপ্তি করিল সে তাবত॥ তবে তারা স্বকুচকুঙ্কুম সুরঞ্জিত। উত্তরীয় বসন লইয়া সুবাসিত॥ আপন বঁধুরে সবে অর্পিল বসিতে। অভিপ্রায় কৃষ্ণে পুন না দিব যাইতে॥

তত্রোপবিষ্টোভগবান্ স ঈশ্বরোযোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ। চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥ ১৪॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তথাপি গোপীর প্রেম হয় গাঢ়তর ॥ তাহে বশ হয়ে নটবর শিরোমণি। বসিলেন সে আসন উপরি আপনি ॥ অন্তর হৃদয়ে যাঁরে যোগেশ্বর গণ। হৃৎপদ্ম কর্ণিকামাঝে অর্পয়ে আসন ॥ হেন কৃষ্ণ গোপিকার দত্ত সে আসনে। বসিলেন তাসবার সহ সুখীমনে ॥ রমণীমণ্ডল মাঝে মদনমোহন। শোভিলা যেরূপ তাহা না হয় বর্ণন ॥ ত্রৈলোক্য মধ্যেতে যত আছে শোভাচয়। একা কৃষ্ণকান্তি হয় সবার আশ্রয় ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রম-
ভ্রুবা। সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ
কুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

তবে কৃষ্ণ পার্শ্বেতে বসিয়া গোপীগণ। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সবে করে নিরীক্ষণ ॥ যাহা দেখি অঙ্গহীন অনঙ্গ পুলকে। সে হেন মাধুর্য্য তারা হেরে অনিমিখে ॥ কৃষ্ণকর পদ ক্রোড়ে করিয়ে ধারণ। মৃদু মৃদু রূপে কেহ করে সম্বাহন ॥ জিজ্ঞাসা কারণে কিছু স্তুতি প্রকাশিয়া। কহে কৃষ্ণে প্রেমাবেশে ঈষদ কুপিয়া ॥ প্রণয় স্বভাবে হয় কোপের অল্পতা। অন্তরে গর্ব্বরি তাহা কহিতেছে তথা ॥ সহাস্য লীলা ঈক্ষণ নয়ন-যুগল ॥ উপরি ভ্রময়ে বক্র ভ্রূযুগ বিমল ॥ বাহ্যে মৃদু ভাষা কিন্তু অন্তরে কুপিত। কৃষ্ণ প্রতি কহে গোপী বচন ললিত ॥

শ্রীগোপ্যউচুঃ ॥ ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপ-
র্য্যয়ং। নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু
ভোঃ ॥ ১৬ ॥

গোপীগণ কহে কৃষ্ণ শুনহ বচন। ভজন করিলে তারে ভজে কোন জন ॥ নাহি ভজিলেও কেহ ভজয়ে কাহারে। ভজিলে না ভজিলেও ভজে না অপরে ॥ এরূপ ত্রিবিধলোক করি নিরীক্ষণ। কহ নাথ ইহা মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন ॥ গো-

পীর তাৎপর্য্য এই শ্রীকৃষ্ণ বদনে। নিজ অকৃতজ্ঞ ভাব কহাব আপনে॥ এলাগি এমত প্রশ্ন করিয়া গোপিকা। মনে উৎসাহিত সবে হইলা অধিকা॥

শ্রীভগবানুবাচ॥ মিথোভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহি তে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থানং তদ্ধি নান্যথা॥ ১৭॥

কৃষ্ণ কন শুন সব প্রিয় সখীগণ। পরস্পর যারা সবে করয়ে ভজন॥ নিজ নিজ স্বার্থ প্রয়োজন তাসবার। অন্যে অন্য সুখ যাহে না করে বিচার॥ তাহাতে নাহিক কিছু সৌহৃদ্যতা লেশ। নাহি হয় তাহে কোন ধর্ম্ম সবিশেষ॥ যেহেতুক সে ভজন হয় আপনার। যার মুখ্য ফল হয় প্রতি উপকার॥ দুগ্ধ হেতু গোমহিষী সেবা যেন করে। প্রয়োজন মাত্র তার দুগ্ধ সেবিবারে॥ এহেতু সে ভজনেতে নাহি পর সুখ। নিজ সুখ আকিঞ্চনে যাহার উন্মুখ॥

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা। ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮॥

সুমধ্যমাগণ শুন সবিশেষ। না ভজিলে ভজে কেহ হয়ে কৃপাবেশ॥ তার সাক্ষী যেন সাধু সব দীনহীনে। করুণায় হিতকারী হয় অকারণে॥ কেহ কেহ হয়ে কারো স্নেহে পরবশ। প্রয়োজন বিনা ভজে দেখহ সে রস॥ পিতা মাতাগণ যেন তনয়ের প্রতি। স্বাভাবিক উপকারী হয় দেখ অতি॥ কারুণিক স্নিগ্ধ প্রেম হয় এপ্রকার। ধর্ম্ম সৌহৃদ্যতা যাহে আছয়ে প্রচার॥

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ। আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯॥

ভজিলেও কোন জন না করে ভজন। না ভজিলে ভজিবে

সে কিসের কারণ ॥ হেন জন চতুর্ব্বিধ নিরখি নয়নে। আত্মা রাম এক অন্য পূর্ণকামগণে ॥ অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি আর দুই জন। বিশেষিয়ে কহি শুন তাহার লক্ষণ ॥ আত্মারাম কহি তারে বাহ্যে যে না হেরে। পূর্ণকাম বলি ভোগ ইচ্ছাহীন নরে ॥ অকৃতজ্ঞ সেই যেহ অতি মূঢ়াশয়। কৃত উপকার স্মৃতি যাহার না রয় ॥ গুরুদ্রোহি বলি তারে যে কঠিন অতি। ভজিলেও নাহি ভজে নিজে খলমতি ॥

> নাহন্তু সখ্যো ভজতোপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-
> বৃত্তয়ে। যথাহধনোলব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নি-
> ভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥

যথারাগ। শুন ওহে সখিগণ, কেন হসিত বদন, হইতেছ হেরি পরস্পর। অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহি, আত্মারাম আদি নহি, শুন সত্য কহি অতঃপর ॥ প্রিয়াসক কর অবধান। আমারে ভজে যে জন, তারে না ভজি তেমন, যে লাগিয়ে বলি সে বিধান ॥ ধ্রু ॥ যে যেন ভজে আমারে, যদি তেন ভজি তারে, সে আর না করয়ে চিন্তন। তাহে তার ধ্যান সুখ, হইয়া যায় বৈমুখ, একারণে করি উপেক্ষণ ॥ নিরন্তর ধ্যান লাগি, তাহারে বিরহ ভাগি, করি ধ্যান সুখ আস্বাদিতে। যেমন দারিদ্র্য জন, প্রাপ্ত বহু রত্নগণ, হারাইয়া মজে শোকাগ্নিতে ॥ সে ভাবে সে নিরন্তর, না জানি বাহ্য অন্তর, সদা ব্যাপ্ত রহে সেই ধ্যানে। হেন আমি ভক্তগণে, মগ্ন করিবারে ধ্যানে, সে সবায় করি উপেক্ষণে ॥

> এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনু-
> বৃত্তয়েহবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
> মাসূয়িতুং নার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

এরূপ আমার লাগি, হয়ে লোক ধর্ম্ম ত্যাগি, তোমা সবে ভজিলে আমারে। তেন আমি ত্রিভুবন, বৈকুণ্ঠাদি উপেক্ষণ,

করি বেদ ধর্ম্ম অনাদরে ॥ আপনার মনোবৃত্তি, তব প্রেম অনুবৃত্তি, পরোক্ষেও করিতে ভজন। তুয়া প্রেম চেষ্টাগণ, করিবারে আস্বাদন, অন্তর্ধান কৈল আচরণ ॥ অতএব প্রিয়াসব আমাতে অসূয়ালব, নাহি কর অবলামণ্ডল। তোরা মোর প্রাণসমা, নিজ প্রিয় জানি আমা, ক্ষম অপরাধ সে সকল ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

কি কহিব গোপীগণ, করি সব উপেক্ষণ, ছেদি গৃহ দুর্জ্জর শৃঙ্খলা। আমামাত্র করি সার, নিজ বন্ধু পরিবার, তেজি মোরে ভজিলে অবলা ॥ এই বিশুদ্ধ ভজন, সমভক্তিতে এমন, আমিহ কদাপি নাহি পারি। যদি বিবুধায়ু পাই, তথাপি শকতি নাই, ইথে আমি ঋণী সবাকারি ॥ এলাগি তেজিয়ে রোষ, ক্ষম মোর সব দোষ, তোমা সবা ভিন্ন আমি নই। এ শ্রীনারায়ণ কয়, নতুবা হে দয়াময়, গোপী প্রেমাধীন কেন কই ॥ বৃন্দাবন চন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ॥

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাসবিলাসাখ্যায়াং চতুর্থাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ব্রহ্মরাত্রমতিব্যাপ্য ক্রীড়ন্ গোপীভিরচ্যুতঃ। যাপয়ং-স্তাঃ পুনর্গেহান্ জীয়াৎ কৃষ্ণো ব্রজপ্রিয়ঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসধাম। জয় গোপীনাথ সহ গোপিকা নিকাম ॥ জয় জয় কৃষ্ণ প্রেমমত্ত ভক্তচয়। যাহা-

দের কৃপালেশে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥ এবে শ্রোতাগণ শুন হয়ে এক মন। কৃষ্ণরাসলীলা ভক্তজন প্রাণধন॥

শ্রীশুক উবাচ॥ ইত্থং ভগবতোগোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ। জহুর্ব্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥ ১॥

শুকদেব কহিছেন শুন মহারাজ। তার পর যে করিলা গোপিকা সমাজ॥ কৃষ্ণ মুখে এইরূপ সুপেশল বাণী। শুনিয়া বিরহ তাপ পাসরে গোপিনী॥ কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ সুখে হইয়া মগনা। পরিপূর্ণ মনোরথ মানয়ে আপনা॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ২॥

তবে সুপ্রসন্ন রমা রত্নগণ সাথে। রাসক্রীড়া আরম্ভিলা গোবিন্দ তথাতে॥ নিজ অনুগত সেই গোপিনীমণ্ডল। আত্ম সম নানাবিধ কলায় কুশল॥ তারা পরস্পর কর আবদ্ধ করিয়া। আরম্ভিল রাসনৃত্য রভসে মাতিয়া॥

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ॥ ৩॥

রসময় লীলা সেই রাসরূপ কেলি। গোপী সহ সে উৎসবে মগ্ন বনমালী॥ আপন অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে নাগর। যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈলা যোগেশ্বর॥ দুই দুই গোপী মধ্যে একৈক প্রকাশ। মুরতি ধরিয়া হরি করেন বিলাস॥ গোপী বাহু সুরলতা কৃষ্ণ কল্পশাখী। ধরে সবে কণ্ঠে রসে নিমীলিত আঁখি॥ মণ্ডলী মধ্যেতে অন্যরূপে রসময়। মধুর মুরলীগীতে মোহে বিশ্বচয়॥

যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং। দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং॥ ততোদুন্দুভয়োনেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলং॥ ৪॥

কৃষ্ণরাসলীলা রস দেখিব বলিয়ে। আইলা দেবতা সব সমুৎসুক হয়ে॥ নিজ নিজ দারাগণ সহিতে সকলে। শত শত বিমানেতে শোভে নভঃ স্থলে॥ তাহে তারা করে পুনঃ দুন্দুভি বাজন। শ্রীরাসমণ্ডলে নানা কুসুম বর্ষণ॥ নিজ নিজ কান্তা সহ গন্ধর্ব্ব প্রধান। অমল কৃষ্ণের লীলা যশ করে গান॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং। সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলোরাসমণ্ডলে॥ ৫॥

মঞ্জু শিঞ্জিতচ্ছন্দ। ত্রোটকার্দ্ধবৎ॥ ব্রজনাথ হরি। সহ গোপনারী॥ হইয়ে মগনে। বিহরে বিপিনে॥ প্রেয়সী সহিতে। প্রমোদে নাচিতে॥ রমণী চরণে। রুনুঝুনু তানে॥ নূপুরের নাদে। মিশায়ে আমোদে॥ বলয়াদি ধ্বনি। হইছে আপনি॥ কিঙ্কিণীর রবে। বিমোহিত সবে॥ শ্রীরাস মণ্ডলে। করিল তুমুলে॥ দ্বিজসূনু কহে। পুলকাঞ্চ দেহে॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবানচ্যুতোবৃতঃ। মধ্যে মণীনাং হৈম্নানাং মহামরকতোযথা॥ ৬॥

সে রাস মণ্ডল মাঝে শোভিল নাগর। ভগবত্তাসার সর্ব্ব সৌন্দর্য্য আকর॥ হেমাঙ্গিনীগণে তাহে হইয়া বেষ্টিত। মাধুর্য্যে হইলা পূর্ণ উদার চেষ্টিত॥ মরকত মণি যেন সুবর্ণ নিকরে। মণ্ডিত হইয়ারমণীয় শোভা ধরে॥

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সুস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বোগায়ন্ত্যস্তং তড়িতইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ। ৭।

যথা রাগ। মৃদু পদ ন্যাস, সুভুজবিলাস, সস্মিত ভুরু-বিভ্রমে। মধ্যতনুভঙ্গী, ভাবে মনোরঙ্গী, নৃত্য করে অনু-ক্রমে॥ তাহাতে চঞ্চল, কুচপটাঞ্চল, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে। শ্রীমুখ মণ্ডলে, ব্যাপে স্বেদ জলে, কুন্তল রসনা খোলে॥ এরূপে মগন, কৃষ্ণ বধূগণ, গান করি নানা স্বরে। শ্রীরাস মণ্ডলে, নাচি নাচি চলে, কৃষ্ণ কর ধরি করে॥ তাহে সে সময়, কিবা সুশোভয়, যেন সৌদামিনীগণ। ঘেরি নবঘনে, খেলয়ে গগণে, হেন করি নিরীক্ষণ॥

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভি-মর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং॥ ৮॥

সুজাত সুস্বর, কৃষ্ণ মনোহর, গান করে গোপীগণে। কৃষ্ণ কণ্ঠধ্বনি, আচ্ছাদে অমনি, স্বকণ্ঠরঞ্জিত তানে॥ প্রিয় পর-শনে, উল্লাসিত মনে, রতিপ্রিয়া নারীচয়। মৃদুকণ্ঠরবে, মুগ্ধ করি সবে, ভূমণ্ডল আচ্ছাদয়॥

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজা তীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি। তদেব ধ্রুবমুন্নি-ন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥ ৯॥

কোন গোপবধূ, সুমধুর মৃদু, স্বরে কৃষ্ণ সহকারে। হয়ে হর্ষমতি, নানা স্বরজাতী, মূর্চ্ছনা করে আদরে॥ কৃষ্ণ কণ্ঠরব, করি পরাভব, উঠে গোপিকার গীত। শুনি যেই নাদ, করে সাধুবাদ, কৃষ্ণ হয়ে পুলকিত॥ তবে সেই তান, মিলাইয়া গান, করে ধনী ধ্রুব পদ। তাহে তুষ্ট মন, কমল নয়ন, দিলা মান সুসম্পদ॥ যত ব্রজবালা, নিজ গীতি কলা, আলাপয়ে সে সমাজে। এ শ্রীনারায়ণ, প্রেমে অচেতন, ধ্যান ধরি রস রাজে॥

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকাঃ॥ ১০॥

যে বেণুতে হয় কলপদ নিগদিত। তাহাতে করেন কৃষ্ণ মধুর সংগীত ॥ অতএব গদাভূত সে মোহন হরি। অসম লাবণ্য যার ভুবন ভিতরি ॥ হেন কৃষ্ণ পার্শ্বস্থিত কোন গোপাঙ্গনা। রাসনৃত্য পরিশ্রম করিয়া ছলনা ॥ নিজ বাহু লতা দিয়া প্রিয়স্কন্ধে ধরে। বলয় মল্লিকা যাহে শ্লথ হয়ে পরে ॥

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভং। চন্দ-
নালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্ট রোমা চুচুম্ব হ। ১১ ॥

তার মধ্যে অন্য গোপী নিজস্কন্ধস্থিত। সহজে উৎপল পুষ্প সৌগন্ধি অন্বিত ॥ বিশেষে চন্দন লিপ্ত কৃষ্ণবাহু দেশ। চুম্বন করয়ে গোপী প্রেমেতে আবেশ ॥ তাহাতে হইল হৃষ্ট তার রোমগণ। কিরূপ হর্ষতা তার না হয় বর্ণন ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডে গণ্ডং
সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং ॥ ১২ ॥

কোন গোপী নাট্যশ্রম প্রকাশন ছলে। নিজগণ্ড দেয় শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে ॥ কিবা সেই গণ্ডস্থল পরম মোহন। নট-নচঞ্চল রত্ন কুণ্ডলে শোভন ॥ তাহে সে সময়ে কৃষ্ণ সে গো-পীর মুখে। চর্ব্বিত তাম্বূল নিজ দিলেন কৌতুকে ॥

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা। পার্শ্বস্থাচ্যুত-
হস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং ॥ ১৩ ॥

কোন গোপিকার নৃত্য গীতের আবেশে। নূপুরমেখলা আদি বাজিছে বিশেষে ॥ নাট্যশ্রমে তারা হয়ে শ্রান্তা অতি-শয় ॥ কৃষ্ণ হস্তপদ্ম নিজ স্তনেতে ধরয় ॥ সুখময় হয় সেই কৃষ্ণ করতল। স্পর্শমাত্রে হৈল সবে পরম শীতল ॥

গোপ্যোলব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয়একান্তবল্লভং। গৃহীতকণ্ঠা-
স্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৪ ॥

গোপীগণ অবিচ্যুত মহিমা সাগরে। কমনীয় কান্ত পেয়ে সে রসশেখরে॥ কমলার একান্ত বল্লভ যেই পতি। যার লাগি তেজে সেহ নিজ ভোগ ততি॥ হেন কৃষ্ণভুজে কণ্ঠে গৃহীত হইয়ে। বিহরয়ে রাসস্থলে তাঁর গুণ গেয়ে॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়োবলয়নূপুর-
ঘোষবাদ্যৈঃ। গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্র-
জোভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাং॥ ১৫॥

তবে সেই গোপীগণ কৃষ্ণের সহিতে। অদ্ভুত নৃত্য সবে লাগিল করিতে॥ কর্ণেতে উৎপল সে সবার মনোহর। বদন কমলে শোভে অলকা ভ্রমর॥ শ্রমে ঘর্ম্ম জলসিক্ত কপোল সবার। মকরন্দ ভরে যেন ফুল্ল পদ্মসার॥ গোপীদের সেই নাট্য শিক্ষার কৌশলে। বলয় নুপুর কাঞ্চী না বাজে সে কালে॥ তাহে সে সবার কেশ বন্ধন হইতে। খসিয়া কুসুম মালা পড়ে পৃথিবীতে॥ অভিপ্রায় সে নর্ত্তন দেখি কেশ তত্তি। কুসুম বর্ষয়ে গোপী চরণের প্রতি॥ ভ্রমর গায়ক যেই শ্রীরাস মণ্ডলে। তথায় নাচিছে কৃষ্ণ সহিতে সকলে॥

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশোব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥১৬॥

এইরূপ গোপীসহ মদনমোহন। নৃত্য গীত আদি বহু করি আচরণ॥ পরে গোপীঅঙ্গ পরিষ্বঙ্গাদি বিহার। করিতে লাগিলা যাহে নিজ চমৎকার॥ স্বকর কমলে গোপী অঙ্গ পরশন। করিছেন সবে পুনঃ স্নেহ নিরীক্ষণ॥ নীবিবন্ধ মোক্ষ আদি উদ্দাম বিলাস। ভাবোদ্রেক হেতু বক্ত্রে স্মিত সুপ্রকাশ॥ লক্ষ্মীর ঈশ্বর হয়ে সেই ভগবান। ব্রজনারী সঙ্গে ক্রীড়া করেন বিধান॥ নিজ কেলি কুশলতা গোপীতে সঞ্চারি। তাসবার সহ লীলা করেন মুরারি॥ যেন শিশুগণ নিজ প্রতিবিম্বসনে। বিভ্রমে বিহার করে মুগ্ধতা কারণে॥

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাম্বা। নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়োবিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৭ ॥

গোপীগণ কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শন আহ্লাদে। আকুল ইন্দ্রিয় সব ধৈর্য্য নাহি বাঁধে ॥ কেশ বস্ত্র কঞ্চুকাদি সম্বরিতে নারে। প্রেমে পরবশ তনু ভাসয়ে পাথারে ॥ মাল্য আভরণ আদি অঙ্গে নাহি রয়। ওহে নৃপ কি কব সে আনন্দ নির্ণয় ॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুন্ খেচরস্ত্রিয়ঃ। কামার্দ্দিতা শশাঙ্কশ্চ সগণোবিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের ক্রীড়িত দেখি দেব রামাগণ। কান্ত সঙ্গে পূর্ব্বে যারা কৈল আগমন ॥ তাহারাও থাকি তথা আকাশ মণ্ডলে। কামার্দ্দিত হয়ে মুগ্ধা হইল সকলে ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু নিজ যোগ্যতাযোগ্যতা। বিবেচনা নাহি যাহে হয়েছে মোহিতা ॥ চন্দ্র অন্য অন্য গ্রহগণ সহকারে। যাহা দেখি মগ্ন হয়ে বিস্ময় সাগরে ॥ সে স্থান উপেখি নাহি পারয়ে যাইতে। তাহাতে সে সুখরাত্রি লাগিল বাড়িতে ॥ যাহে সে রাত্রির মাঝে ব্রহ্মার রজনী। নিবিষ্ট হইয়া গত হইল অমনি ॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৯ ॥

যূথে যূথে যত ব্রজ গোপিকা আছিল। তত নিজরূপ কৃষ্ণ প্রকট করিল ॥ অদ্ভুত অচিন্ত্য শক্তিময় ভগবান। অসীম ঐশ্বর্য্য বীর্য্য মাধুর্য্য নিধান ॥ নিজে আত্মারাম হইয়াও নটবর। লীলামুগ্ধ হয়ে ক্রীড়া করেন নির্ভর ॥ না জানি গোপীর প্রেম কত শক্তি ধরে। যাহাতে মোহিত সদা করে যোগেশ্বরে ॥ সর্ব্ব যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ সনাতন। গোপী প্রেমে মুগ্ধ হয়ে করেন রমণ ॥

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ রতি বিহারেতে শ্রান্তা ব্রজ নারী। বিন্দু বিন্দু বদনেতে বহে স্বেদ বারি ॥ তাহা নিরীক্ষণ করি রসিকশেখর। মার্জ্জন করেন দিয়া নিজ পদ্মকর ॥ স্বপ্রেম করুণা লব্ধ সে কর পরশে। বাড়িল গোপীর মনে অধিক উল্লাসে ॥

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন। মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎ কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১ ॥

গোপীগণ কৃষ্ণ কররুহ স্পর্শ সুখে। আবিষ্ট হইয়া চিত্তে মজিল কৌতুকে ॥ স্ফুরিত সুবর্ণ শ্রুতিকুণ্ডল সবার। কুন্তল শোভায় ব্যাপ্ত গণ্ড চমৎকার ॥ সুরস সহাস্য যুক্ত নিরীক্ষণ করি। কৃষ্ণে সন্মানন সবে করে গোপনারী ॥ পুণ্য কৃষ্ণলীলা কথা সুখে করে গান। কৃষ্ণ বিনা গোপিকার নাহি অন্য ভান ॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃস্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ। গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২২ ॥

লোক বেদ অতিক্রান্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর। রতিশ্রম শান্তি লাগি করুণ অন্তর ॥ গোপীগণ লয়ে জলে করিলা গমন। করিণী সমূহ সঙ্গে যেমন বারণ ॥ কৃষ্ণঅঙ্গ সঙ্গে নিজ কুচপদ্ম স্থিত। মর্দ্দিত কুসুম মালা কুঙ্কুম রঞ্জিত ॥ গন্ধর্ব্ব প্রধান প্রায় মধুকর গণ। গন্ধলুব্ধ হয়ে সঙ্গে করয়ে গমন ॥ গুঞ্জ গুঞ্জ রবে তারা গুঞ্জরিয়া চলে। গন্ধর্ব্বেতে গায় যেন অমর মণ্ডলে ॥

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্নেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ। বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

সে নব রসিকমণি মদনমোহন। জল ক্রীড়া করে লয়ে যুবতী রতন ॥ তারা সবে প্রেম নীরে অন্তর বাহির। হাঁসি হাঁসি অভিষেক করয়ে হরির ॥ প্রেমেতে অন্তর সিঞ্চে জলে কলেবর। স্তুতিসহ দেবে বর্ষে কুসুমনিকর ॥ নিত্য আত্মরত যেই নিজে ভগবান। লীলাবেশে খেলে সেহ গজেন্দ্র সমান ॥

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্‌দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৪ ॥

তবে কৃষ্ণ যমুনার নানা উপবনে। ভ্রমণ করেন সঙ্গে লয়ে গোপীগণে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধে মাতি মধুপ সকল। পশ্চাতে পশ্চাতে চলে হইয়ে বিহ্বল ॥ যে সব কাননে জল স্থল পুষ্প-চয়। পরশি সমীর মৃদু মন্দ মন্দ বয় ॥ তাহার সৌরভ জুষ্ট নদী দিক তটে। বিহরে প্রমদাবলি সঙ্গে অকপটে ॥ করিণী সকল সঙ্গে যেমন কুঞ্জর। মত্ত হয়ে ভ্রমে নানা বন বনান্তর ॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলা-গণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথা-রসাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥

এইরূপে শশাঙ্ক চন্দ্রিকা বিরাজিত। রজনী সকলে হরি হয়ে আমোদিত ॥ সদা সত্যকাম হেতু মদনমোহন। সঙ্গে লয়ে অনুরক্ত ব্রজ রামাগণ ॥ আত্মাতে সুরতভাব অবরোধ করি। সেবিলা সে সব নিশা রসিক মুরারি ॥ যে সব রজনী হয় অতি মনোহর। শারদীয় কাব্যকথা রসের আকর ॥ সুরত শব্দেতে স্বামী সুরতের কর্ম্ম। কহে যাহা হয় অন্য ধাতু-মোক্ষ ধর্ম্ম ॥ তাহা অবরোধ ছিল কৃষ্ণের স্বরূপে। তোষণীতে ইহা ব্যাখ্যা কৈল্য অন্যরূপে ॥ সৌরত শব্দেতে কহি সুরতের ভাবে। কৃষ্ণে অবরুদ্ধ ছিল প্রেমের প্রভাবে ॥ কৃষ্ণ প্রতি গোপিকার যেমন পিরিতি। তেন গোপিকার প্রতি কৃষ্ণের আরতি ॥ গোপী যেন প্রেম চেষ্টা হেতু কৃষ্ণ সনে। বিহারিতে

বাঞ্ছে কৃষ্ণ বাঞ্ছে তেন মনে॥ এইত সৌরত শব্দ ব্যাখান প্রচার। অধিক বিচারে নাহি প্রয়োজন আর॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬॥

এইরূপে শুক মুখে কৃষ্ণের বিলাস। শুনিয়া হইলা রাজা হৃদয়ে উল্লাস॥ কিন্তু তথাপিহ শুষ্ক তার্কিকাদি জনে। বুঝাইতে পুন প্রশ্ন করেন আপনে॥ ওহে মুনি কৃষ্ণ হন পূর্ণ শক্তিশ্বর। যাঁর অংশ বিষ্ণু সর্ব্ব জগত ঈশ্বর॥ তিনি করিবারে নিজে ধর্ম্ম সংস্থাপন। বিনাশিতে অধর্ম্ম সকল সুভীষণ॥ বলদেব সহ ব্রজে হইয়া প্রকাশ। কি রূপে করিলা হরি গোপী সঙ্গে রাস॥

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ ২৭॥

নিজে হয়ে ধর্ম্মসেতু বক্তাভিরক্ষিতা। কেন প্রতিকূল কর্ম্ম করিলা সর্ব্বথা॥ লোকরক্ষা হেতু ধর্ম্ম সেতুরূপ হয়। যাহা নিজ মুখে হরি বেদাগমে কয়॥ সেই ধর্ম্ম প্রতিপক্ষে করি বিনাশন। সতত করেন যিনি ধর্ম্মের পালন॥ হেন কৃষ্ণ নিজে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচার। কি রূপে করিলা পর নারীতে বিহার॥ কেবল অধর্ম্ম যাহে না হয় ঘটন। মহা সাহসিক হয় হেন আচরণ॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং। কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮॥

বিশেষে ধার্ম্মিক যদুবংশে অবতরি। হেন প্রতিকূল কর্ম্ম কেন কৈলা হরি॥ আপ্তকাম হইলে যা নহে সুশোভন। লোক নিন্দা আদি যাহে আছে বিঘটন॥ তবে কোন অভিপ্রায়ে অখিলের মণি। হেন আচরণ হরি করিলা আপনি॥ অত-

এব এরূপ সংশয় মোসবার। ছেদন করহ মুনি করি কৃপা-সার॥

শ্রীশুকউবাচ॥ ধর্ম্মব্যতিক্রমোদৃষ্টঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজোযথা॥ ২৯॥

এতেক নৃপতি বাক্য করিয়া শ্রবণ। শুকদেব তাঁর প্রতি কহেন তখন॥ তাহাতে কৈমুত্যন্যায়ে প্রশ্ন পরিহার। করিতে কহেন আগে মহত আচার॥ প্রজাপতি ইন্দ্র সোম বিশ্বামিত্র আদি। ইহারা স্বতন্ত্র হয়ে চলে নিরবধি॥ অধর্ম্ম আচার আর সাহসিক কর্ম্মে। ইহাদের দোষ নাহি দেখি কোন মর্ম্মে॥ যেহেতু ইহারা সবে তেজীয়ান হয়। এ জন্যে ইহারা নহে দোষের আশ্রয়॥ তেজস্বী অনল যেন সর্ব্ব ভুক্ হয়ে। দোষাবহ নাহি হয় কোনহু বিষয়ে॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্
মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥ ৩০॥

দেহেন্দ্রিয় পরাধীন অনীশ্বর জীবে। মনেতেও ইহা কভু নাহি আচরিবে॥ না মানিয়ে কেহ যদি তাহা আচরয়। অবশ্যই তাহে তার অধঃপাত হয়॥ দেখ যেন শ্রীরুদ্র বিহনে হলাহল। খাইলে অবশ্য মরে ব্রহ্মাণ্ড সকল॥ তেন দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি পরবশ নরে। বিনাশ এভয়ে যদি সেরূপ আচারে॥

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ-
স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১॥

যদি বল ইহা হৈলে সদাচার চয়। মুনিবর কি প্রকারে সপ্রমাণ হয়॥ তবে শুন মহারাজ কর অবধান। ঈশ্বরগণের বাক্য মাত্র সুপ্রমাণ॥ আর তাসবার বাক্য অবিরুদ্ধ যেহ। তাদের আচার কভু গ্রাহ্য হয় সেহ॥ অতএব বুদ্ধিমান যাবতীয় জন। ঈশ্বরের মত না করয়ে আচরণ॥ তবে যদি করে

কেহ সেরূপ আচার। ঈশ্বরের বাক্য যাহে নহে ব্যভিচার॥ শ্রুতি স্মৃতি আদি হয় ঈশ্বর বচন। তার অবিরুদ্ধে করা যোগ্য আচরণ॥ ঈশ্বর শব্দেতে হেথা কহি সিদ্ধ জীবে। তেন আচরিলে মূঢ় নরকে মজিবে॥

কুশলাচারিতৈরেষামিহ চার্থোন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েন বানর্থোনিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩২॥

যদি কহ ঈশ্বরের সমান আচার। অকর্ত্তব্য হৈলে করা অযোগ্য তাঁহার॥ তাহাতে কহেন মুনি শুনহ রাজন। অহ-ঙ্কার শূন্য তারা হন সর্ব্বক্ষণ॥ তত্ত্ব জ্ঞানে দেহেন্দ্রিয় সে সবার লয়। হইয়াছে যেন দিক ভ্রম হয় ক্ষয়॥ দেহ আমি বলি তাঁদিগের অভিমান। নাহি তেন ইন্দ্রিয় সকলে আত্ম ভান॥ সতত প্রমত্ত তাঁরা ব্রহ্মানন্দ রসে। দেহ আছে নাই তাঁরা অজ্ঞাত বিশেষে॥ মদিরামদান্ধ জনে যেন কোন জন। আভ-রণ দেয় কিম্বা করয়ে হরণ॥ উভয় না জানে সেই মত্ত থাকে মুদে। তেন যোগিগণ সদা মত্ত জ্ঞানামোদে॥ শারীরিক সুখ দুঃখ কিছু নাহি জানে। প্রারব্ধেতে হয় শুভাশুভ সুঘ-টনে॥ তাহে অভিমান নাহি আছে যে সবার। শুভাশুভ কর্ম্মে বন্ধ তারা কি প্রকার॥ অতএব শুভে তারা না করে আগ্রহ। অশুভেও সে সবার অনিষ্ট বিরহ॥ অভিমান মূল হয় সংসার বন্ধন। তাহা নাই যার সেই মুক্ত সর্ব্বক্ষণ॥ অভিমান বশে দেহেন্দ্রিয় প্রীতি লাগি। শুভাশুভ কর্ম্মে হয় দোষ গুণ ভাগী॥

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাং। ঈশিতু-শ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩॥

যদি এসবার নাহি শুভাশুভ বন্ধ। তবে কি রূপেতে কৃষ্ণে রবে সে সম্বন্ধ॥ সুর নর তির্য্যগাদি অখিল প্রাণির। নিয়ন্তা

ঈশ্বর যিনি প্রপঞ্চ বাহির ॥ হেন কৃষ্ণে শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন। কি রূপে হইতে পারে এমত ঘটন ॥

যৎ পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছ-য়াত্তবপুষঃ কুতএব বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

যাঁহার চরণ পদ্মপরাগ সেবিয়ে। মুনিগণ আছে সদা সুতৃপ্ত হইয়ে ॥ যোগ প্রভাবেতে মুক্ত অশেষ বন্ধন। স্বচ্ছন্দ রূপেতে করিতেছে বিহরণ ॥ তথাপি তাহাতে তারা বদ্ধ নাহি হয়। হেন কৃষ্ণে কর্ম্মবন্ধ কি রূপে ঘটয় ॥ স্বেচ্ছাময় হয় সদা যাঁর শ্রীবিগ্রহ। তাহে কি সম্বন্ধ হয় শুভাশুভ এহ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং। যোহন্ত-শ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ৩৫ ॥

আর দেখ বিশেষতঃ এইত সংসারে। কৃষ্ণের না দেখি পর নয়ন গোচরে ॥ গোপী গোপ আদি সর্ব্ব প্রাণির শরীরে। বুদ্ধি আদি সাক্ষীরূপে সদা যে বিহরে ॥ সেই এই ক্রীড়া দেহ করিয়া ধারণ। গোপীগণ সহ ব্রজে করে বিহরণ ॥ তাঁর পরদার সেবা ঘটে কি প্রকারে। সর্ব্বআত্মা পর কভু হইতে কি পারে ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তা-দৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

যদি বল তবু ইহা নিন্দিত করণ। আপ্ত কাম হয়ে কেন কৈলা আচরণ ॥ তাহা কহি শুন পাণ্ডুকুল চূড়ামণি। পরি-পূর্ণ কাম কৃষ্ণ যদিও আপনি ॥ আপন স্বরূপ সুখে সতত মগন। এলাগিয়ে নাহি কিছু নিজ প্রয়োজন ॥ তথাপিহ ভক্তসুখ করিতে বিস্তার। নানাবিধ লীলাগণ করেন প্রচার ॥ পাছে ভক্তগণ তাঁরে আত্মারাম জানি। ভুলিতে নারিব বলি

চিন্তিবে আপনি ॥ যাহে আত্মারাম হয় সুখ দুঃখ হীন। তারে পরিতোষ করা অতি সুকঠিন ॥ ইহা বলি ভক্ত পাছে ভাবিবে নিরাশ। এজন্যে করেন কৃষ্ণ বিবিধ বিলাস ॥ অভিপ্রায় যে তাঁহারে ভজে যেইরূপে। তাহারে ভজেন তেন ভাব অনুরূপে ॥ ইহা দেখাবার তরে ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৃন্দাবনে রাসলীলা কৈলা আচরণ ॥ বস্তুত নাহিক তাঁর কামাদিক কর্ম্ম। তথাপি করেন ভক্ত লাগি সেই কর্ম্ম ॥ লোভ নাহি তবু করে নবনীত চুরি। ভয় নাহি তথাপিহ ভীতি হয় ভারি ॥ ভক্ত অনুগ্রহ লাগি প্রপঞ্চ ভিতরে। নর দেহ হয়ে তেন ক্রীড়াদি আচরে ॥ কৃষ্ণ ভক্তবশ ইহা জানি ভক্তগণ। অবশ্য হইবে কৃষ্ণ ভক্তির ভাজন ॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ
স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৬ ॥

এতেক কহিয়া ঋষি সিদ্ধান্ত বচন। পুনরপি প্রকৃতার্থ প্রকাশিয়া কন ॥ যে কালেতে গৃহ তেজি গেল গোপীগণে। পত্যাদির নিবারণ না শুনি শ্রবণে ॥ তবে যোগমায়াস্বামী স্বয়ং ভগবান। মায়াতে করিলা তেন গোপিকা নির্ম্মাণ ॥ তাহাদিগে রাখিলেন ব্রজবাসি ঘরে। এলাগি শ্রীকৃষ্ণে তারা অসূয়া না করে ॥ জানে সবে নিজ নিজ গৃহেশ্বরীগণ। ফিরিয়া আইল তারা শুনি নিবারণ ॥ নিশিতে পতির কাছে তাহারা রহিল। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কেহ না জানিল ॥ কিম্বা কৃষ্ণ স্নেহেতে মোহিত ব্রজজন। কৃষ্ণপ্রতি অসূয়া না কৈল কোনজন ॥ যদি গৃহ তেজি গোপী কৃষ্ণ কাছে গেল। তথাপিই কেহ তাহে দুঃখিত নহিল ॥ ব্রজবাসী জানে কৃষ্ণে আপন জীবন। তার কাছে গেলে নহে কোন বিঘটন ॥ এলাগি আপন পার্শ্বে স্থিতি যেন হয়। কৃষ্ণ পার্শ্বে স্থিতি তেন নাহিক সংশয় ॥ ইহা ভাবি অসূয়া না করে ব্রজবাসী। কৃষ্ণপ্রতি প্রেম সে সবার অবিনাশী ॥

ব্রহ্মরাত্রউপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যোযযু-
র্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

পরেতে দেখিয়া কৃষ্ণ নিশি অবশেষ। গোপীগণে গৃহে যেতে কৈলা উপদেশ ॥ চিত্তবৃত্তি অধিষ্ঠাতা বাসুদেব হন। চিত্তেতে সবারে তেন করিলা প্রেরণ ॥ তাহে গোপীগণ বড় সম্মত না হয়ে। স্বস্ব গৃহে গেল কৃষ্ণ আজ্ঞার লাগিয়ে ॥ ভগবত্ প্রিয়া সেই ব্রজনারীগণ। করিতে নারিল তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণু-
দথ বর্ণয়েযঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপাহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রজবধূ সঙ্গে এই কৃষ্ণের বিহার। যাহে প্রকটিত সর্ব্ব ভগবত্তা সার ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যদি শুনে কোনজন। অথবা স্বমুখে কেহ করযে বর্ণন ॥ কৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি লভ্য হয় তার। হৃদ্রোগ মন্মথতাপ নাশে অনিবার ॥ যেহেতুক নহে এ সামান্য কামকর্ম্ম। হ্লাদিনী সম্বিত সার অংশ প্রেমধর্ম্ম ॥ এসব যথার্থ তত্ত্ব যানে সেই ধীর। কৃষ্ণেতে পরমা ভক্তি লভয়ে সুস্থির ॥

এইত হইল রাসবিলাস পূরণ। কৃষ্ণ প্রীতে হরি হরি বল ভক্তগণ ॥ শ্রীআচার্য্যপাদশাখাবংশ সমদ্ভূত। চট্টরাজ লক্ষ্মীকান্ত নামেতে বিশ্রুত ॥ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীব্রজগোবিন্দ। তাঁর জ্যেষ্ঠ সুত এ অধম অতি মন্দ ॥ ভজন সাধন নাহি কৃষ্ণ ভক্তি হীন। পতিত পাষণ্ডতম অতি দীন ক্ষীণ ॥ পণ্ডিত না হই মম নাহি কবি শক্তি। করিয়াছি তথাপি প্রলাপময় উক্তি ॥ ভরসা কেবল এই আছয়ে মানসে। শ্রীকৃষ্ণ কথায় মহা মোহ গ্রন্থি নাশে ॥ তাহে শুদ্ধাশুদ্ধ কেহ না করে বিচার। গঙ্গাজলে নাহি যেন দোষের সঞ্চার ॥ চণ্ডালে

আনলে তাহা সমাদর করি। নাহি লয় হেন কেবা ভুবন ভিতরি ।। তেন যদি হই আমি পতিত অধম। তবু কৃষ্ণ লীলা হয় গঙ্গাজল সম ।। অতএব ভাল মন্দ বিচার না করি। গ্রহণ করিবা সবে এ ভরসা করি ।। সকল বৈষ্ণবপদে প্রণতি অপার। কৃপা করি তোমা সবে কর অঙ্গীকার ।। স্বামী শ্রীগোস্বামিগণ চরণ কমলে। থাকুক এশির সুবিক্রীত বিনি-মূলে ।। অধমের অপরাধ করি ক্ষমাপন। নিজগুণে কর কৃপা কটাক্ষ ভাজন ।। সকল বৈষ্ণবে নিবেদন এ বিশেষ। বিশ্বে-শ্বর দাসে সবে কর কৃপালেশ ।। তোমা সবাকার পদ করুণা বিহনে। কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব তার স্ফুরিবে কেমনে ।। যেমন পামর আমি তেমন সেজন। কিসে মন শুদ্ধ হবে বিনা কৃপেক্ষণ ।। সাধু শাস্ত্র মুখে শুনি বৈষ্ণব মহত্ত্ব। যাঁহাদের কৃপালেশে স্ফুরে ভক্তিতত্ত্ব ।। অতএব তোমা সবে করহ করুণা। নতুবা না সহে আর সংসার যাতনা ।। অপর আছয়ে এই আমার বিনতি। কেশবের হয় যেন কেশবেতে মতি ।। বৃন্দাবনচন্দ্র যার একান্ত শরণ। শ্রীরাসবিলাস কহে সে শ্রীনারায়ণ ।।

ইতি শ্রীভাগবতীয়রাসপঞ্চাধ্যায়ভাষাব্যাখ্যায়াং শ্রীরাস-বিলাসাখ্যায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।।

সমাপ্তোয়ং শ্রীরাসবিলাসাখ্যোগ্রন্থঃ।